BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

একজন মায়াবতী

হুমায়ূন আহমেদ

www.BDeBooks.Com

দরজার কড়া নড়ছে।

মনজুর লেপের ভেতর থেকে মাথা বের করে শব্দ শুনল, আবার লেপের ভেতর ঢুকে পড়ল। এর মধ্যেই মাথার পাশে রাখা ঘড়ি দেখে নিয়েছে—সাতটা দশ। মনজুর নিজেকে একজন বুদ্ধিমান লোক মনে করে। কোনো বুদ্ধিমান লোক পৌষ মাসে ভোর সাতটা দশে লেপের ভেতর থেকে বেরুতে পারে না ।

যে কড়া নাড়ছে সে যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে আরো কয়েকবার কড়া নেড়ে চলে যাবে। পাঠা শ্রেণীর হলে যাবে না। বিপুল উৎসাহে কড়া নাড়তেই থাকবে। নাড়ুক, ইচ্ছে, হলে দরজা ভেঙে ফেলুক। হু কেয়ারস? এখন লেপের ভেতর থেকে বের হওয়া যাবে না।

মনজুর গত রাতে তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিল । ঘুমাতে গেছে তিনটা কুড়িতে । ঘুম ভালো হয় নি, কারণ ঘুমাতে গেছে ক্ষিধে নিয়ে। রাত জাগলে ক্ষিধে পায়। শরীরের জন্যে বাড়তি কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন হয়। সেই ব্যবস্থা ঘরে থাকে— দু তিন রকমের জেলি এবং পাউরুটি । কাল রাতে জেলি ছিল— পাউরুটি ছিল না। বিস্কিটের টিনে কিছু বিস্কিটের গুড়া পাওয়া গেল। এক চামচ মুখে দিয়ে মনে হলো সাবানের গুড়া খাচ্ছে। নাড়িভুড়ি উল্টে আসার জোগাড় । কত দিনকার বাসি কে জানে। পানি এবং চিনির কোঁটার শেষ দু চামচ চিনি খেয়ে পেট ভরিয়ে ঘুমাতে গেছে, চোখ প্রায় ধরে এসেছে—এমন সময় বাথরুম পেয়ে গেল। ভরপেট পানি খেয়ে ঘুমাতে যাবার এই হলো সমস্যা । বাথরুম পাচ্ছে সেই তাগিদ জোরালো নয়, উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। শীতের রাতে লেপের ভেতর একবার ঢুকে পড়লে বেরুতে ইচ্ছা করে না।

এখনো খটখট শব্দ হচ্ছে ।

গাধা নাকি? গাধা তো বটেই—অতি নিম্নমানের গাধা। গাধা সমাজের কলঙ্ক । মনজুর লেপের ভেতর থেকে মুখ বের করে উচু গলায় বলল, ইউ স্টুপিড অ্যাস। ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার। এটি মনজুরের অতি প্রিয় গালি। সে শিখেছে বিন্দুবাসিনী স্কুলের হেড স্যারের কাছে। ক্লাস চলাকালীন সময়ে মনজুর কী কারনে জানি হেড

শুভম

স্যারের ঘরে ঢুকেছিল। তাঁকে দেখে স্যার হুংকার দিলেন, 'ইউ স্টুপিড অ্যাস, ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হেয়ার'। ইংরেজি গালি বাচ্চা ছেলে বুঝতে পারবে কিনা তাঁর হয়তো সন্দেহ হল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাংলা তরজমাও করে দিলেন, ওহে বোকা গাধা, এখানে তোমার কোন কর্ম নাই।

মনজুর হেড স্যারের ইংরেজি গালি সাধারণত মনে মনে দেয়। তবে এখন গলায় দেয়া যেতে পারে। শোবার ঘর থেকে যাই বলা হোক, বাইরে থেকে কিছু যায় না। সে হয়তো তার স্যারের মতো গালির বাংলা তরজমাও করত। কিন্তু সে পারছে তাকে বিছানা ছাড়তেই হবে, তলপেটে চাপ পড়ছে, বাথরুমে না গেলেই নয় । কাল রাতে বাথরুম পেয়েছিল, সে বাথরুমে না গিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। যে দু গ্লাস ঘুমবার আগে খেয়েছিল তার পুরোটাই এখন একটি কিডনিতে জমা হয়েছে। সাধারন নিয়মে দুটি কিডনিতে জমা হবার কথা - সে সাধারণ নিয়মের বাইরে—তার একটি একটিমাত্র কিডনি। ডান দিকের কিডনি সাত বছর আগে কেটে বাদ দেয়া হয়েছে। বাঁ দিকেরটাও সম্ভবত যাই—যাই করছে। মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা হয়। চোখে অন্ধকার দেখার মতো ব্যথা । মিলিটারি ডাক্তাব ব্রিগেডিয়ার এস. মালেক গত মাসে হাসি হাসি মুখে বললেন, Outlook not so good. মিলিটারি ডাক্তাররা বোধহয় সাধারণ ডাক্তাদের চেয়ে বোকা হয়। বোকা না হলে এই জাতীয় কথা হাসিমুখে বলে কী করে?

একজন হাসিমুখে কিছু বললে অন্যজনকেও হাসিমুখে জবাব দিতে হয়। মনজুর হাসিমুখে বলল, Outlook not so good বলতে কী মিন করছেন?

ডাক্তার সাহেবের হাসি আরো বিস্তৃত হল। তিনি বললেন, কিডনি যেটা আছে মনে হচ্ছে সেটাও ফেলে দিতে হবে। সিমটমস ভালো না। '

মনজুরের বুক শুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। তবু মুখে হাসি ধরে রাখল। হাসাহাসি দিয়ে যে বাক্যবিন্যাস শুরু হয়েছে তাকে বন্ধ করার কোনো মানে হয় না।

যেটা আছে সেটাও ফেলে দিতে হবে? বলেন কী? হা-হা-হা। '

শুভম

www.BDeBooks.Com

মিলিটারি ডাক্তার এই পর্যায়ে হকচকিয়ে গেলেন। সরু গলায় বললেন, 'হাসছেন কেন? আপনার শরীর থেকে একটা প্রত্যঙ্গ ফেলে দিতে হচ্ছে এব মধ্যে হাসির কী পেলেন? What is so funny about it?'

মনজুরের গা জ্বলে গেল। ব্যাটা বলে কী? আমি হাসছি তোর সঙ্গে তাল দিয়ে আর তুই বলসিস What is so funny about it?

এখনো কড়া নড়ছে।

খুব কম হলেও ঝাড়া কুড়ি মিনিট ধরে ধাক্কাধাক্কি চলছে। দুটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে — এক. ভিখিরি, যে ঠিক করেছে ভিক্ষার বউনি এই বাড়ি থেকে শুরু করবে। কিছু না নিয়ে যাবেই না। দুই. তার শ্বশুরবাড়ির কেউ। মীরা হয়তো তার কোনো খালাতো, চাচাতো কিংবা মামাতো ভাইকে পাঠিয়েছে। বলে দিয়েছে — 'দেখা না করে আসবি না। ' কাজ হচ্ছে সেইভাবেই। গাধাটা খুঁটি গেড়ে বসে গেছে। মনজুর বিছানা থেকে নামতে নামতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল – এটা কেমন করে সম্ভব যে আমার শ্বশুরবাড়ির প্রতিটি লোক গাধা ধরনের? শুধু যে স্বভাবে গাধা তাই না, চেহারাতেও গাধা। জহির নামে মীরার এক খালাতো ভাই আছে যার কান দুটি অস্বাভাবিক লম্বা। মুখও লম্বাটে। ঐ ব্যাটাই এসেছে নাকি?

কে?'

জ্বি আমি।"

'আমিটা কে?'

'স্যার আমি কুদ্দুস।"

কুদ্দুস মনজুরের অফিসের পিওন। সাত সকালে সে এখানে কেন ? মনজুর কি তাকে আসতে বলেছিল? মনে পড়ল না। আজকাল কিছুই মনে থাকে না। কিডনির সঙ্গে কি স্মৃতিশক্তির কোনো সম্পর্ক আছে? মনজুর দরজা খুলল।

ব্যাপার কী কুদ্দুস?

'স্যার আমার ছোট বোনটা গত রাত্রে মারা গেছে।'

শুভম

মনজুর তাকিয়ে রইল।

ভোরবেলা কেউ মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এলে তাকে কী বলতে হয়? সান্তনার কথাগুলো কী? বলার নিয়মটাই বা কী? মনজুর খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'কুদ্দুস ভিতরে আস। ভেরি স্যাড নিউজ। ইয়ে কি যেন বলেকটা...র সময় মারা গেছে?"

'রাত আড়াইটার সময় স্যার।'

মনজুরের নিজের উপরই রাগ লাগছে। কটার সময় মারা গেছে এই খবরে তার দরকার কী? আড়াইটার সময় সে কী করছিল? বিস্কিটের গুড়া খাচ্ছিল বলে মনে হয়।

কুদ্দুস মাথা নিচু করে বলল, "কিছু টাকা দরকার ছিল স্যার। হাত একেবারে খালি।"

মনজুর স্বস্তি বোধ করল। সান্তনা দেয়ার চেয়ে টাকা দেয়া অনেক সহজ। সান্তনা দেয়ার অসংখ্য পথ আছে, টাকা দেয়ার একটাই পথ। মানিব্যাগ বের করে হাতে দিয়ে দেয়া ।

'কত টাকা দরকার??

'স্যার আমি তো জানি না। লাশের খরচপাতি আছে। দেশে নিয়া গোর দেয়ার ইচ্ছা ছিল; সেটা পারব না। সবই স্যার কপাল।

'হাজার খানিক দিলে হয়?"

দেন স্যার। '

'আস ভিতরে এসে বস। নাম কি ছিল তোমাব বোনের?'

"সাবিহা। '

ও আচ্ছা, সাবিহা। '

মনজুর আবার নিজের উপর বিবক্ত হল। নাম কি প্রশ্নটা সে শুধু শুধু কেন করল? নাম দিয়ে তার দরকার কী? মূল কথা হচ্ছে বেচারি মারা গেছে। তার নাম সাবিহা

শুভম

www.BDeBooks.Com

হলেও যা, ময়ূরাক্ষী হলেও তা। অবিশ্যি ময়ূরাক্ষী নাম হলে এক পলকের জন্য হলেও মনে হত — "আহা, এত সুন্দর নামের একটা মেয়ে মারা গেল!"

তুমি এই চেয়ারটায় বস কুদ্দুস। জীবনউইল ...মৃত্যু হচ্ছে তোমার কি যেন বলে-দেখি... অব গড মানে ইয়ে টাকাটা নিয়ে আসি। '

মানিব্যাগে আছে মাত্র একশ আশি টাকা। টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ারে আছে নব্বুই টাকা — এতো দেখি বিরাট বেকায়দা হয়ে গেল। বাড়িওয়ালার কাছে চাইলে কি পাওযা যাবে? সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাকে এই মাসের ভাড়াই দেওয়া হয় নি। মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে ভাড়া দেওয়ার কথা, আজ বার তারিখ ।

'কুদ্দুস।"

'জ্বি স্যার।'

'মানে একটা সমস্যা হয়ে গেল। ঘরে এত টাকা নেই। এখানে অল্প কিছু আছে। সরি, আমি ভেবেছিলামটা কিছু খে-কুদ্দুস তুমি চা...য়েছ?

জ্বি না স্যার।'

বস চা খেয়ে যাও। শুধু চা — একা থাকি। ঘরে নাশতাব কোনো ব্যবস্থা নেই। রেস্টুরেন্টে নাশতা খাই। বরং তুমি এক কাজ কর – চল আমার সঙ্গে চানাশতা - খাও।"

'লাগবে না স্যার। আমি যাই।'

'মনটাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা কর। জীবনমৃত্যুর উপর আমাদের কোনো ইয়ে - নেই। মানে গডস উইল । '

'আমি স্যার যাই । দেরি হয়ে গেছে।'

আচ্ছা যাও । "

কুদ্দুস চলে যাবার পর মনজুর চায়ের পানি চড়াল। পানি না চড়ালেও হত। চিনি শেষ হয়ে গেছে, চিনির কৌটায় যা অবশিষ্ট ছিল তা কাল রাতে সে খেয়ে নিয়েছে। আর কোনো কৌটায় চিনি আছে কি? সেদিন খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা কৌটা বের হল, যার গায়ে লেখা 'ইমার্জেন্সি চা পাতা' – মীরার কাণ্ড। সে চায়ের কৌটার বাইরেও

শুভম

একটা ইমার্জেন্সি কৌটা রেখেছে। এই কৌটায় সে নিশ্চয় কখনো হাত দেয় না। সে রকম ইমার্জেন্সি চিনি লেখা কোনো কৌটা কি আছে? চিনির কৌটা পাওয়া গেল না তবে একটা কৌটা পাওয়া গেল যার গায়ে লেখা –'সমুদ্র । কৌটার গায়ে সমুদ্র লেখার মানে কী?

মনজুর রাতে ক্ষিধে নিয়ে ঘুমিয়েছিল। সেই ক্ষিধে জানান দিচ্ছে। আরেক চামচ বিস্কিটের গুড়া কি খেয়ে নেবে? কুদ্দুসকে টাকা দিতে না পারার অস্বস্তি কিছুতেই যাচ্ছে না। কিছু সান্তনার কথা তো তাকে অবশ্যই বলা উচিত ছিল। এইসব পরিস্থিতিতে কী বলতে হয় বা বলতে হয় না তার উপর বই টই থাকা উচিত ছিল-, বিদেশে নিশ্চয়ই আছে। -

"মৃত্যুশোকে কাতর মানুষকে সান্তনা দেরার
একশ একটি উপায়"

আধুনিক মানুষদের জন্যে এ জাতীয় বই খুবই প্রয়োজন। অপ্রযোজনীয় বইএ - বাজার ভর্তি, প্রযোজনীয বই খুঁজলে পাওয়া যায় না। কথা বলার আর্টের উপরও একটা বই থাকা দরকার। কেউ কেউ এত সুন্দর করে কথা বলে, কেউ কথাই বলতে পারে না। যখন মজার কোনো গল্প বলে তখন ইচ্ছা করে একটা চড় বসিযে দিতে ।

বর্তমানে সময়টা হল কথানির্ভর- । অথচ সেই কথাই লোকজন গুছিয়ে বলতে পারছে না। কথা বলার উপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটা কোর্স থাকলে ভালো হত । ইনস্ট্রাকটারদের কোনো ডিগ্রি থাকতে হবে না তবে কথা বলার ব্যাপারে তাদের হতে হবে এক এক জন এক্সপার্ট। যেমন মীরা । মনজুরের ধারণা, মীরার মতো গুছিযে এবং সুন্দর করে কোনো মেয়ে কথা বলতে পারে না। প্রথম দিনে খানিকক্ষণ কথা বলার পর মীরা বলল, "আপনার নামের প্রথম অক্ষর এবং শেষ অক্ষর দিয়ে আমার নাম এটা কি আপনি লক্ষ করেছেন? মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, এখন লক্ষ করলাম। আগে করি নি।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, 'নামের এই মিল কি প্রকাশ কবে বলতে পারেন?'

শুভম

www.BDeBooks.Com

"জ্বি না।'

চিন্তা করে দেখুন তো বের করতে পারেন কিনা। যদি বের করতে পারেন তাহলে টেলিফোন করে জানাবেন। যদি বের করতে না পারেন তা হলে টেলিফোন করবেন না। '

মনজুর তৃতীয় দিনে টেলিফোন করল। সে কে, তাব কি নাম কিছুই বলতে হল না। হ্যালো বলতেই মীরা বলল, 'ও আপনি? রহস্য উদ্ধার করে ফেলেছেন? জানতাম আপনি পারবেন । "

মনজুর কাচুমাচু গলায় বলল, "জ্বি না পারি নি।'

'পারেন নি তাহলে টেলিফোন করলেন যে?'

"আপনার কাছে থেকে জানার জন্যে। '

আচ্ছা আপনাকে আরো সাতদিন সময় দিচ্ছি। সাতদিন পরেও যদি না পারেন তাহলে বলে দেব। রাখি, কেমন?'

মনজুর অনেক কিছু ভাবল – নামের মিল কী বুঝাচ্ছে? চার অক্ষরের দুটি মিলে যাচ্ছে। প্রথমটি এবং শেষটি। তাতে কী হয়? আদৌ কি কিছু হয়?

সাত দিন পর মীরার সঙ্গে আবার কথা হল। সে হাসতে হাসতে বলল, "এখনো পারেন নি? এত সহজ আর আপনি পারছেন না। '

'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নিম্ন পর্যায়ের। আমার মেজ মামার ধারণা আমি গাধামানব।-"

'তাই তো দেখছি। "

'মিলটা কী দয়া করে যদি বলেন...'

মীরা হাসতে হাসতে বলল, "ঠিক করে বলুন তো আপনার আগ্রহ কি মিল জানার জন্যে, না আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে?'

মনজুর গুছিয়ে কথা বলতে পারলেও তৎক্ষণাৎ তার মাথায় হঠাৎ করে কোনো জবাব এল না। মীরা বলল, 'হ্যালো, কথা বলছেন না কেন? আপনি অ্যামবারাসড বোধ করছেন?'

'জ্বি না।'

শুভম

‘মনে হচ্ছে আপনি অ্যামবারাসড। সরি, আমি কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না। রাখি, কেমন? পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।’

মনজুর দুধ চিনিবিহীন চা নিয়ে বিছানায় বসল। আশ্চর্য, টেলিফোনে কু- কু- পিড়িং জাতীয় শব্দ হচ্ছে! ব্যাপার কী? মনজুর অবাক হয়ে তাকাল। গত দুমাস ধরে টেলিফোন ডেড। বিলের টাকা জমা না দেয়ায় লাইন সম্ভবত কেটে দিয়েছে। টেলিফোন অফিসে একবার যাওয়া দরকার। যেতে ইচ্ছা করছে না। টেলিফোন ছাড়া তার খুব যে অসুবিধা হচ্ছে তাও না। বরং এক রকম আরামই অনুভব করছে।

টেলিফোনে আবার কু- কু শব্দ। আপনা আপনি ঠিক হয়ে গেল নাকি! এ দেশে সবই সম্ভব। যে নিয়মিত বিল দিয়ে যায় তার লাইন কাটা যায় আর তার মতো ডিফল্টারদের কাটা লাইন আপনাআপনি মেরামত হয়ে যায়।

মনজুর রিসিভার তুলে কোমল গলায় বলল, ‘হ্যালো। হ্যালো।’

ওপাশ থেকে আট ন বছর বয়সী বালকের গলা শোনা গেল।

‘হ্যালো বড় চাচু?

‘আমি বড় চাচু না খোকা – তুমি কেমন আছ?”

‘আমি ভালো, আপনি কে?’

‘আমার নাম মনজুর। ’

‘মনজুর চাচু?

‘তাও বলতে পার। তুমি স্কুলে যাও নি?’

“উহঁ।’

কেন বল তো?”

“আমার জ্বর।'

বল কি, একটু আগে তো বললে – তুমি ভালো!

ছেলেটা হকচকিয়ে গেল। ভুল ধরিয়ে দিলে ছোটরা অসম্ভব লজ্জা পায়।

‘নাম কী তোমার খোকা?”

শুভম

www.BDeBooks.Com

'ইমরুল।'

'ইমরুল? সর্বনাশ, তুমি যখন একটু বড় হবে সবাই তোমাকে কি বলে ক্ষ্যাপাবে জান? সবাই বলবে – ভিমরুল। '

'ভিমরুল কী?"

ভিমরুল কী বলার আগেই টেলিফোন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একেবারেই ঠাণ্ডা। শোশো–পি–পি কোনো আওয়াজই নেই। টেলিফোনটা ঠিক থাকলে মীরাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা যেত – কৌটার গায়ে সমুদ্র লেখা কেন? উত্তবে মীরা তার স্বভাব মতো বলতো – "তুমি আন্দাজ কর তো কেন?'

'আমি পারছি না। '

'তবু চেষ্টা কর। তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম।"

আধুনিক জগতের সপ্তম আশ্চর্যেব মধ্যে আছে – রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন... অষ্টম আশ্চর্য (মনজুরের মতে) তাঁর সঙ্গে মীরার বিয়ে। যাকে বলে হুলস্থুল বিবাহ। মীরার বাবা, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার মনসুর উদ্দিন এক হাজার লোককে দাওয়াত করেছিলেন। দাওয়াতী লোকজনদের মধ্যে তিন জন ছিলেন মন্ত্রী । ফ্ল্যাগ দেয়া গাড়ি করে এসেছিলেন। তারা কিছুই খেলেন না। তাদের মধ্যে মাত্র এক জন মনজুরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'হ্যালো ইয়াং ম্যান। বেষ্ট অব ইওর লাক।'

বাসর হল মীরার বড় ভাইরের বাসায়। বিছানার উপর বেলি ফুলের যে চাদর বিছানো তার দামই নাকি দুহাজার টাকা।

মীরা বাসর রাতে প্রথম যে কথাটি বলল, তা হচ্ছে-—'এই বিছানার বিশেষত্ব কি বল তো?"

মনজুর কিছু বলতে পারল না।

"কি – বলতে পারলে না? এটা হচ্ছে ওয়াটার বেড। বাংলায় জল-তোষক বলতে পার। "

শুভম

‘বল কী!’

‘ভাইয়া আমেরিকা থেকে আনিয়েছে। সে খুবই শৌখিন। বেচারা নিজে অবশ্যি এই বিছানায় ঘুমাতে পারে না। ওর পিঠে ব্যথা। ডাক্তার নরম বিছানায় শোয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। ’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। বেচারা ঘুমায় মেঝেতে পাটি পেতে। বাধ্য হয়ে ভাবীকেও তাই করতে হয়। একে বলে পোযেটিক জাসটিস। আচ্ছা, তুমি এমন মুখ ভোতা করে বসে আছ কেন? কথা বল। ”

‘কী কথা বলব?’

‘কী কথা বলবে সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে? ইন্টারেস্টিং কোনো কথা বল। বাসর রাতের কথা বাকি জীবনে অসংখ্যবার মনে করা হবে – কাজেই কথাগুলি খুব সুন্দর হওয়া উচিত । ”

মনজুর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “তোমাদের বাথরুমটা কোন দিকে?’

মীরা হেসে ফেলে বলল, “তোমার প্রথম কথা আমার কাছে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কথাটা কী?”

ফুলের গন্ধে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ফুলগুলোকে অন্য কোথাও রাখা যায় না?

‘না। আর কিছু বলবে?

‘ইন্টারেষ্টিং আর কিছু তো মনে আসছে না। তুমি বল, আমি শুনি।’ বলতে বলতে মনজুর হাই তুলল।

মীরা বলল, “তোমার ঘুম পাচ্ছে নাকি?’

‘হ্যাঁ। গত দুই রাত এক ফোটা ঘুম হয় নি। আমার ছোট্ট বাসা আত্মীযস্বজনে গিজগিজ করছে – শোব কি, দাড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই।”

খুব বেশি ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়। বাসর রাতে যে বকবক করতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘মশারি ফেলবে না?”

‘দরজা জানালায় নেট লাগানো-- মশা আসবে না, তাছাড়া ঘরে ফুল থাকলে মশা আসে না। ফুলের গন্ধ মশারা সহ্য করতে পারে না।

‘তাই নাকি? জানতাম না তো!"

‘ঘুম পেলে শুয়ে পড়।

মনজুর শুয়ে পড়ল। এক ঘুমে রাত কাবার। মনজুরের ধারণা, সবচে’ আরামের ঘুম সে ঘুমিয়েছে বাসর রাতে।

কাফে লবঙ্গে চা খেতে খেতে মনজুর আজ সারাদিনে কি কি করবে ঠিক করে ফেলল। তার ভিজিটিং কার্ডের উল্টো পিঠে এক দুই করে লিখল,

(১) অফিস সকাল দশটা।

(২) বড়মামার সঙ্গে কথাবার্তা এবং তাঁর অফিসে দুপুরের খাওয়া।

(৩) খালাকে চিঠি লেখা এবং নিজ হাঁতে পোস্ট করা।

(৪) ইদ্রিসের সঙ্গে ঝগড়া। [সন্ধায়, তাঁকে তাঁর বাসায় ধরতে হবে]

(৫) মীরার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে [রাত দশটার পড়]

এই জাতীয় একটা লিষ্ট মনজুর প্রতিদিন ভোরেই করে আশ্চর্যের ব্যাপার ।লিষ্ট অনুযায়ী কোনো কাজই শেষ পর্যন্ত করা হয় না। তবু লিষ্টটা করলে মনে এক ধরনের শান্তি পাওয়া যায়।

লিষ্টের পাঁচ নম্বরে মীরার সঙ্গে কথা বলা। রাত দশটাব পরে, তাকে সব সময় পাওয়া যায় না। এগারটার পর হলে মোটামুটি নিশ্চিত যে পাওয়া যাবে। শীতের রাতে এগারটার পর টেলিফোন জোগাড় করাই এক সমস্যা। সব দোকানপাট বন্ধ। বাড়িওয়ালার বাসা থেকে করা যায় তবে তার জন্যে বাড়ির ভাড়া ক্লিয়ার করা দরকার। আজ রাতে বাড়িভাড়া নিয়ে যদি যাওয়া যায় তাহলে উঠে আসার সময় হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলা যেতে পারে, ভাই সাহেব টেলিফোনটা ঠিক আছে ?

শুভম

উনার টেলিফোন অবশ্যি বেশিরভাগ সময়ই খারাপ থাকে। নিজেই খারাপ করে রাখে কিনা কে জানে !

তারচে এখন চলে গেলে কেমন হয়? মীরাকে ভোরবেলার দিকে সব সময় পাওয়া যায়। মনজুর ভিজিটিং কার্ড বের করে পাঁচ নম্বর আইটেমে টিক চিহ্ন দিল।

মীরা সহজ স্বরে বলল, তুমি এত ভোরে!

মনজুর বলল, 'ভোর কোথায়। আটটা চল্লিশ বাজে।

'কোনো কাজে এসেছ?'

ভাবলাম সেপারেশনের টার্মস এন্ড কন্ডিশনসগুলো নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করি।"

মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, টার্মস এন্ড কন্ডিশনস মানে? ঠাট্টা করছ নাকি? তোমার কাছে আমি কি কিছু চাচ্ছি? তোমার এমন কোনো রাজত্ব নেই অর্ধেক আমাকে দিয়ে দিবে।'

তা ঠিক তবু আইনের কিছু ব্যাপারস্যাপার আছে।'

তার জন্যে তো গত মাসের সাতাশ তারিখে ভাইয়া সুপ্রিম কোর্টের লইয়ার এম জামানকে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলেন। তোমার আসার কথা ছিল তুমি আস নি।

'সেটা আমি এক্সপ্লেইন করেছি। হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ে গেল।'

কী তোমার অফিস আর কী তার জরুরি কাজ! একটা কথা পরিষ্কার করে বল তো – সেপারেশনে তোমার কি ইচ্ছা নেই?'

আরে কী বলে ইচ্ছা থাকবে না কেন !? দু জন মিলেই তো ঠিক করলাম। চা খাওয়াতে পার?"

মীরা চা আনতে উঠে গেল। তাকে আজ অপূর্ব দেখাচ্ছে। বিয়ের সময় এতটা সুন্দর ছিল না। আলাদা হবার পর থেকে সুন্দর হতে শুরু করেছে। খানিকটা রোগাও হয়েছে। রোগার জন্যেই লম্বা লম্বা লাগছে নাকি? চেহারায় চাপা আনন্দের আভা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মীরা এখন সুখে আছে। সমস্ত চেহাবায় মায়াবতী মায়াবতী ভাব। নীল শাড়ির জন্যেও হতে পারে। ধবধবে সাদা ব্লাউজের সঙ্গে নীল শাড়ি পরলে

শুভম

www.BDeBooks.Com

মেয়েদেব মধ্যে একটা আকাশ আকাশ ভাব চলে আসে। শাড়িটা আকাশ, ব্লাউজ হল পূর্ণিমাব চাঁদ। উপমা নিখুঁত হল না। রাতের আকাশ নীল হয় না। হয় ঘন কৃষ্ণবর্ণ।

নাও চা নাও। চাযের সঙ্গে আর কিছু দেব?"

"না। '

'নাশতা খেয়ে এসেছ?'

'হু।

'কোথায় খেলে? তোমার সেই কাফে লবঙ্গ?"

"হু। '

'এক অক্ষরে জবাব দিচ্ছ কেন? আমরা আলাদা থাকছি বলে কথা বলা যাবে না তা তো না। কী কথা ছিল? সেপারেশনের পরে আমাদের যদি পথেঘাটে দেখা হয় তাহলে আমরা সিভিলাইজড মানুষের মতো বিহেভ করব।"

'তা অবশ্যই করব।"

এক ধরনের সাধারণ বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে থাকবে। তুমি চা খাচ্ছ না কেন? চিনি বেশি হয়েছে?"

'না। চিনি ঠিক আছে।'

'তোমাকে অসুস্থ অসুস্থ লাগছে। তোমার শরীরে অসুখ অসুখ গন্ধ।"

মনজুর কিছু না বলে পকেট থেকে সিগারেট বের করল। সিগারেটের কড়া ধোয়ায় অসুখ অসুখ গন্ধটা যদি তাড়ানো যায়। মীরার ঘ্রাণশক্তি কুকুরের চেয়েও প্রবল। যখন অসুখ অসুখ গন্ধ বলছে তখন বুঝতে হবে ঠিকই বলছে।

'কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? অসুখ নাকি?'

আরে না। অসুখ। বিনা পেষ্টে দাঁত মেজেছি — গন্ধ যা পাচ্ছ আমার মনে হয় মুখ থেকে পাচ্ছ। "

'মুখের গন্ধ আমি চিনি। তোমার গা থেকে জ্বর জ্বর গন্ধ আসছে। সিগারেটও মনে হয় প্রচুর খাচ্ছ।'

শুভম

হেভি টেনশনে থাকি। সিগারেটের ধোয়ার উপর দিয়ে টেনশনটা পার করার চেষ্টা করি।

‘কীসের এত টেনশান?”

‘আছে অনেক। আচ্ছা তোমাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করি, ধর একজন লোকের খুব নিকট কোনো আত্মীয় মারা গেছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। কী বলে সান্ত্বনা দিবে?

‘কে মারা গেছে?”

‘কে মারা গেছে সেটা জরুরি না। কী কথা বললে সে সান্ত্বনা পাবে সেটা বল।

‘কোনো কথাতেই সে সান্ত্বনা পাবে না। তুমি যদি তার গায়ে হাত দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাক তাহলে খানিকটা সান্ত্বনা পেতে পারে।”

মনজুর উঠে দাঁড়াল।” মীরা সঙ্গে সঙ্গে উঠল না। বসে বইল। মনজুর বলল, ‘আজ উঠি।

মীরা বলল, “তুমি না টার্মস এন্ড কন্ডিশনস নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলে? এখন চলে যাচ্ছ যে??

‘আরেকদিন আলাপ করব । অফিসের সময় হয়ে গেল।’

এ মাসের কুড়ি তারিখে কি তুমি আসতে পারবে? কুড়ি তারিখ বুধবাব। সন্ধ্যা সাতটার পর। পারবে আসতে?’

‘পারব। ’

‘তাহলে ঐ দিন জামান সাহেবকে আসতে বলব।’

‘জামান সাহেবটা কে?’

এর মধ্যে ভুলে গেলে? লইয়ার।

ও আচ্ছা আচ্ছা, অবশ্যই আসব। অফিসে গিযেই ডায়েরিতে লিখে রাখব। এবার আর ভুল হবে না। তবে সেইফ গাইড থাকার জন্য তুমি বুধবার সকালেই একটা টেলিফোন করে দিও। পারবে না? টেলিফোন নাম্বার আছে না?”

‘আছে। ’

শুভম

www.BDeBooks.Com

মনজুর বসার ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজার চৌকাঠে একটা ধাক্কা খেল। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার – এ বাড়ির বসার ঘর থেকে বেরুবার সময় প্রতিবার চৌকাঠে ধাক্কা খায়। এর কারণটা কি কে জানে? এই ঘর তাকে পছন্দ করে না – নাকি দরজা তাকে পছন্দ করে না?

এই জগতে জড় বস্তুর কি পছন্দ-অপছন্দ আছে?

রাস্তায় নেমে মনজুরের মনে হল, আসল জিনিসটাই মীরাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। কৌটার গায়ে 'সমুদ্র' লেখা কেন? আবার কি ফিরে যাবে? না – থাক।

দিলকুশা এলাকায় মনজুরের অফিস। এগার তলার ছটি কামরা। ফ্লোর স্পেস আট হাজার স্কয়ার ফিট। অফিসের নাম থ্রি-পি কনস্ট্রাকশনস। কোম্পানির মালিক নুরুল আফসার মনজুরের স্কুলজীবনের বন্ধু। স্কুলে নুরুল আফসারের নাম ছিল — মিডা কাঁচামরিচ। ছেলেবেলাতেই লক্ষ করা গেছে নুরুল আফসার চট করে রেগে যায় তবে রেগে গেলেও অতি মিষ্টি ব্যবহার করে। মিডা কাঁচামরিচ নামকরণের এই হল রহস্য।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর মনজুর ভর্তি হল জগন্নাথ কলেজে। নুরুল আফসার চলে গেল আইওয়া ষ্টেট ইউনিভার্সিটিতে ক্রিয়েটিভ লিটারেচর পড়তে। সায়েন্স পড়তে তার নাকি আর ভালো লাগছে না। ক্রিয়েটিভ লিটারেচরের ক্লাসগুলি তার খুবই পছন্দ হল। প্রথম সেমিস্টারে খুব খেটেখুটে সে একটা অ্যাসাইনমেন্টও জমা দিল। অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে তিন হাজার শব্দে সেইন্ট জোসেফ সেমিটিযারির একটি বর্ণনা দিতে হবে।

অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেয়ার দিনপাচেক পর কোর্স কো-অর্ডিনেটর প্রফেসব ক্লার্ক ব্লেইস তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন– 'তোমার রচনা খুব আগ্রহ নিযে পড়লাম। It is interesting'.

'তোমার পছন্দ হয়েছে?"

শুভম

‘ইন এ ওয়ে হয়েছে। তুমি নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছ। মোট কটি কবর আছে লিখেছ। কে কবে মারা গেছে তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস করেছ। কবরখানা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কত তা দিয়েছ যাকে বলা যায় পারফেক্ট ফটোগ্রাফিক ডেসক্রিপশন । ”

‘থ্যাংক ইউ। ” “কিন্তু সমস্যা কি জান – এই রচনা প্রমাণ করেছে তোমার কোনো ক্রিয়েটিভিটি নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দেব অন্য কিছু পড়তে। যেমন ধর ইনজিনিয়ারিং।

‘তোমার ধারণা ইনজিনিয়ারদের ক্রিয়েটিভিটি প্রয়োজন নেই?’

‘অবশ্যই আছে। তাদের যতটুকু ক্রিয়েটিভিটি প্রয়োজন তোমার তা আছে।’

নুরুল আফসার ছ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে সিভিল ইনজিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি, আমেরিকান স্ত্রী পলিন এবং দুই যমজ কন্যা পেত্রিসিয়া ও পেরিনিযাকে নিয়ে দেশে ফিরল। চাকরির চেষ্টা কবল বেশ কিছুদিন – লাভ হল না। শেষ চেষ্টা হিসেবে খুলল কনসট্রাকশন কোম্পানি। স্ত্রী এবং দুই কন্যার আদ্যক্ষর নিয়ে কোম্পানিব নাম হল Three P.

মনজুর জন্মলগ্ন থেকেই এই কোম্পানির সঙ্গে আছে। নুরুল আফসার শুরুতে বলেছিল, ‘বেতন দিতে পারব না – পেটেভাতে থাকবি, রাজি থাকলে আয়। যদি কোম্পানি দাঁড়িয়ে যায় তুই তোর শেয়ার পাবি। আমি তোকে ঠকাব না, বিশ্বাস কর ঠকাব না। ’

কোম্পানি বড় হয়েছে। ফুলে-ফেপে একাকারগত বছ ।রদুকোটি টাকার ব্যবসা করেছে এ বছর আরো করবে। অফিস শুরু হয়েছিল তিন জনকে নিয়ে, আজ সেখানে একশ এগারজন কর্মচারী । মনজুরের হাতে নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব নেই। চিঠিপত্রের যোগাযোগের ব্যাপারটা সে দেখে । পিআরও বলা যেতে পারেপ্রতি মাসে । তার আট একাউন্টে আট হাজার টাকা জমা হয়তার চাকরি ।র শর্ত কি, দায়িত্ব কি এই নিয়ে নুরুল আফসারের সঙ্গে তার কখনো কথা হয় না।

শুভম

www.BDeBooks.Com

অফিসঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে মনজুরের ঘর। কামরাটা ছোট তবে মেঝেতে কার্পেট বিছানো। দেয়ালে পালতোলা নৌকার একটি পেইন্টিং আছে। ঘরের এক প্রান্তে ডিভানের মতো আছে। ডিভানের পাশেই বুক শেলফে বেশ কিছু বাংলা বই যার বেশিরভাগই কবিতা। তার কোনো কাব্যপ্রীতি নেই। কবিতার বইগুলো মীরা কিনে দিয়েছে। ডিভানে শুয়ে আজকাল সে মাঝে মাঝে বইগুলোর পাতা উল্টায় এবং ভূ কুঁচকে ভাবে – লোকজন কি সত্যি আগ্রহ করে কবিতা পড়ে? যদি পড়ে তাহলে কেন পড়ে?

মনজুরের ঘরে গত পনের দিন ধরে বসছে জাহানারা। জাহানারা টাইপিষ্ট হিসেবে তিন মাস আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে। বসার কোনো জায়গা নেই। একেক সময় একেক জায়গায় বসছে। বড় সাহেব নুরুল আফসারের পাশেই হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দিয়ে নতুন ঘর তার জন্য তৈরি হবার কথা। যতদিন হচ্ছে না, ততদিন জাহানারা মনজুরের ঘরে বসবে এই ঠিক হয়েছে। ব্যবস্থাটা মনজুরের পছন্দ হয় নি। একটি অল্পবয়স্কা কুমারী মেয়ে ঘরে থাকলে এক ধরনের অস্বস্তি লেগেই থাকে। সহজ হওয়া যায় না। ডিভানে গা এলিয়ে কবিতার বইয়ের পাতা উল্টানোও সম্ভব না। তারচেয়েও বড় কথা মেয়েটা সিগারেটের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। মুখে কিছুই বলে না তবে মনজুর লক্ষ করেছে সিগারেট ধরালেই জাহানারা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

মনজুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কী খবর জাহানারা?

‘জ্বি স্যার খবর ভালো।’

‘মুখ এত গম্ভীর কেন?’

জাহানারা হাসল। সে এখনো দাঁড়িয়ে । বসতে না বলা পর্যন্ত সে বসবে না।

‘বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার ঘর আজ তৈরি হয়ে যাবার কথা না?

‘ঘর তৈরি হয়েছে স্যার।’

‘তাহলে আর এখানে কেন, নতুন ঘরে যাও। গৃহপ্রবেশ হয়ে যাক।

‘আপনাকে বলে তারপর যাব, এই জন্যে বসে আছি।’

‘ভেরি গুড। বড় সাহেব কি এসেছেন নাকি?’

শুভম

'জ্বি না স্যার। উনি আজ আসবেন না। চিটাগাং যাবেন।

জাহানারা হ্যান্ডব্যাগ খুলে মুখবন্ধ খাম বের করল। নিচু গলায় বলল, 'স্যার আপনার টাকাটা।' বলতে বলতে জাহানারার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। মনজুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল — মেয়েটা অতিরিক্ত রকমের লাজুক। এই ধরনের মেয়েদের কপালে দুঃখ আছে। এরা নিজেরা সমস্যা তৈরি করে এবং অন্যের তৈরী সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে।

টাকা ফেরত দেয়ার ব্যাপারটি এত দ্রুত করার দরকার ছিল না। নিশ্চয়ই নানান ঝামেলা করে তাকে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। মনজুর বলল, "তোমাব এত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই, তুমি আরো পরে দিও। আর পুরো টাকাটা একসঙ্গে দেবারও দরকার নেই। তুমি মাসে মাসে কিছু কিছু করে দিও।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'আর শোন, মাঝে মাঝে আমাদের সবাইকেই টাকাপয়সা ধার করতে হয়। এত লজ্জা পাওয়ার তো এর মধ্যে কিছু নেই। আমাদের যে বড় সাহেব, তিনিও ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ধার নিয়েছেন।"

জাহানারা হেসে ফেলল।

মনজুর বলল, "তুমি একটা কাজ করতে পারবে?"

"অবশ্যই পারব। কী কাজ স্যার?'

'আমি এই মাসের বেতন তুলি নি। একটা চেক দিচ্ছি, ক্যাশিয়ার সাহেবকে বল ভাঙিয়ে দিতে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'আর বরুণ বাবুকে বল, আমাদের অফিসের একজন পিওন আছে — আব্দুল কুদ্দুস নাম, জেনারেল ফাইল দেখে তার ঠিকানাটা বের করতে। ও আজ সকালে কিছু টাকার জন্যে এসেছিল। দিতে পারি নি। ওর একটা বোন মারা গেছে।'

জাহানারা চলে গেল।

শুভম

www.BDeBooks.Com

মনজুরের টেবিলে কোনো ফাইল নেই। অর্থাৎ করার কিছুই নেই। মনজুর দুমাস ধরেই লক্ষ করছে তার টেবিলে কোনো ফাইল আসছে না। বড় সাহেব কি তার টেবিলে ফাইল না পাঠানোর কোনো নির্দেশ দিয়েছেন? এমন না যে অফিসে কোনো কাজকর্ম নেই। বরং উল্টো। কাজকর্মের চাপ অনেক বেশি। শুধু তার টেবিলেই কিছু নেই। এটা নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার, কিন্তু নিজ থেকে কথা বলতে ইচ্ছা কবছে না। শরীরে এক ধরনের আলস্য এসে গেছে। আগ বাড়িয়ে কিছু করতে ইচ্ছা করে না। যা হবার হবে এরকম একটা ভাব চলে এসেছে এবং তা এসেছে খুব সম্ভব মীরার কারণে। মীরা চলে না গেলে হযতো বা এ ধরনের আলস্য আসত না। মনজুর মানিব্যাগ থেকে ভিজিটিং কার্ডটা বের করল। আজ দিনে করণীয় কাজের পাঁচটির মধ্যে দুটি করা হয়ে গেছে। অবশ্যি এর মধ্যে আরেকটি যুক্ত হয়েছে – কুদ্দুসকে টাকা দেয়া। কাউকে দিয়ে টাকাটা পাঠাতে হবে; নাকি নিজেই চলে যাবে ?

কুদ্দুসের গায়ে হাত রেখে কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসবে? সন্ধ্যার পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আপাতত তিন নম্বর আইটেমটির ব্যবস্থা করা যাক। তিন নম্বর আইটেম হচ্ছে – খালাকে চিঠি লেখা এবং নিজ হাতে পোষ্ট করা (যেহেতু আগের দুটি চিঠি পান নি।) মনজুর কাগজ-কলম নিয়ে বসল। লেখার পরিকল্পনা নিয়ে বসা। হবে অবশ্য উল্টোটা – ছোট্ট চিঠি লেখা হবে। কয়েক লাইন লেখার পরই মনে হবে – আর কিছু লেখার নেই।

শ্রদ্ধেয়া খালা,

আমার সালাম জানবেন। আমি নিয়মিত আপনার চিঠি পাচ্ছি। মনে হয় আপনি আমার পাচ্ছেন না। আমি ভালোই আছি বলা চলে । তবে যে কিডনিটি এখনো অবশিষ্ট আছে তাতে বোধহয় কিছু সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার মনগড়াও হতে পারে। যেহেতু একটিমাত্র কিডনি অবশিষ্ট সেহেতু কিছু হলেই মনে হয় কিডনি বুঝি গেল। আপনি শুধু শুধু চিন্তা করবেন না। আপনার আবার অকারণ চিন্তা করার অভ্যাস। খালুজানকে আমার সালাম দিবেন।

ইতি আপনার মনজু।

শুভম

চিঠি ছোট হবে আগেই বোঝা গিয়েছিল, এতটা ছোট হবে তা বোঝা যায় নি। পুরো পাতাটা খালি খালি লাগছে। পুনশ্চ দিয়ে আরো কয়েকটা লাইন না ঢুকালেই না। কী লেখা যায় সেটাই সমস্যা।

পুনশ্চঃ ঢাকায় এবার অসম্ভব শীত পড়েছে। আপনাদের এদিকে শীত কেমন? নীতু কেমন আছে? তার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?

নীতুকে একটা আলাদা চিঠি দেয়া উচিত ছিল। বেচারা প্রতি সপ্তাহে একটা চিঠি দেয় — কখনো সেইসব চিঠির জবাব দেয়া হয় না। তাতে নীতুর উৎসাহে কখনো ভাটা পড়ে নী। শিশুদের মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে। তারা প্রতিদান আশা করে কিছু করে না। কখনো না। বড়রাই সবসময় প্রতিদান চায়।

মনজুরের ঘরে টেলিফোন বাজছে। এই টেলিফোন সেটে কোনো গণ্ডগোল আছে। তীক্ষ শব্দ হয়। মাথা ধরে যায়।

'হ্যালো।'

'মনজুর কেমন আছিস তুই?

মনজুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বড় সাহেবের গলা। একই সঙ্গে তার ছেলেবেলার বন্ধু এবং 'বস'। টেলিফোনে নুরুল আফসারের গলা — ইমরুল নামের ঐ ছেলেটির গলার মতোই লাগছে। কেমন যেন অভিমান মেশা।

"কি রে কথা বলছিস না কেন? কেমন আছিস?'

'ভালো। '

"তোর বাসার টেলিফোন নষ্ট নাকি? কয়েকবার টেলিফোন করেছিলাম, ভো-ভো শব্দ হয়।

'টেলিফোনটা ডেড হয়ে আছে।'

ঠিক করা। চারপাশে মৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে বাস করার কোনো মানে হয়? মানুষ মরে গেলে কিছু করা যায় না – যন্ত্রপাতি মরে গেলে তাদের বাঁচানো যায়।'

এইকথা বলার জন্যেই টেলিফোন করেছিস – না আরো কিছু বলবি?'

হ্যাঁ বলব। মীরা নাকি তোকে ছেড়ে চলে গেছে?

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘হু।”

‘ব্যাপারটা ঘটল কবে?’

‘এই ধর দিন বিশেক । ’

‘আমি তো কিছুই জানতাম না। আজ জালাল সাহেব আমাকে বললেন – মীরার বড় ভাই। চিনতে পারছিস?’

‘হ্যাঁ পারছি। ”

‘তাকে খুব খুশি দেখলাম। তার সঙ্গে তোর কোনো গণ্ডগোল ছিল নাকি?’

‘না। ' '

"এত চমৎকার একটা মেয়ে ধরে রাখতে পারলি না? তুই তো বিরাট গাধা।

‘মীরাও আমাকে ধরে রাখতে পারল না তাকেও কি মহিলা গাধা বলা যায় না?”

“তোর সঙ্গে পরে কথা বলব। গাড়ি হর্ন দিচ্ছে।’

নুরুল আফসার লাইন কেটে দিলেন।.

মীরার সঙ্গে মনজুরের পরিচয় নুরুল আফসারের মাধ্যমে। মীরার বাবা মনসুরউদ্দিন, নুরুল আফসারের আপন ফুপা। সেই মনসুরউদিনের কাছে মনজুর একটা চিঠি নিয়ে গিয়েছিল।

ক্ষমতাবান মানুষরা সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থীকে সাক্ষাৎ দেন না। তিনি বলে পাঠালেন – অপেক্ষা করতে। সে ঘণ্টাখানিক বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে বসে রইল। তারপর বিরক্ত হয়ে বাড়ির সামনের বাগানে হাঁটতে লাগল। মনসুরউদ্দিন সাহেব এই সময় বের হয়ে এলেন এবং কঠিন গলায় বললেন – এই যে ছেলে, তুমি কী মনে করে আমার ফ্লাওয়ার বেডের উপর হাঁটছ? কটা গাছ তুমি নষ্ট করেছ জান? ফ্লাওয়ার বেড কাকে বলে সেটা জান? তুমি কোথাকার মূর্খ?

মনজুর পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেল। একী সমস্যা!

‘কথা বলছ না কেন? তুমি কোথাকার মূর্খ সেটা জানতে চাই। — Speak out loud.

শুভম

মীরা হৈচৈ শুনে ঘর থেকে বের হয়ে হাসিমুখে মনজুরকে বলল, "আপনি কাইন্ডলি আমার সঙ্গে আসুন তো। প্লিজ আসুন। প্লিজ।

মীরা তাঁকে বারান্দার এক কোনায় নিয়ে নিচু গলায় বলল, বাবার ব্যবহারে আমি খুবই দুঃখিত, খুবই লজ্জিত। বাবার মাথা পুরোপুরি ঠিক না। বাবাকে প্রথম দেখছেন বলে এ রকম মনে হচ্ছে। আপনাকে বাবা যেভাবে ধমক দিলেন ফুলের গাছগুলোকেও তিনি ঠিক সেইভাবে ধমক দেন। মাঝে মাঝে কিছু কিছু গাছকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আশা করি বাবার মানসিকতা কিছুটা বুঝতে পারছেন। আপনি এখানে চুপ করে বসুন। আমি চা নিয়ে আসি। বাবা যদি কিছু বলেন – কোনো উত্তর দেবেন না। তবে আমার মনে হয় না তিনি কিছু বলবেন। একবার রেগে যাবার পর ঘণ্টা দু'এক তিনি খুব ভালো থাকেন।"

মীরার কথা দেখা গেল সত্যি। কিছুক্ষণ পরই মনসুরউদ্দিন বারান্দায উঠে এলেন এবং কোমল গলায় মনজুরকে বললেন – 'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না আপনার পরিচয়? আপনাকে কি চা নাশতা কিছু দেয়াহয়েছে?

কুদ্দুসের বাসা যাত্রাবাড়িতে।

হাফ বিল্ডিং। পাকা মেঝে। উপরে টিন। বাঁশের বেড়া দিয়ে বাড়ি ঘেরা। বেড়ার আড়াল থেকে কলাগাছের নধর পাতা উকি দিচ্ছে।

মনজুর খানিকটা বিশ্বয় নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। এটা কুদ্দুসের বাড়ি তা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ শ্রীমন্ত চেহারা। বাড়ির ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। সব কেমন ঝিম মেরে আছে। তাই অবশ্যি থাকব কথা। মৃত্যুর প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে সবাই বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্যে চুপ করে যায়। আবার কান্নাকাটি শুরু হয় দিন দুএক পর।

মনজুব কড়া নাড়তেই বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। এই প্রচণ্ড শীতেও তার গায়ে পাতলা জামা। তবে গলায় মাফলার আছে। পায়ে মোজা। চোখে চশমা । শিক্ষক শিক্ষক চেহারা।

শুভম

www.BDeBooks.Com

এটা কুদ্দুসেব বাসা?”

জ্বি।

‘কুদ্দুস আছে বাসায়?’

‘না। ’

‘আমি কুদ্দুসের জন্যে কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলাম।”

‘আমার কাছে দিতে পারেন। আমি তার পিতা। কত টাকা?”

‘আটশ' টাকা। কবর দিতে মোট কত খরচ হয়েছে?’

মনজুর হকচকিয়ে গেল।

‘সাবিহা নামের একটা মেয়ে মারা গেছে না এই বাড়িতে?’

‘সাবিহা আমার ছোট মেযের নাম। সে মারা গেছে দশ বছব আগে। আপনে কে?’

‘আমি তেমন কেউ না। নাম বললে চিনবেন না। ’

‘টাকাটা আমার কাছে দিয়ে যান। আমি দিয়ে দিব। "

‘কুদ্দুসকেই দিতে চাই। আমি অন্য একসময় আসব।'

‘আমার কাছে দিতে না চাইলে অপেক্ষা করেন। কুদ্দুস দশটার মধ্যে আসে। চা খান চায়ের অভ্যাস আছে !?”

‘আরেক দিন এসে চা খেয়ে যাব। ’

মনজুর রাস্তায় নেমে এল। তাড়াতাড়ি কোনো একটা রিকশায় উঠে হুড তুলে দিতে হবে। এখন কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। জাকিয়ে শীত পড়েছে। অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে। বুকে ঠাণ্ডা বসে না গেলে হয়।

শুভম

২

ঘুমাবার আগে আয়নায় নিজেকে দেখার যে বাসনা সব তরুণীদের মনেই থাকে সে বাসনা মীরার ভেতরে অনুপস্থিত। ওই কাজটি সে কখনো করে না। চুল বাধে হাঁটতে হাঁটতে। সেই সময় সে গুনগুন করে গানও গায়। সে কখনো গান শেখে নি, তবে দু একটা সহজ সুর ভালোই তুলতে পারে।

আজ সে আয়নার সামনে বসে আছে।

বিশাল আয়না। এক ইঞ্চি পুরো বেলজিয়াম গ্লাস। সামনে দাঁড়ালে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায়। মনসুরউদ্দিন, মেয়ের ষোল নম্বর জন্মদিনে এই আয়না তাকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন – রোজ এক বার আয়নার সামনে দাঁড়াবি এবং নিজের সঙ্গে কথা বলবি।'

মীরা বিস্মিত হয়ে বলেছিল –'কী কথা বলব?'

'নিজেকে প্রশ্ন করবি।"

নিজেকে প্রশ্ন করার জন্যে আয়না লাগবে কেন?'

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন – "তোর সঙ্গে কথা বলাই এক যন্ত্রণা। তুই আমার সামনে থেকে যা।" মীরা হাসতে হাসতে বলল, "জন্মদিনে তুমি আমাকে ধমক দিয়ে কথা বলছ। এটা কি বাবা ঠিক হচ্ছে? এখনো সময় আছে। ধমক ফিরিযে নাও।"

ধমক ফিরিয়ে নেব কীভাবে?' 'মুখে বল ধমক ফিরিয়ে নিলাম – তাহলেই হল।

তাকে তাই করতে হল।

মীরা তার জন্মদিনের উপহার এই বিশাল আয়নার সামনে অনেকবার দাঁড়িয়েছে কিন্তু কখনো নিজেকে প্রশ্ন করে নি। আয়নার ছবিকে প্রশ্ন করার পুরো ব্যাপারটা তার কাছে সব সময়ই হাস্যকর মনে হয়েছে। আজ অবশ্যি সে একটা প্রশ্ন করল। নিজের ছবিব দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মীরা দেবী, আপনি কেমন আছেন?'

আয়নার মীরা দেবী সেই প্রশ্নের উত্তরে হেসে ফেলে বলল, ভালোই।

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘ভালোর পর ইকার লাগাচ্ছেন কেন? তার মানে কি এই যে আপনি বিশেষ ভালো নেই?’

আচ্ছা ইকার তুলে দিলাম। আমি ভালো আছি।

‘খুব ভালো?”

‘হ্যাঁ খুব ভালো।’

‘খুব ভালো থাকলে গান গাচ্ছেন না কেন? আপনার মন খুব ভালো থাকলে আপনি উল্টাপাল্টা সুরে গান গেয়ে থাকেন। দেখি এখন একটা গান তো?”

মীরা গুনগুন করে গাইল –

‘চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না
সরায়ে জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।

গান দুলাইনের বেশি এগুলো না। কাজের মেয়ে এসে বলল, “বড় সাব আপনেরে যাইতে বলছে। মীরা গান বন্ধ করে ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। কয়েকদিন থেকেই এই ভয় সে করছিল। না জানি কখন বাবা তাকে ডেকে পাঠান। সে চব্বিশ দিন ধরে এই বাড়িতে আছে। এই চব্বিশ দিনে বাবার সঙ্গে তেমন কোনো কথা হয় নি। মনে হচ্ছে আজ হবে।

বাবার মাথা এখন ঠিক আছে। লজিক পরিষ্কার। তবে শুধু একদিকের লজিক। একচক্ষু হরিণের মতো। সমস্যাটা এইখানে।

“বাবা ডেকেছ?”

মনসুরউদ্দিন সাহেবের ঘরের বাতি নেভানো। জিরো পাওয়ারের নীল একটা বাল্ব জ্বলছে। সে আলোয় তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। তিনি মশারির ভিতর কম্বল গায়ে দিয়ে বসে আছেন। তিনি খাটের পাশে রাখা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, মীরা বোস। '

মীরা বসতে বসতে বলল, ‘রাত এগারটা বাজে। তোমার তো দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার কথা, এখনো জেগে আছ যে। ডাক্তার শুনলে খুব রাগ করবে।’

শুয়ে ছিলাম। ঘুম আসছিল না।’

শুভম

‘ঘুমের ওষুধ খেয়েছ?”

‘হু।’

‘এখন কতটুকু করে খাও? ফ্রিজিয়াম ফাইভ মিলিগ্রাম না দশ মিলিগ্রাম?”

“দশ । ”

মীরা আর কী বলবে ভেবে পেল না। সে নিজের ভেতর চাপা উদ্বেগ অনুভব করছে। মনসুরউদ্দিন বললেন – “মীরা, তুই কি আমাকে কিছু বলতে চাস?

‘না। ’

‘বলতে চাইলে আমি শুনতে রাজি আছি। ভালো না লাগলেও শুনব | ’

‘আমার কিছু বলার নেই বাবা। তুমি ঘুমাও।

‘বাইরের কিছু কথাবার্তা আমাব কানে আসছে – শুনলাম মনজুরকে ছেড়ে তুই চলে এসেছিস । সত্যি না মিথ্যা?

‘সত্যি । ”

‘কারণ কী?’

‘ওকে আমার আর পছন্দ হচ্ছিল না। ’

‘পছন্দ না হবারই কথা – গোড়াতেই তা বোঝা উচিত ছিল। ’

‘তখন বুঝতে পারি নি।’

‘অপছন্দটা হচ্ছে কেন?’

‘অনেক কারণেই হচ্ছে। স্পেসিফিকেলি বলার মতো কিছু না। ছোটখাটো ব্যাপার।

‘ ছোটখাটো ব্যাপারগুলোই আমি শুনতে চাই । .... ”

মীরা চুপ করে রইল। সব কথা কি বাবার কাছে বলা যায়? বাবা কেন এই সাধারণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না?

তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, ‘কথা বলছিস না কেন? কী করে সে — হাঁ করে ঘুমায়? নাক ডাকায়? শব্দ করে চা খায়? সবার সামনে ফোৎ করে নাক ঝাড়ে?

মীরা হেসে ফেলল।

শুভম

www.BDeBooks.Com

মনসুরউদ্দিন কড়া গলায় বললেন, 'হাসির কোনো ব্যাপার না। তুই পছন্দ করে, আগ্রহ করে সবার মতামত অগ্রাহ্য করে একটা ছেলেকে বিয়ে করেছিস, এখন তাকে ছেড়ে চলে এসেছিস — কী কারণে চলে এসেছিস তাও বলতে পারছিস না। অপছন্দ? কেন অপছন্দ?'

'মনের মিল হচ্ছে না বাবা।"

'মনের মিলের সময় কি শেষ হয়ে গেছে? একটা মানুষকে বুঝতে সময় লাগে না? সেই সময় তুই দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ দিয়েছি। তিন বছর অনেক সময়। বাবা শোন, সবকিছু তো আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। এইটুকু তোমাকে বলতে পারি যে, আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। তার সঙ্গে থাকতে হলে আমাকে প্রচণ্ড মানসিক কষ্টে থাকতে হবে। আমার পক্ষে তা সম্ভব না। সে ভালবাসতে জানে না। সে খানিকটা রোবটের মতো। '

'আর তুই ভালবাসার সমুদ্র নিয়ে বসে আছিস?'

'এমন করে কথা বলছ কেন বাবা?"

'কী অদ্ভুত কথা; ভালবাসতে জানে না। দিনের মধ্যে সে যদি একশবার বলে, ভালবাসি ভালবাসি তাহলে ভালবাসা হয়ে গেল? আমি তোর মার সঙ্গে বাইশ বছর কাটিয়েছি। এই বাইশ বছরে 'আমি তোমাকে ভালবাসি' জাতীয় ন্যাকামি কথা বলেছি বলে তো মনে হয় না। '

'মুখে না বললেও মনে মনে বলেছ। লক্ষবার বলেছ —মনজুরের মুখে এই কথা নেই, মনেও নেই।"

'তুই মনের কথাও বুঝে ফেললি? তুই এখন তাহলে মনবিশারদ?"

'মনের কথা খুব সহজেই বোঝা যায় বাবা। যে মানুষটা আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসার ক্ষমতাই যার নেই তার সঙ্গে দিনের পর দিন আমি কাটাব কী করে?"

'ভালবাসার ক্ষমতাই তার নেই?'

শুভম

‘না। এই যে আমি তাকে ছেড়ে চলে এসেছি – তাতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না। বা মন খারাপ হচ্ছে না। সে বেশ খাচ্ছেদাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, অফিস করছে। আমি যদি এখন ফিরেও যাই – তার জীবনযাপন পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হবে না। সে খুশিও হবে না, অখুশিও হবে না।’

মনসুরউদ্দিন বিস্মিত হযে বললেন, ‘তুই ফিরে যাবি না – এরকম কোনো মতলব করেছিস নাকি?’

‘হ্যাঁ করছি। ”

‘তুই আমার সামনে থেকে যা। ভোরবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। তোকে দেখলেই আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাবে। সেটা হতে দেয়া উচিত হবে না। সবচে’ ভালো হয় যদি এখন চলে যাস। ড্রাইভার তোকে জালালের বাসায় দিয়ে আসুক। ভাইয়ের সঙ্গে থাক – আমার সঙ্গে না। যাদের দেখলে আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায় তাদের আমি আমাব আশপাশে দেখতে চাই না। ’

‘তুমি অকারণে এতটা রাগছ।’

মনসুরউদ্দিন ঘর কাপিয়ে হুংকার দিলেন, ‘গেট আউট গেট আউট!"

মীরা বের হয়ে এল। রাতে কোথাও গেল না। ভোরবেলা জালালউদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হল। এই বাড়িতে একটি ঘর সব সময় তার জন্যে আছে। ঘরের নাম মীরা মহল।

মীরা তার ভাই এবং ভাবীর খুব ভক্ত। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। মীবা অনেকটাই তাদের সন্তানের মতো ।

সুটকেস হাতে গাড়ি থেকে নেমেই ভাবীর সঙ্গে দেখা হল। মীরা বলল, “কেমন আছ ভাবী? আমি মীরা মহলে কিছুদিন থাকতে এসেছি। মীরা মহলের চাবি তোমার কাছে না ভাইয়ার কাছে?”

শুভম

www.BDeBooks.Com

৩

খবরের কাগজে লিখেছে 'শৈত্যপ্রবাহ' ।

শৈত্যপ্রবাহ মানে যে ঠাণ্ডা কে জানত?

মীরা ফুলহাতা সুয়েটার পরেছে। সুয়েটারের উপর গরম শাল – তবু শীত যাচ্ছে না। আজ বারান্দায় রোদও আসে নি। আকাশ শ্রাবণ মাসের মেঘলা আকাশের মতো। সবকিছু যেন ঝিম ধরে আছে।

মীরার বড় ভাই জালালউদ্দিন বাবান্দায় মোড়ার উপর বসে আছেন। তাঁর বয়স পয়তাল্লিশ। এই বয়সেই চুলটুল পাকিয়ে বুড়ো হয়ে গেছেন। বুড়োদের মতো অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বাতে কষ্ট পান। এইসব দিনে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা করতে থাকে। আজ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা কোনোটাই না তবু তার পিঠে ব্যথা উঠেছে। ব্যথার কারণে বাইরে বের হন নি। ডাক্তারকে খবর দেযা হযেছে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়ার কথা। পঁচিশ মিনিট পার হয়েছে – ডাক্তার এখনো আসে নি ।

জালালউদিনের পায়ের কাছে কম্বল ভাজ করে বিছানো । তিনি প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর কম্বলে এসে চিৎ হয়ে শুচ্ছেন। ব্যথার তাতে কোনো হেরফের হচ্ছে না। তার মেজাজ অসম্ভব খারাপ। যাকেই দেখছেন তাকেই ধমক দিচ্ছেন। মীরা এর মধ্যে দুবার ধমক খেয়েছে। তৃতীয়বার ধমক খাওয়ার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে আছে। ভাইয়ার কাছে বকা খেতে তার তেমন খারাপ লাগে না ।

'মীরা শোন তো – হট ওয়াটার ব্যাগে পানি ভরে দিতে বলেছি চল্লিশ মিনিট আগে । পানি গরম করতে চল্লিশ মিনিট লাগে?"

মীরা সহজ গলায় বলল, 'পানি গরম হয়ে গেছে। হট ওয়াটার ব্যাগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ড্রাইভার গেছে আরেকটা কিনে আনতে।

শুভম

এখন একটা কিনতে গেছে? আগেরটা খুঁজে পাওযা যাচ্ছে না? এই বাড়ির সব কটা মানুষ ইডিয়ট নাকি?'

শুধু শুধু চিল্লাচিল্লি করছ কেন?

দরকারের সময় একটা জিনিস খুঁজে পাওযা যাবে না – তাহলে বাড়িতে এতগুলো মানুষ থাকার প্রযোজন কী?"

"চুপ করে শুয়ে থাক তো ভাইয়া। আমি বরং পিঠে হাত বুলিয়ে দিই।

'খবরদার – পিঠে হাত দিবি না। অসহ্য ব্যথা। '

'কাত হয়ে শুয়ে দেখ তো আরাম হয় কিনা। '

'তোর উপদেশ দেবার দরকার নেই। তুই ডাক্তার না।

মীরাকে এই কথা বললেও তিনি কাত হয়ে শুলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা কমে গেল।

'ভাইয়া ব্যথা কমেছে?"

একটু কম লাগছে।'

'তাহলে এইভাবে শুয়ে থাক ।

'কাত হয়ে কতক্ষণ শুয়ে থাকব। তুই এমন পাগলের মতো কথা বলিস কেন?

ব্যথা তো কমেছে তবু এমন চেঁচামেচি করছ কেন? চা খাবে, চা দিতে বলব?

'কাত হয়ে চা খাব?"

মীরা হেসে ফেলল। মীরার হাসি দেখে জালালউদ্দিন নিজেও হেসে ফেললেন। যদিও খুব ভালো করে জানেন এখন হাসাটা ঠিক হচ্ছে না। রাগ ভাবটা ধরে রাখা উচিত।

মীরাকে কিছু কঠিন কথা বলা প্রয়োজন। সমস্যা হল পিঠের ব্যথা কমার সঙ্গে সঙ্গে রাগটাও দ্রুত কমে যাচ্ছে।

"মীরা। '

'বলো, কী বলবে।'

'তোর ভাবী বলছিল তুই নাকি আলাদা বাসা ভাড়া করার কথা চিন্তা করছিস?'

শুভম

www.BDeBooks.Com

ঠিকই বলেছে। ভাবীর স্মৃতিশক্তি খুবই ভালো। সে পুরো কনভারসেসন, দাড়িকমাসহ রিপ্রডিউস করতে পারে। তুমি যা শুনেছ ঠিকই শুনেছ।"

এখানে অসুবিধাটা কী?"

'কোনো অসুবিধা নেই। তোমার এখানে আমি মহা সুখে আছি। এক হাজার করে টাকা হাতখরচও পাচ্ছি।'

'এই এক হাজার টাকা দিয়ে তুই বাসা ভাড়া করে থাকবি?'

'আমার নিজের কাছে কিছু টাকা আছে। চার পাচ মাস ঐ টাকায় চালাব, এর মধ্যে চাকরিবাকরি কিছু একটা জোগাড় করে নেব।-"

'চাকরি নিয়ে সবাই তোর জন্য বসে আছে?"

'ভাইয়া শোন, ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি আমার আছে। অনেকেব সঙ্গে চেনাজানা আছে। আমার পক্ষে একটা চাকরি জোগাড় করা কোনো সমস্যা হবে না। তুমি নিজেও এটা ভালো করে জান। তা ছাড়া একজন রূপবতী ডিভোর্সিকে সাহায্য করার জন্যে সবাই খুব উৎসাহ বোধ কবে।'

জালালউদ্দিন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মেয়েটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিজের বড় ভাইয়ের সঙ্গে এটা কী ধরনের কথাবার্তা? পিঠের ব্যথা চলেই গিযেছিল – উল্টাপাল্টা কথার কাবণেই বোধহয় ফিরে আসছে।

'তুই নিজেকে বেশি চালাক মনে করিস।

মীরা সহজ গলায় বলল, 'হ্যাঁ করি। এতে কোনো দোষ নেই। বোকারা নিজেদের চালাক মনে করলে দোষ। বুদ্ধিমানরা মনে করলে দোষ নেই।"

'বুদ্ধির দোকান খুলে বসেছিস মনে হয়।"

'রেগে যাচ্ছ কেন? আবার ব্যথা শুরু হয়েছে? এখন চিৎ হয়ে শুয়ে দেখ । এখন চিৎ হয়ে ঘুমালে হয়তো ব্যথা করবে না।'

শুভম

জালালউদ্দিন নিজের অজান্তেই চিৎ হয়ে শুলেন। না, ব্যথা লাগছে না। তার গলার স্বর থেকে রাগ ভাবটা এই কারণেই অনেকখানি কমে গেল। তবু কঠিন গলায় কথা বলার চেষ্টা করলেন, "তোর কি ধারণা, ফড়ফড় করে কথা বলা বুদ্ধিমানের লক্ষণ?"

'না, এটা বোকার লক্ষণ। বোকারাই ফড়ফড় করে কথা বলে। বুদ্ধিমান লোকদের লক্ষ করলে দেখবে এরা কিছুক্ষণ কথা বলার পর চুপ করে অপেক্ষা করে। আবার কথা বলে, তারপর আবার অপেক্ষা। এই অপেক্ষার সময়টায় তারা চিন্তা করে। অতি দ্রুত চিন্তা করে।"

'আমার সম্পর্কে তোর কী ধারণা? আমি বোকা, না বুদ্ধিমান?"

'তুমি বোকাও না, বুদ্ধিমানও না – মাঝামাঝি।"

'তোর নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি?'

হু।

'এই বুদ্ধির জন্যে তোর জীবনটা কোথায় এসে থেমেছে এটা দেখেছিস? হাতের কাছে এতগুলো ছেলে থাকতে বিয়ে করলি একটা অগা-বগাকে।

'তা করেছি। তবে – সে অগাবগা কিন্তু না। তাকে আমার পছন্দ হয় নি। - ভবিষ্যতেও যে হবে না এটা বুঝতে পেরেছি এবং খুব সম্মান জনকভাবে আলাদা হবার ব্যবস্থা করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না।'

'তুই আমার সামনে থেকে যা... ।

"যাচ্ছি। '

'যাবার আগে একটা টেলিফোন করে দেখ — ডাক্তারের কী হয়েছে?"

"ভাইয়া, আমার মনে হয় তুমি যদি একটা হট শাওয়ার নাও তাহলে আরাম হবে।'

"হট শাওয়ারের চিকিৎসা ডাক্তারের কাছে শুনে তারপর করতে চাই। তোর ডাক্তারি তুই তোর নিজের জন্যে রেখে দে।"

ডাক্তারকে টেলিফোন করার দরকার পড়ল না।

গাড়ির হর্ন শোনা গেল। মীরা মনজুরের অফিসে টেলিফোন করল। আজ মঙ্গলবার। বুধবারের কথা মনে করিয়ে দেয়া দরকার।

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘হ্যালো’ বলতেই মনজুরেব গলা শোনা গেল – মনজুর ভারি গলায় বলল “কে বলছেন?’

‘আমি, আমি মীরা।’

ও আচ্ছা মীরা। কেমন আছ?”

‘ভালো আছি। আমি হ্যালো বললাম তারপরেও আমাকে চিনতে পারলে না!’

“চিনব না কেন, চিনেছি। ”

“চিনেছ তা হলে বললে কেন – কে বলছেন?’

‘অভ্যাস। হ্যালো বলতেই – “কে বলছেন?” বলি তো...’

থাক। এত এক্সপ্লানেশনের দরকার নেই। তোমাকে খুব জরুরী কারনে টেলিফোন করেছি।

মনজুর উদ্বিগ্ন গলায় বলল, “জরুরি কারণটা কী?

‘তুমি আন্দাজ কর তো।”

‘আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

‘আজ মঙ্গলবার। তোমাকে বুধবারে আসতে বলেছিলাম।”

‘ও আচ্ছা – মনে আছে। আমি এপয়েন্টমেন্ট বইয়ে লিখে রেখেছি। ”

‘তোমার আবার এপয়েন্ট বুক আছে নাকি?’

ঠিক এপয়েণ্টমেন্ট বুক না – ডেস্ক ক্যালেন্ডার। কাল সকালে পাতা উল্টাব। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে।’

‘দয়া করে এখনি উল্টাও। ডেস্ক ক্যালেন্ডারের পাতা তুমি কখনো উল্টাও না।’

আচ্ছা উল্টালাম । ’

‘কী লেখা পড়ে শোনাও তো। যা লেখা হুবহু তাই তুমি পড়বে।

‘বেশি কিছু না – শুধু মীরা লিখে রেখেছি। নাম দেখলেই মনে পড়বে।

‘আমি টেলিফোন করার আগে কী করছিলে?”

‘ডিভানে শুয়ে ছিলাম।”

‘শুয়ে ছিলে কেন? শরীর খারাপ নাকি?’

শুভম

‘একটু খারাপ। কিডনি বিষয়ক জটিলতা।"

‘পরিষ্কার করে বল। কিডনি বিষয়ক জটিলতা মানে?”

‘সবেধন নীলমণি যেটা আছে সেটাও নন-কোঅপারেশন করছে।

‘এটা কি তোমার নিজের ধারণা না ডাক্তারদের ধারণা?”

‘ডাক্তারদের । ”

‘ভালোমতো চিকিৎসা করাও।”

"করাচ্ছি।’

আচ্ছা তাহলে বুধবারে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।’

আচ্ছা। তুমি ভালো তো?”

‘ভালো। ’

মীরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। মনজুরের সঙ্গে কথা বলার পর তার কিছুক্ষণের জন্যে খারাপ লাগে। লজ্জা এবং অপরাধবোধের মিশ্র অনুভূতি হয। নিজের উপর তার খানিকটা রাগও লাগে। শেষের দিকে মনজুরের সঙ্গে সে বেশ খারাপ ব্যবহার করেছে। এতটা খারাপ ব্যবহার মনজুরের প্রাপ্য ছিল না। তার চরিত্রে কিছু ইন্টারেষ্টিং দিক অবশ্যই আছে; যেমন – সে ভালোমানুষ। অসাধারণ কিছু না, সাধারণ ভালোমানুষদের এক জন। শতকরা পয়তাল্লিশ জন মানুষ এই পর্যায়ের।

আজ বুধবার।

জামান সাহেব এসে পড়েছেন। জালালউদ্দিনের সঙ্গে চা খেতে খেতে মাথা দুলিয়ে গল্প করছেন। বিলেতের গল্প। বিলেতে খ্রিসমাসের সময়ে এক তরুণীকে রাস্তা পার করাতে গিয়ে কী যে বিপদে পড়েছিলেন তার গল্প।

‘বুঝলেন জালাল সাহেব, পকেট থেকে সিক্সটি পাউন্ড খসে গেল। আজ থেকে পনের বছর আগের ঘটনা। পনের বছর আগের সিক্সটি পাউন্ড মানে সিক্সটি ইনটু ফিফটিন অর্থাৎ প্রায় নয় শ পাউন্ড । ”

শুভম

www.BDeBooks.Com

জালালউদ্দিন হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছেন। মীরার হাসি পাচ্ছে না। হাসি পাওয়ার মতো কোনো গল্প না । মাঝে মাঝে লোকজনদেব অকারণেই হাসতে ইচ্ছা করে; তখন একটা উপলক্ষ ধরে হাসে। এখানেও তাই হচ্ছে।

জামান সাহেব মীরার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের ক্লায়েন্ট তো এখনো আসছে না !। মীরা বলল, 'এসে পড়বে।'

'আমার অবশ্য কোনো তাড়া নেই। আরেক প্রস্থ চা হোক।'

জালালউদ্দিন বললেন, 'অন্য কোনো পানীয় খাবেন? ভালো স্কচ আছে।'

'ঝামেলা চুকে যাক। তারপর দেখা যাবে। স্কচের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। আটলান্টিক সিটিতে একবার কী হয়েছিল শুনুন। একটা নাইট ক্লাবে গিয়েছি – এলাদিনস ক্যাসেল। ওখানকার খাবারটা সস্তা এবং ভালো। ভাবলাম খেতে খেতে একটা শো দেখে ফেলি। একটা ড্রিংকস নিয়ে বসেছি – অমনি প্রসটিটিউট ধরনের এক তরুণী বলল, বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা, তুমি কি আমাকে একটা ড্রিংক অফার করবে? আমি বললাম, অবশ্যই। তুমি ওয়েটারকে বল কী খেতে চাও।

মেয়েটা নিচু গলায় ওয়েটারকে কী যেন বলল, সে তৎক্ষণাৎ একটা গ্লাস এবং বোতল এনে টেবিলে রাখল। মেয়েটা অতি দ্রুত বোতল শেষ করে আমাকে থ্যাংকস দিযে চলে গেল। বিল দিতে গিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। দুশ চল্লিশ ডলার। মেয়েটা নাকি দুশ ডলার দামের ফরাসি শ্যাম্পেন চেয়েছিল। তাকে তাই দেয়া হা-হা-হয়েছে। হা।

জালালউদ্দিন ঘর কাপিয়ে হাসতে লাগলেন। মীরা ভেবে পেল না, এর মধ্যে হাসির কী আছে। সব মানুষ এত বোকা কেন? পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা এত অল্প!

কলিং বেলের শব্দ হচ্ছে।

মীরা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। চাদর গায়ে মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে কালো একটা ব্যাগ। তার চাদর ভেজা-ভেজা। মীরা বলল, 'বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?

শুভম

‘হু। এইবারের শীতকালটা অদ্ভুত – দুদিন পরপর বৃষ্টি। আমি কি দেরি করে ফেললাম?”

‘হ্যাঁ দেরি করেছ।’

‘জামান সাহেব এসেছেন?’

‘দু ঘণ্টা আগে এসেছেন।

"সরি, ডাক্তারের কাছে গিয়ে এই যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম। স্লিপে লেখা এগার। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, আসলে লেখা উনিশ।’

‘ডাক্তার কী বলল?’

‘বলে নি কিছু। টেষ্ট-ফেষ্ট করতে দিয়েছে।’

‘এস আমার সঙ্গে। তারা বারান্দায় বসেছেন। তোমাব ব্যাগে কী?”

কিছু না। ব্যাগটা এখানে রেখে যাই?’

সঙ্গে থাক। অসুবিধা কিছু নেই। চাদর খুলে ফেল। ভেজা চাদর গায়ে জড়িয়ে রাখার মানে কী? দাও আমার কাছে দাও।”

জামান সাহেব মনজুরের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মনজুর বিনীত ভঙ্গিতে বলল, ‘সরি আপনাদের দেরি করিয়ে দিয়েছি। ”

জামান সাহেব কিছু বললেন না। মনজুরকে তার চেনা চেনা মনে হচ্ছে – কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারছেন না। তিনি ইতস্তত করে বললেন, “আপনাকে কি আমি আগে দেখেছি? বা আপনি কি আমাকে আগে দেখেছেন?’

মনজুব খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ‘মনে করতে পারছি না। আমার স্মৃতিশক্তি বিশেষ ভালো না। ’

‘আমার যথেষ্টই ভালো; কিন্তু আমিও মনে করতে পারছি না। যদিও খুব চেনা চেনা লাগছে। ’

জালালউদ্দিন চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর চোখেমুখে সুস্পষ্ট বিবক্তি। - তিনি বললেন, ‘কাজের কথা শুরু করলে কেমন হয়? এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।’

শুভম

www.BDeBooks.Com

জামান সাহেব বললেন, 'কাজের কথা আর কি? দুজনের পুরোপুরি সম্মতিতেই ব্যাপারটা ঘটছে। আমি সব কাগজপত্র তৈরি করে এনেছি। কয়েকটা সই হলেই হবে । মনজুর সাহেব, আপনি বরং ডকুমেন্টগুলো পড়ুন।

মনজুব নরম গলায় বলল, "পড়তে হবে না। কোথায় সই করব বলুন।

'দেখুন ক্রসচিহ্ন দেয়া আছে। সই করবার সময় পুরো নাম লিখবেন।

জ্বি আচ্ছা।'

'একবার আপনাকে কোর্টেও আসতে হবে। পারবেন না?"

'পারব। কবে?'

'সোমবার ঠিক এগারটায়। আপনি আমার চেম্বারে চলে আসুন। সেখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাব। এই কার্ডটা রাখুন। এখানে ঠিকানা দেয়া আছে।

মনজুর হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়ল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল। মীরা এল তার পেছনে পেছনে। তবে সে কিছু বলল না। এই প্রথম ঘর থেকে বেরুবার সময় সে চৌকাঠে ধাক্কা খেল না।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। চাদরটা ফেলে আসায় মাথা ভিজে যাচ্ছে। জ্বর-জ্বারি না হলে হয় ।

8

শুভম

উড কিং এর মালিক বদরুল আলম, মনজুরের মেজো মামা। উড কিং ছাড়াও ঢাকা শহরে তার আরো দুটি ফার্নিচারের দোকান আছে। মূল কারখানা মালিবাগে। কারখানার সঙ্গেই তার হেড অফিস।

এই মুহূর্তে তিনি মালিবাগের হেড অফিসে বসে আছেন। চায়ের কাপে মুড়ি ভিজিয়ে চামচ দিয়ে তুলে তুলে খাচ্ছেন। তার সামনে কারখানার ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা। ইয়াসিন মোল্লার হাতে গোটা দশেক রসিদ। একটু দূরে কান ধরে উড কিং ফার্নিচারের সর্বকনিষ্ঠ কর্মচারী নসু মিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স এগার। সে এক টিন তার্পিন তেল পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বদরুল আলম চা--পর্ব শেষ করেই নসুর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। নসুকে আসন্ন শাস্তির আশঙ্কাতে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না।

বদরুল আলমের বয়স একষট্টি। শক্তসমর্থ চেহারার বেঁটেখাটো মানুষ। তিনি - ধমক না দিয়ে কোনো কথা বলতে পারেন না। কিছুদিন হল আলসার ধরা পড়েছে। আলসারের চিকিৎসা হিসাবে সারাক্ষণই কিছু না কিছু খাচ্ছেন। চায়ে মুড়ি ভিজিয়ে খাওয়া সেই চিকিৎসারই অঙ্গ ।

মনজুর ঘরে ঢুকে মামার দিকে তাকিয়ে হাসল। বদরুল আলম সেই হাসির দিকে কোনোরকম গুরুত্ব দিলেন না। এটাও তার স্বভাবের অংশ। যে কোনো আগন্তুককে প্রথম কিছুক্ষণ তিনি অগ্রাহ্য করেন। ভাব করেন যেন দেখতে পান নি।

মনজুর পাশের চেয়ারে বসল। মামার দৃষ্টি আকর্ষণের কোনো চেষ্টা করল না। কারণ সে জানে চেষ্টা করে লাভ হবে না।

ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা ক্ষীণ গলায় বলল, 'স্যার, নসুর শাস্তির ব্যাপারটা শেষ করে দেন। '

বদরুল আলম কড়া গলায় বললেন, 'শেষ করাকরি আবার কী? তার্পিন তেলের টিনটা উদ্ধার হয়েছে?"

'জ্বি স্যার।'

'তাহলে ঐ টিন থেকে বড় চামচে দুই চামচ তেল খাইয়ে দাও। এটাই ওর শাস্তি।

শুভম

BDeBooks.com

www.BDeBooks.Com

শাস্তির এই ব্যবস্থায় নসুকে খুব আনন্দিত মনে হল। সে ফিক করে হেসেও ফেলল। ইয়াসিন মোল্লাকে দেখে মনে হচ্ছে শাস্তির এই ধারাটি তার পছন্দ না। সে বিরস গলায় বলল, 'স্যার রসিদগুলা একটু দেখবেন? দুই হাজার সিএফটি কাঠ ....'

বদরুল আলম শুকনো গলায় বললেন, "সব কিছু যদি আমি দেখি তাহলে আপনি আছেন কী জন্যে? এখন যান। নসুকে নিয়ে যান। শাস্তি দেন।"

'তেল সত্যি সত্যি খাওয়াব?"

"অবশ্যই খাওযাবেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যান। '

ঘর খালি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বদরুল আলম বললেন, "আমার এই ম্যানেজার বিরাট চোর। থিফ নাম্বার ওয়ান। '

মনজুর বলল, "থিফ নাম্বার ওয়ান হলে বিদায় করে দেন না কেন? চোর পোষার দরকার কী?"

দরকার আছে। পোষা চোর কী করে চুরি করে সেই কায়দা কানুন জানা থাকে। ম্যানেজার ব্যাটা চুরি করা মাত্র ধরে ফেলি। নূতন একজনকে নিলে তার চুরির কায়দা— কানুন ধরতে ধরতে এক বৎসর চলে যাবে। এক বৎসরে সে দোকান ফাঁক করে দেবে, বুঝলি?'

'হ্যাঁ বুঝলাম।"

কিছুই বুঝিস নাই। ম্যানেজার রসিদগুলো নিয়ে ঘুরঘুর করছে। কেন করছে? কারণ চুরি আছে ওর মধ্যে। বিরাট ঘাপলা। আমি তাকে কী বললাম? বললাম – আমি কিছু দেখতে পারব না – সে নিজে যেন দেখে। এখন সে নিশ্চিন্ত হযে চুরি করবে। আগের মতো সাবধান থাকবে না। ধরা পড়ে যাবে, ক্যাক কবে ঘাড় চেপে ধরব। বুঝলি?'

'বুঝলাম।"

কিছুই বুঝিস নাই। আমার কাছে কী ব্যাপার?

তোমাকে দেখতে এলাম। "

'ঠাট্টা করছিস নাকি?'

শুভম

‘ঠাট্টা করব কেন? মাসে এক বার তোমাকে দেখতে আসি না?’

বদরুল আলম চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। মনজুর সত্যি কথাই বলছে। সে মাসে এক বার আসে। প্রতি মাসের শেষের দিকে। ঘণ্টা খানেক থাকে।

‘কেন আসিস আমার কাছে?”

‘তোমাকে দেখতে আসি । '

কেন?’

‘কী যন্ত্রণা, এত জেরা করছ কেন?’

বদরুল আলম চোখ থেকে চশমা খুলে খানিকক্ষণ মনজুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চশমা খুলে তিনি প্রায় কিছুই দেখেন না। তবু কাউকে বিশেষভাবে দেখার প্রযোজন হলে চশমা খুলে ফেলেন।

‘তোর কি শবীব খারাপ নাকি?’

‘হু।’

‘সমস্যা কী?”

‘শরীরের রক্ত ঠিকমতো পরিষ্কার হচ্ছে না। ’

‘কালোজাম খা । কালোজামে রক্ত পরিষ্কার হয়। ’

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, শীতকালে কালোজাম পাব কোথায়? তাছাড়া কালোজামের ষ্টেজ পার হয়ে গেছে। কিডনি যেটা ছিল সেটাও যাই—যাই করছে । ’

‘কী বলছিস তুই!’

‘সত্যি। আমি এখন কিডনির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

‘ইয়ারকি করছিস নাকি?’

ইয়ারকি করছি না। দুজন বড় ডাক্তার তাই বললেন।

বড় ডাক্তাবরা কিছুই জানে না। ছোট ডাক্তাবদের কাছে যা।

‘ ছোট ডাক্তারদের কাছে যাব?”

শুভম

www.BDeBooks.Com

হ্যাঁ। ওরা যত্ন করে দেখবে। এই পাড়ায় একজন এলএফ ডাক্তার আছে। ভূপতি বাবু। খুব ভালো। তার কাছে যাবি? আমি নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে খুব ভালো খাতির। যাবি?'

'না। '

'ছোট বলে অবহেলা করিস না। ছোট কাচামরিচের ঝাল বেশি।

'ঝাল পচা আদারও বেশি। তাই বলে পচা আদা কোনো কাজের জিনিস না। '

বদরুল আলম দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন, পচা আদার কোনো ব্যবহাব মনে পড়ে কিনা। মনে পড়ল না।

'তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি মামা। '

'টাকা-পয়সার কোনো ব্যাপার না হলে বল। টাকা-পয়সা ছাড়া সব পাবি।'

'টাকা-পয়সা কি তোমার নেই?'

'আছে। দেয়া যাবে না। টাকা ব্যবসায় খাটে। ব্যাংকে ফেলে রাখি না। '

'ব্যাংকে কিছু তো আছে?"

'তা আছে। '

সেখান থেকে এক লাখ দেয়া যাবে?'

'এত লাগবে কেন?'

"কিডনি কিনতে হবে। লাখ খানিক টাকা লাগবে কিনতে। অপারেশন করাতে দেশের বাইরে যেতে হবে। সব মিলিয়ে দরকার তিন থেকে চার লাখ টাকা। '

বদরুল আলম টেবিলে রাখা চশমা চোখে পরলেন। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, তুই কি জনে জনে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিস?

'হ্যাঁ। '

'কোনো লাভ নাই – অন্য পথ ধর। '

'অন্য কী পথ ধরব?'

'তা আমি কী বলব। ভেবে-চিন্তে বার কর। তুই গরিব মানুষ, তুই বাধাবি গবিবেব অসুখ — দাস্ত, খোসপাচড়া-, হাম, জলবসন্ত, তা না... চা খাবি ?

শুভম

‘না। ’

‘খা চা খা। ফ্রেশ মুড়ি আছে, খেজুর গুড় দিযে খা। ’

মনজুর উঠে দাঁড়াল।

বদরুল আলম বললেন, “তুই কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস নাকি? রাগ নিয়ে যাওয়া ঠিক না। তুই ঝগড়া কর আমার সঙ্গে। চিৎকার, চেঁচামেচি কর। তাহলে তোর মনটা হালকা হবে। তুই রোগী মানুষ, মনটা হালকা থাকা দরকার।’

‘আমার মন হালকাই আছে।’

‘আরে সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছিস?’

“হ্যাঁ।’

‘বোস বোস। চা খেয়ে তারপর যা । সিগারেটখোররা বিনা সিগারেটে চা খেতে পারে না। এই জন্যে মুরুীদের সামনে তারা চা খায় না। যা, তোকে সিগারেটের অনুমতি দিলাম। এখন চা খাবি তো? নাকি এখনো না!’

মনজুর বসল।

বদরুল আলম গলার স্বর নিচু করে বললেন, ‘মনটা খুবই খারাপ। তোর অসুখবিসুখের জন্যে না। অসুখবিসুখ তো মানুষের জীবনে আছেই। এই দেখ না - বুড়ো ব্যসে আমার হয়ে গেল আলসার।’

‘মন খারাপ কী জন্যে?’

‘আমার ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে মনটা খারাপ। তারা এখন লায়েক হয়ে গেছে। সমাজে পজিশন হয়েছে। আমি যে একজন কাঠমিস্ত্রি এই জন্যে তারা লজ্জিত। আমাকে লোকজনের সামনে কীভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় জানিস? বলে – ইনি আমার ফাদার। ব্যবসা করেন। টিম্বার মার্চেন্ট। আমি তখন কী করি জানিস? আমি গম্ভীর হয়ে বলি – না রে ভাই। আমি কোনো টিম্বার মার্চেন্ট না। আমি একজন কাঠমিস্ত্রি।”

‘তুমি তো সত্যি কাঠমিস্ত্রি না।’

‘না তোকে বলল কে? কাঠের কাজ আমি করি না? এখনো করি।”

শুভম

www.BDeBooks.Com

চা এসে গেছে। মনজুর সিগারেট ধরিয়েছে। বদরুল আলম খেজুর গুড় দিয়ে মুড়ি চিবুচ্ছেন। ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা একটু আগে এসে বলে গেছে – নসু মিয়ার শাস্তি দেয়া হয়েছে। তাপিন তেল খাওয়ানো হয়েছে। সে এখন বমি করছে। বদরুল আলম বলেছেন – করুক। তুমি ফট করে ঘরে ঢুকবে না। কথা বলছি। এর মধ্যে একবার টেলিফোন এসেছে। বদরুল আলম রিসিভার তুলে রেখেছেন। এখন তার টেলিফোনে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। মনজুরের সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলতে - ভালো লাগছে। ছেলেটা ভালো। কোনো কথা বললে মন দিয়ে শোনে– দশ জনের কাছে গিয়ে বলে না।

'মনজুর।'

'জ্বি।

'আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের কাণ্ডকারখানা শুনবি?'

'বল। '

'বিয়ে করার পর মনে করছে – আহা কী করলাম। রাজকন্যা পেয়ে গেলাম। চোখেমুখে সব সময় সখী ধর ধর ভাব। মুখে হাসি লেগেই আছে। কী মধুর হাসি। এখন কথা বলে শান্তিনিকেতনী ভাষায়– এলুম, গেলুম এইসব। ব্যাটা রবিঠাকুর হয়ে গেছে!"

'অসুবিধা কী?

'অসুবিধা আছে। সবটা না শুনলে বুঝবি না। — গত বৃহস্পতিবার সকালে বারান্দায় এসে দেখি মতিন নেইল কাটার দিয়ে তার বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে। আমি না দেখার ভান করে ঘরে ঢুকে গেলাম। তোর মামীকে বললাম – এই কুলাঙ্গারের মুখ দেখতে চাই না। লাথি দিয়ে একে ঘর থেকে বের করে দাও। একে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম । "

'নখ কাটা এমন কী অপরাধ?'

'বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দেয়া অপবাধ না? তুই কখনো বৌমার পায়ের নখ কেটে দিয়েছিস?"

শুভম

‘না। ”

‘তাহলে?”

‘আমি কি আদর্শ মানব? আমি যা করব সেটাই ঠিক, অন্যেরটা ঠিক না?”

বদরুল আলম বিবক্ত গলায় বললেন, ‘তুই আদর্শ মানব হবি কেন? তুই হচ্ছিস গাধামানব। এখন কথা হল-, গাধা মানব হয়েতুই যে কাজটা করছিস না সেই কাজটা আমারকুলাঙ্গার করছে বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে। তাও কোনো রাখঢাক নেই। বারান্দায় বসে কাটছে। হারামজাদা। ’

“মতিনের বৌকে তো তুমি পছন্দ কর। কর না?

অবশ্যই করি। ও ভালো মেয়ে। ভেরি গুড গার্ল। আমার কুলাঙ্গারটা মেয়েটার মাথা খাচ্ছে। একদিন কি হবে জানিস? এই মেয়ে নেইল কাটার নিয়ে আমার কাছে এসে বলবে, বাবা আমার পায়ের নখগুলি একটু কেটে দিন তো।

মনজুর হেসে ফেলল। বদরুল আলম রাগী গলায় বললেন, ‘হাসছিস কেন? হাসবি ন"। হাসি-তামাসা এখন আর আমার সহ্য হয় না। হাসি শুনলেই ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়।

‘উঠি মামা?’

‘আচ্ছা যা। কোনো চিন্তা করিস না। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। গড অলমাইটি ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। "

মনজুর রাস্তায় এসেই রিকশা নিয়ে নিল। আগে হাঁটতে ভালো লাগত। এখন আর লাগে না। কয়েক পা এগোলেই ক্লান্তিতে হাত-পা এলিয়ে আসে। কয়েকবার সে রিকশাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ যে রকম ক্লান্ত লাগছে তাতে মনে হয় – রিকশায় উঠা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

রিকশাওয়ালা বলল, “কই যাইবেন সাব?”

মনজুর কিছু বলল না। কোথায় যাবে এখনো সে ঠিক করে নি। অফিসে যাওয়া যেত কিন্তু আজ অফিস বন্ধ। তাদের অফিস হচ্ছে একমাত্র অফিস যা সপ্তাহে দুদিন বন্ধ থাকে — শুক্রবার এবং রবিবার। আফসার সাহেব তার সব কর্মচারীকে বলে

শুভম

www.BDeBooks.Com

দিয়েছেন – 'দুদিন বন্ধ দিচ্ছি এই কারণে যাতে বাকি পাঁচদিন আপনারা দশটা-পাচটা অফিস করেন এবং মন দিয়ে করেন।"

আজ রোববার।

সব জায়গায় কাজকর্ম হচ্ছে। তাদের অফিস বন্ধ। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকা যেত। শরীরের ক্লান্তি তাতে হয়তো খানিকটা কাটত। মজার ব্যাপার হচ্ছে অফিস যেদিন থাকে সেদিনই শুধু ঘরে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। অফিস বন্ধের দিন ইচ্ছে করে বাইরে বেরিয়ে পড়তে। আজ যেমন করছে। অবশ্যি যাবার মতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রেনে করে গ্রামের দিকে গেলে কেমন হয়? পছন্দ হয় এমন কোনো ষ্টেশনে নেমে পড়া। বিকেলের দিকে ফিরে আসা।

'সাব যাইবেন কই?'

'সামনে। "

রিকশাওয়ালা রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে।

'স্যারের শইল কি খারাপ?'

হু

'কী হইছে?"

"কিডনি নষ্ট – বেশিদিন বাঁচব না। '

'না বাঁচাই ভালো। বাঁইচা লাভ কী কন? চাউলের কেজি হইল তের টেকা। গরিবের খানা যে আটা হেইডাও এগার টেকা কেজি। '

'খুবই সত্যি কথা – দেখি তুমি কমলাপুরের দিকে যাও তো।"

'রেল ইষ্টিশন?'

হু।

ঘুম আসছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনজুর শক্ত করে রিকশার হুড চেপে ধরল। ঘুম হচ্ছে অনেকটা মৃত্যুর মতো। মৃত মানুষের শরীর যেমন শক্ত হয়ে যায় – ঘুমন্ত মানুষদের বেলায়ও তাই হয়। শরীর খানিকটা হলেও শক্ত হয়। ঘুমিয়ে পড়লেও

শুভম

হুড ধরা থাকবে। বাকুনি খেয়ে রিকশা থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা কমে যাবে। অক্ষত অবস্থায় কমলাপুর রেল ষ্টেশনে পৌছানো যেতেও পারে।

অবশ্যি পৌছলেও যে শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া যাবে তা মনে হয় না। ইচ্ছা মরে যাবে। মানুষের কোনো ইচ্ছাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

কিছুদিন ধরে মনজুরের ইচ্ছা করছে অচেনা একজনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় গল্প করা; যে তাকে চেনে না কিন্তু না চিনলেও যে গল্প শুনবে আগ্রহ নিয়ে। প্রযোজনে আগ্রহ নিয়ে গল্প শোনার জন্যে কিছু টাকাপয়সাও দেয়া যেতে পারে। সমস্যা হল-, কেউ গল্প শুনতে চায় না। সবাই বলতে চায়। সবার পেটে অসংখ্য গল্প।

মেজো মামার সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ থাকলে তিনি মতিনের নতুন কিছু গল্প শুনাতেন। গল্প বলতে পারার আনন্দের জন্যে মেজো মামার মতোন মানুষও তাকে সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

স্যার নামেন। কমলাপুর আসছে।'

মনজুরের নামতে ইচ্ছা করল না। কেমন যেন মাথাটা ঘুরাচ্ছে। বমিবমি লাগছে। - ঝকঝকে রোদ। সেই রোদ এমন কড়া যে চোখে লাগছে। খুবই তীক্ষ্ণ কোনো সুচ দিয়ে রোদের ছবি কেউ যেন চোখের ভেতর আঁকছে।

'সাব নামেন । "

'ভাই শোন, এখানে নামব না। তুমি আমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাও। ভাড়া নিয়ে চিন্তা করবে না। যা ভাড়া হয় তার সঙ্গে পাঁচ টাকা ধরে দেব বখশিশ।'

'বাসা কোনহানে?'

বলছি – তুমি চালাতে শুরু কর, তারপর বলছি।"

'টাইট হইয়া বহেন। '

'বসেছি। টাইট হয়ে বসেছি। তুমি আস্তে চালাও।"

রিকশাওয়ালা খুবই ধীরগতিতে বিকশা চালাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে রিকশার প্যাসেঞ্জার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়লে ভালো কথা – অজ্ঞান না হয়ে পড়লেই হয়। রিকশাওয়ালা পথের পাশে গজিয়ে উঠা একটা চায়ের স্টলের কাছে এনে

শুভম

www.BDeBooks.Com

রিকশা থামাল। প্যাসেঞ্জার খানিকক্ষণ ঘুমাক। এই ফাঁকে সে টোষ্ট দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিবে। ভাড়া হিসাবে বাড়তি কিছু টাকা পাওয়া যাবে। একটা টাকা চা টোষ্টের জন্যে খরচ করা যায়। সে চায়ের কাপ নিয়ে উবু হয়ে বসেছে, এমন সময় হৈহৈ শব্দ উঠল। ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার গড়িয়ে রিকশা থেকে পড়ে গেছে। পড়ে গিয়েও তার ঘুম ভাঙছে না। তার মানে ঘুম না —-লোকটা হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয় মারা গেছে।

লোকজন লোকটাকে ধরাধরি করে তুলছে। তুলতে থাকুক, এই ফাঁকে সে দ্রুত চাটা শেষ করতে চায়। চা টা মজা হয়েছে। দ্রুত চা খেতে গিয়ে রিকশাওয়ালা মুখ পুড়িয়ে ফেলল ।

৫

‘স্যার আপনি কেমন আছেন?’

মনজুর জবাব দিল না। জবাব না দেয়ার দুটি কারণের একটি হচ্ছে প্রশ্নকর্তার গলার স্বর সে চিনতে পারছে না। অচেনা একজনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার তেমন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় কারণ – কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত শরীর জুড়ে আরামদায়ক আলস্য। তন্দ্রা ভাব। প্রচণ্ড ঘুম আসার আগের অবস্থা। একটা কোলবালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরে ঘুমাতে পারলে হত। শীত শীত লাগছে। গায়ের উপর

কম্বল দেয়া আছে কি? সম্ভবত আছে। তবে সেই কম্বল খুব ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে রাবারের কম্বল।

'স্যার আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি জাহানারা। এখন আপনার শরীর কেমন?'

চোখ না মেলেই বলল, "শরীর ভালো।'

"আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

মনজুর বিরক্ত হচ্ছে। এটা কী ধরনের প্রশ্ন? তাকে চিনতে পারা না পারায় কী যায় আসে? কিছুই যায় আসে না। তবে সে চিনতে পারছে। মনজুর তাকাল। না তাকানোই ভালো ছিল। তীব্র আলো ধক করে চোখে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় ভোতা যন্ত্রণা শুরু হল। ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। হাতে কি স্যালাইন দেয়া হচ্ছে? এটা হাসপাতাল, না ক্লিনিক? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। হাসপাতাল না হওয়ারই কথা ।

'স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

'কেমন আছ জাহানারা?"

" স্যার ভালো।

'এটা কি কোনো ক্লিনিক?'

'জ্বি না – মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।"

'ও আচ্ছা। '

'আপনি যে হাসপাতালে সেটা জানতাম না। বারটার সময় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করল অফিসে। আপনার মানিব্যাগে ভিজিটিং কার্ড ছিল। আপনি স্যার পুরো একুশ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন।

'ও আচ্ছা। '

'টেলিফোন ধরেছিলেন চিত্ত বাবু। তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। আমাকে বললেন, 'জাহানারা, হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এসেছে। কী বলছে কিছুই বুঝতেছি না। তুমি ম্যাসেজটা রেখে দাও তো, আমি তখন . . ."

শুভম

www.BDeBooks.Com

জাহানারা হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে।

মনজুর স্বপ্নেও ভাবে নি, এই মেয়ে এত কথা বলতে পারে। এতদিন পর্যন্ত তার ধারণা ছিল, এই মেয়ে শুধু প্রশ্ন করলেই জবাব দেয়। নিজ থেকে কথা বলে না। এখন মনে হচ্ছে মেইল ট্রেন। দাড়িকমা ছাড়া কথা বলে যাচ্ছে। মেয়েটা বোধহয় - যেসব মানুষ এমনিতে কম কথা বলে তা ভয় পেয়েছে।রা ভয় পেলে প্রচুর কথা বলে।

'স্যার, আপনার এখন কেমন লাগছে?"

'ঘুম পাচ্ছে।'

'ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। ডায়ালাইসিস করা হবে। রক্তে টক্সিক মেটেরিয়াল বেশি হয়ে গেছে। এগুলো ডায়ালাইসিস করে সরাবে। তখন ভালো লাগবে। "

আচ্ছা, তুমি তাহলে এখন যাও। আমি খানিকক্ষণ ঘুমাব।"

'আমার স্যার এখন যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। আপনার আত্মীয়স্বজন কাকে কাকে খবর দিতে হবে বলুন, আমি খবর দিয়ে দিব। '

'কাউকে খবর দিতে হবে না। '

'ভাবী? ভাবীকে খবর দিব না?"

'দাও — টেলিফোন নাম্বার হল . . ."

'উনার টেলিফোন নাম্বার আমি জানি। গত মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবার আপনার খোঁজে টেলিফোন করেছিলেন – তখন উনি তার নাম্বার বললেন। আমি আমার নোট বইয়ে উনার নাম্বার লিখে রেখেছি....'

মনজুর অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছে।

এত কথা বলছে কেন এই মেয়ে? কে তাকে এখানে আসতে বলেছে? মনজুর মনে মনে বলল, "মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি, ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।" কেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বকবক করছ? কে তোমার বকবকানি শুনতে চাচ্ছে? তুমি দয়া করে বিদেয় হও। আমাকে ঘুমাতে দাও। ঘুম পাচ্ছে।"

শুভম

আরাম করে একটা ঘুম দিতে পারলে – শরীর ঝরঝরে হয়ে যেত। এই মেয়ে তা হতে দেবে না। মানুষ ভিন্ন পরিবেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করে। অফিসে এই মেয়ে একটা কথাও বলে না। হাসপাতালে দাড়িকমা ছাড়া কথা বলে। বাসা-য় সে কী করে?

'স্যার, ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

মনজুর জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। যাতে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে মেয়েটা তাকে মুক্তি দেয়।

'স্যার, এখন ঘুমাবেন না। ডাক্তার সাহেব আসছেন। উনার সঙ্গে কথা বলে তারপর ঘুমান। আপনাকে কি আরেকটা বালিশ দিতে বলব? এদের বালিশগুলো খুব পাতলা।

ডাক্তার সাহেব বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনজুরের টেম্পারেচার চার্ট দেখছেন। ডাক্তার ভদ্রলোক খুব রোগা। তাকে সরলরেখার মতো লাগছে। পাশে দাঁড়িযে থাকা নার্সটি বেশ গোলগাল। মনজুরের মনে হল – নার্সটিকে 'o'র মতো দেখাচ্ছে। ডাক্তার যদি ইংরেজি এক হয় তাহলে এই দুজনে মিলে হল দশ। ..... এইসব কী সে ভাবছে? তার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? ডাক্তার নিচু হয়ে মনজুরের কপালে হাত রাখলেন। অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, "কেমন আছেন?'

ভালো।

'শরীব কি খুব দুর্বল লাগছে? বমি ভাব আছে?"

'আছে। '

'মাথা ঘুরছে?"

'না – তবে মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। '

এ ছাড়া আর কোনো অসুবিধা আছে?"

'আছে। আপনাকে গোপনে বলতে চাই। অন্যদেব যেতে বলুন।

ডাক্তারকে কিছু বলতে হল না। সবাই দূবে সরে গেল। মনজুর গলার স্বব নিচু কবে বলল, "ঐ যে প্রিন্টের শাড়িপ-রা মেয়েটাকে দেখছেন – তাকে যেতে বলুন। সে আমাকে বড় বিরক্ত করছে। ঘুমাতে দিচ্ছে না।'

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘তাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। এটাই কি আপনার গোপন কথা না আরো কিছু বলবেন?’

'না, আর কিছু বলব না। আমার অবস্থাটা কী জানতে পারি?

‘টেষ্ট প্রায় সবই করা হয়েছে। আপনার কিডনি ভালো কাজ করছে না। তবে এই মুহূর্তে চিন্তার কিছু নেই। ডায়ালাইসিস করলেই আরাম বোধ করবেন। ইতিমধ্যে কিড়নি ট্রান্সপ্লেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি চেষ্টা করে দেখুন কোনো ডোনার পাওয়া যায় কিনা। আপন ভাইবোন হলে ভালো হয়। না পাওয়া গেলে রক্ত সম্পর্ক আছে এমন কেউ। সন্ধ্যাবেলা ডক্টর ইমতিয়াজ আসবেন। উনি সব বুঝিয়ে বলবেন। আপনি এখন রেষ্ট নিন। চুপচাপ শুয়ে থাকুন। ঘুমাবার চেষ্টা করুন। যে কোনো অসুখেই বিশ্রাম চমৎকার মেডিসিন।

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই মনজুর ঘুমিয়ে পড়ল। এমন ঘুম যা মানুষকে আরো ক্লান্ত করে দেয়। কারণ সে ঘুমাচ্ছে অথচ আশপাশের সমস্ত শব্দ শুনছে। পাশের বেডের রোগী কাশছে। এই শব্দও ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে। নার্স এসে কাকে যেন ধমকাচ্ছে — সেই ধমকের প্রতিটি শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষের ঘ্রাণশক্তি কাজ করে না – তার কাজ করছে। ঘর মুছে যখন ফিনাইল দেয়া হল – সে ঘুমের মধ্যেই ফিনাইলের কড়া গন্ধ পেল।

মনজুরের ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে আগে। বিছানার কাছে দুটি ডাব হাতে কুদ্দুস মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপরাধী-অপরাধী ভাব। কুদ্দুস অস্পষ্ট স্বরে বলল, ‘স্যারের শরীরটা এখন কেমন?’

‘শরীর ভালো। ’

‘দুইটা ডাব আনলাম স্যার। আমার নিজের গাছের ডাব।”

‘বেডের নিচে রেখে দাও।”

‘কেটে দেই স্যার? এখন একটা খান?”

‘এখন খেতে ইচ্ছা করছে না। ’

‘না খেলে তো স্যার শরীরে বল হবে না। ’

শুভম

‘বল না হলেও কিছু করার নাই। তুমি এখন আমার সামনে থেকে যাও। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। ’

‘ঐ দিনের ঘটনার জন্যে আমি মাফ চাই স্যার।’

আচ্ছা ঠিক আছে।’

“আপনি মাফ না দিলে ...’

‘মাফ না দিলে কী?”

কুদ্দুস মাথা চুলকাচ্ছে – কথা পাচ্ছে না। আগে ভালোমতো রিহার্সেল দিয়ে আসে নি। কুদ্দুসের উচিত ছিল কী কথাবার্তা বলবে সব ঠিক করে আসা। তা করে নি। অবশ্যি অনেক সময় ঠিক করে এলেও বলার সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা তার বেলায় অসংখ্যবার ঘটেছে। ভেবেচিন্তে ঠিক করে রাখা কথা একটাও সে কোনোদিন বলতে পারে নি।

‘কুদ্দুস তুমি এখন যাও। কথা বলা আমার নিষেধ আছে।’

জ্বি আচ্ছা।’

‘অফিসেও সবাইকে বলবে – তারা যেন না আসে। ’

আচ্ছা স্যার বলব।’

‘থ্যাংকস। তোমার ডাব আমি এক সময় খাব।”

কুদ্দুস মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, ‘স্যার শুনলাম আপনার একটা কিডনি দরকার?

ঠিকই শুনেছ। তুমি কি দিতে চাও?’

কুদ্দুস হ্যানা কিছুই বলল না। মনজুর সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, ‘দিতে চাইলে পরে এ নিয়ে কথা বলব। এখন যাও । ”

“ডাব দুইটা মনে করে খাবেন স্যার।’

‘বললাম তো খাব | ’

‘নিজের গাছের ডাব। বাবা নিজ হাতে গাছ পুতেছিলেন।

মনজুর মৃদু গলায় বলল, “যাত্রবাড়ির ঐ বাড়ি কি তোমার নিজের?

শুভম

www.BDeBooks.Com

'জ্বি না – ভাড়া বাড়ি।

'কবে এসেছ ঐ বাড়িতে?"

'দুই বছর আগে। শ্রাবণ মাসে।"

'দুই বছর আগে পোতা গাছে ডাব হয়ে গেল?'

কুদ্দুস ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মনজুর বড়ই বিরক্ত বোধ করছে। এ ভালোমতো মিথ্যা বলাও শিখে নি। জেরায় টিকতে পারে না। সামান্য বুদ্ধি থাকলে বলত – দেশের বাড়ির ডাব। বাবা দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন। তা না বলে কেমন হতভম্ব হযে দাঁড়িয়ে আছে ।

মনজুর চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল। কুদ্দুস ক্ষীণ গলায় বলল, 'স্যার আমি যাই?'

আচ্ছা যাও । '

কুদ্দুস যাই' বলেও অনেকক্ষণ দাড়িয়ে রইল।

মনজুর চোখ বন্ধ করেও তা বুঝতে পারছে। অসুখের সয় মানুষের ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়। মনজুর চোখ মেলল কুদ্দুস চলে যাবার পর। প্রথমেই চোখে পড়ল বিছানার পাশে – একগাদা ম্যাগাজিন। কয়েকটা কবিতার বই । কবিতার বইগুলোতে মীরার নাম লেখা। নিশ্চয়ই জাহানারার কাণ্ড । অফিসে তার ঘরের শেলফ থেকে নিয়ে এসেছে। জাহানারার হয়তো ধারণা, মনজুর কবিতার পোকা। মনে করাই স্বাভাবিক। সে অনেকবার মনজুরের হাতে কবিতার বই দেখেছে। সে জানেও না মনজুর এইসব বই মুখের সামনে ধবে পাতা ওন্টানো ছাড়া কিছুই করে না। দুএকবার যে পড়ার চেষ্টা করে নি তা না। চেষ্টা করেছে – ভালো লাগে নি ।

ডান হাতে এখনো স্যালাইনের সুচ বিধে আছে। মনজুর বা হাতে একটা কবিতাব বই টেনে নিল ।

সমুদ্রের জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম
কেউ দেখে নি, কেউ টের পায় নি
প্রবল ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মধ্যে
মিশে গিয়েছিল আমার থুতু

শুভম

তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পব আমি শুনতে পাই
সমুদ্রেব অভিশাপ।

মনজুব খানিকটা হকচকিযে গেল। তাব নিজের সঙ্গে কবিতাব মিল খুঁজে পাওযা যাচ্ছে। মীরাকে নিযে সে কক্সবাজাব গিয়েছিল। সমুদ্রেব মতো এত সুন্দব জিনিস অথচ সে কিনা থুতু ফেলল সমুদ্রে। মীবা ভ্র কুঁচকে বলল, 'আশ্চর্যতুমি ! সমুদ্রে থুতু ফেললে– ছিঃ। সে নিজেও হকচকিযে গেল মীবা বলল !– 'এত বিশাল একটা জিনিসেব গাযে তুমি থুতু ফেলতে পারলে?" মনজুর হালকা গলায বলল, সমুদ্র তো আমাদেব দেবতা না মীরা। ওব গাযে থুতু ফেললে কিছু যায় আসে না। অবশ্যই সমুদ্রের কিছু যায আসে না। সমুদ্রেব কথা আমি ভাবছি না। আমি তোমাব কথা ভাবছি। তুমি কোন মানসিকতায এটা পারলে?" মুখে থুতু এসেছিল – ফেলে দিযেছি। এর বেশি কিছু না।' মীরা পুরো বিকেলটা কাটাল চুপচাপ। যেন বড় ধরনের আঘাত পেযেছে।

তলপেটে ব্যথা হচ্ছে।

তীব্র ব্যথা না – এক ধরনের আরামদায়ক ব্যথা। যে ব্যথায় শরীরে ঝিমঝিম ভাব হয়। কড়া ঘুমের ওষুধ খাবার পর শরীরে যেমন আবেশের সৃষ্টি হয় – ব্যথাটা ঠিক সেরকম আবেশ তৈরি করছে। কবিতার বইয়ের পাতা ওলটাতে ভালো লাগছে না। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে – বমি বমি ভাবটা যাচ্ছে না।

রাতের খাবার নিয়ে এল সন্ধ্যা মিলানোর আগেই। ভাত, মাছ, সবজি। তবে কিছু কিছু রোগীর জন্যে অন্য ধরনের খাবারও আছে। যেমন তার জন্যে এসেছে দু স্লাইস রুটি এক বাটি দুধ এবং একটা কলা।

মনজুর আধখান কলা খেল। তার পাশের বেডের রোগী বলল, 'ভাইজান কলাডা ফালাইয়েন না। রাইখ্যা দেন। রাইতে ক্ষিধা চাপলে খাইবেন। এরা রাইতে কোনো খাওন দেয় না। ক্ষিধায় কষ্ট হয়।'

মনজুর বলল, আপনার নাম কি?

শুভম

www.BDeBooks.Com

রোগী এই প্রশ্নের জবাব দিল না। পাশ ফিরে কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। যেন একটা জরুরি খবর দেয়ার প্রয়োজন ছিল, সে দিয়েছে। তার আর কিছু বলার নেই।

'স্যার আপনার জন্য খাবার এনেছি। "

ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ার হাতে জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারার পাশে রোগা পনের-ষোল বছরের একটা ছেলে। সে দেখতে অবিকল জাহানারার মতো; তবে মনে হচ্ছে খুব লাজুক। একবারও মুখ তুলে তাকায় নি।

'স্যার ও আমার ছোট ভাই – ফরিদ। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। ওকে নিয়ে এসেছি। ও আপনার সঙ্গে থাকবে।"

"আমার সঙ্গে থাকবে কেন?"

"যদি কখনো কিছু দরকার হয়।'

'কোনো কিছু দরকার হবে না। আর দরকার হলে কত লোকজন আছে।'

'স্যার, ও বারান্দায় হাঁটাহাটি করবে। মাঝে মাঝে আপনাকে দেখে যাবে।'

মনজুর বিরক্ত গলায় বলল, জাহানারা তুমি যন্ত্রণা করছ কেন? ওকে নিয়ে তুমি যাও তো। আর শোন, রাতের খাবার আমি খেয়ে নিয়েছি। খাবারও নিয়ে যাও। এক্ষুনি।

জাহানারার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তার ভাই ভীত চোখে তাকাচ্ছে বোনের দিকে। জাহানারার চোখ তখন জলে ভিজে উঠল। সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, "ফরিদ আয়।'

দুই ভাইবোন ক্লান্ত পায়ে এগোচ্ছে – বারান্দার দিকে।

ফরিদ ফিসফিস করে বলল, 'আপা এত লোকজনের সামনে কাঁদছ? সবাই তাকিয়ে আছে তোমার দিকে!'

জাহানারা বলল, "থাকুক।"

ফরিদ বলল, 'আপা চল বাসায় চলে যাই।"

জাহানারা বলল, না।

শুভম

“আমরা তাহলে কী করব?’

এখানে থাকব। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করব। ’

ফরিদ তার বোনের দিকে তাকাল, কিছু বলল না। বড় বোনকে সে খুব ভয় পায়।

হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কিন্তু জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘর থেকে যেতে পারছে না। এই মানুষটা তার জন্যে যা করেছে তার কিছুই সে ফেরত দিতে পারছে না। কিন্তু সে ফেরত দিতে চাচ্ছে। সেই ইচ্ছাটাও এই মানুষটা জানতে পারছে না।

এই মানুষটা তাকে এবং তার পরিবারকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সে সময় কী ভয়াবহ অবস্থা। খবরের কাগজে যেখানে যা দেখছে সে অ্যাপ্লিকেশন করে দিচ্ছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কর্মী, সেলসম্যান, টেলিফোন অপারেটর, ফুলের দোকানের কর্মচারী, বিউটি পার্লারের বিউটিশিয়ান। যোগ্যতা আছে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। অ্যাপ্লিকেশন করা এবং সন্ধ্যায় মন খারাপ করে মার সঙ্গে বসে থাকা এই ছিল কাজ। মা কাঁদতেন নিঃশব্দে এবং এক সময় বলতেন, ‘এখন কী হবে রে?”

জাহানারা বলত, ‘জানি না মা। ’

দেশের বাড়িতে যাবি? তোর এক চাচা আছেন। উনি কি আর ফেলে দেবেন? যাবি দেশের বাড়িতে?’

‘জানি না মা। ’

‘তুই বল – এখন কী করব?

‘আল্লাহ আল্লাহ কর। এ ছাড়া কী আর করবে।’

এই রকম অবস্থায় সে ইন্টারভ্যু দিতে এল থ্রী পিতে। থ্রী পির মালিক নিজেই আছেন ইন্টারভ্যু বোর্ডে। তার সঙ্গে আরো তিন জন। সেই তিন জনের এক জন মনজুর সাহেব।

বড় সাহেব বললেন, “আপনার টাইপিং স্পিড কত?’

শুভম

www.BDeBooks.Com

জাহানারা ক্ষীণ স্বরে বলল, "টাইপ জানি না স্যার।'

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বললেন, 'চাওয়া হয়েছে টাইপিষ্ট আর আপনি টাইপ না জেনেই দরখাস্ত করেছেন?'

'স্যার আমি শিখে নেব । "

"ডিয়ার ইয়াং লেডি, এটা তো টাইপ শেখার স্কুল নয়। আচ্ছা আপনি যান। নেক্সট।

তেতাল্লিশ জন ইন্টারভ্যু দিচ্ছে। তাদের সবারই নিশ্চয়ই চাকরি প্রয়োজন কিন্তু তার মতো কি প্রয়োজন? না, তার মতো প্রয়োজন কারোরই নেই। জাহানারা বাড়ি চলে গেল না। সারাদিন বসে রইল। ইন্টারভ্যু শেষ হবার পর আরেকবার সে যাবে। দরকার হলে চিৎকার করে কাঁদবে।

তার প্রয়োজন হল না। মনজুর বের হয়ে এসে তাকে দেখে বলল, "আপনার তো ইন্টারভ্যু হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?" জাহানারা প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, স্যার আপনার সঙ্গে কি আমি একটু কথা বলতে পারি?

'বলুন।"

'স্যার আমি এক রাতেব মধ্যে টাইপ শিখব।"

আপনার কি চাকরিটা খুব বেশি দরকার?

'জি। "

'বসুন এখানে। দুপুরে কিছু খেয়েছেন?'

জাহানারা জবাব দিল না।

মনজুর খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কনফারেনস রুমে ঢুকে গেল। বেরিয়ে এল আধঘণ্টা পর। হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার । বাড়ি ভাড়া, মেডিক্যাল অ্যালাউন্স সব মিলিয়ে তিন হাজার দুশ টাকা। অকল্পনীয় ব্যাপার।

মনজুর বলল, "তোমার বয়স খুবই কম। আমি তুমি করে বললে আশা করি রাগ করবে না। এই নাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। এস আমার সঙ্গে চা খাও। '

শুভম

জাহানারা কোনো কথা না বলে পেছনে পেছনে এল। তার খুব ইচ্ছা করছে চিৎকার করে বলে থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। সে বলতে পারল না। তার গলা ভার ভার হয়ে আসছে; চোখ জ্বালা করছে।

'বস জাহানারা। '

জাহানারা বসল। মনজুর বলল, "আমি ধার হিসেবে তোমাকে এখন কিছু টাকা দেব যা তুমি মাসে মাসে আমাকে শোধ করবে। দেব?

জাহানারা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

জাহানারার মা মানত করেছিলেন – মেয়ের চাকরি হলে একশ রাকাত নামাজ পড়বেন। সেই একশ রাকাত নামাজ শেষ হতে রাত চারটা বেজে গেল। জাহানারা তখনো জেগে। বারান্দায় অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে।

মা বারান্দায় এসে বললেন, ' মানুষ এখনো আছে। এই রকম মানুষ বেশি থাকার দরকার নেই। কিছু থাকলেই হয়। একবার কি তুই উনাকে এই বাসায় নিয়ে আসবি? শুধু দেখব। উনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

জাহানারা কিছু বলল না।

তার তখনো পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে স্বপ্ন। পুরোটাই স্বপ্ন। এসব জিনিস বাস্তবে কখনো ঘটে না। স্বপ্নেই ঘটে।

শুভম

www.BDeBooks.Com

৬

জার্মান কালচারাল সেন্টারে ছবির এক্সিবিশন। সুভেনিয়ারে লেখা — "Sunrise 71", পঞ্চাশটি নানান মাপের ছবি। মীরা সুভেনিয়ার হাতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে। মীরার দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই – মইন তার সঙ্গে আছে। লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে মইনের দিকে। তাকে পুরোপুরি বিদেশি বলে মনে হচ্ছে। মইন প্রায় ছ ফুটের মতো লম্বা। মাথার বেশিরভাগ চুল সাদা হওয়ায় – চুলে লালচে কালো রং দিয়েছে। লাল চুলের ধবধবে ফর্সা একজন মানুষ। গায়ে পায়জামা পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির উপর কাজ করা গাঢ় লাল রঙের চাদর। এমন চাদর পরতে যথেষ্ট সাহস লাগে। মইনের সাহসের কোনো অভাব নেই। তার বয়স পয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে। চোখের কোল ঈষৎ ফোলা, এ ছাড়া চেহারায় বয়সের কোনো ছাপ নেই। মীরার সঙ্গে মইনের দেখা এগার বছর পর। এগার বছর আগে এক মেঘলা দুপুরে মীরার মনে হয়েছিল এই মানুষটিকে ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। এই মানুষটি আছে বলেই পৃথিবী আছে চন্দ্র-সূর্য আছে। এই মানুষটি পৃথিবীতে আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর ।

মইন বেশ উচু গলায় বলল, "ইন্টারেষ্টিং।'

তার আশপাশে যারা ছিল সবাই তাকাল। মইন মীরার চোখে চোখ রেখে বলল, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে ছবি অথচ সব ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে। মজার ব্যাপার না মীরা?"

মীরা কিছু বলল না।

মইন আগের মতোই উচু গলায় বলল, "আমি এই এক মাসে তিনটা ছবির এক্সিবিশন দেখলাম। তিনটাতেই দেখি ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে। সম্ভবত আর্টিষ্টরা তাদের ছবির জন্যে বাংলা ভাষাকে যোগ্য মনে করে না। '

মীরা বলল, "চুপ করুন তো। আপনাকে নিয়ে কোথাও যাওয়াই মুশকিল। আর্টিষ্টদের নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে।'

শুভম

“আপনার যুক্তি গ্রহণ করা যায়।’

‘তাহলে আরেকটা কথা শুনে যান – সুভেনিয়ারে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায়ও ছবির নাম দেয়া আছে। আমাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে আপনি এতই উল্লসিত ছিলেন যে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন নি।

সরি।

‘আপনাদের মতো লোকজন যারা সারাজীবন বাইরে থাকে – মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্যে দেশে আসে এবং দেশের প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি মমতায় অসম্ভব কাতর হয়ে পড়ে তাদেরকে আমি কি মনে করি জানতে চান?”

না জানতে চাই না। এই জানাটা আমার জন্যে আনন্দজনক হবে না তা বুঝতে পারছি। ”

‘জানতে না চাইলে বলব না। ছবি কি সত্যি সত্যি কিনবেন না চাল দেখালেন?’

“কিনব। সত্যি সত্যি কিনব।”

‘ছবির দাম দশ হাজার টাকা। ইউএস ডলারে আপনি দুশ ডলার দিলেই হবে। বন্ধু হিসেবে এটা হল আমার কমিশন।

মইন দুটি একশ ডলারের নোট বের করল। আর্টিষ্ট নির্লিপ্ত গলায় বলল, “এক্সিবিশন আরো তিন দিন চলবে। থার্ড ডেতে বিকেলে যদি আসেন ছবি নিয়ে যেতে পারবেন। কিংবা আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলে ছবি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।”

‘আমি নিজেই আসব। চা খাবার কথা বলে বারান্দায় এনেছিলেন। চা কোথায়?’

‘চা আসছে। একটু অপেক্ষা করুন।

‘কাউকে চায়ের কথা বলেছেন – এমন শুনি নি কিন্তু।”

‘কাউকে বলি নি তবে ব্যবস্থা করা আছে। রাস্তার ওপাশে ঐ যে চায়ের দোকান দেখছেন ওদের বলা আছে যখনই আমাকে বারান্দায় দেখবে — চা নিয়ে আসবে। ”

মইন লক্ষ করল, একটা বাচ্চা ছেলে দুকাপ চা নিযে সত্যি সত্যি আসছে।

শুভম

www.BDeBooks.Com

মইন জার্মান কালচারাল সেন্টারে গাড়ি নিয়ে এসেছিল।

মীরাকে বলল, 'গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিয়ে নিলে কেমন হয়? রিকশা নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরি, কেমন। ক্ষিধেটা ভালোমতো জমুক, তারপর কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাবে। এখন বাজে মাত্র বারটা দশ। একটাদেড়টার দিকে খাওযা-- দাওয়া করব, কেমন?'

'আজ বাদ দিলে কেমন হয়। কেন জানি ভালো লাগছে না, খুব ক্লান্ত লাগছে – ।

'ভালো না লাগলে অবশ্যি প্রোগ্রাম বাতিল করে দিতে হবে। তবে দ্বিতীয়বার আর এই প্রোগ্রাম করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। নয় তারিখ আমি চলে যাচ্ছি। '

"টিকিট পেয়ে গেছেন?'

'ইয়েস মাই ফেয়ার লেডি । "

'বেশ, তাহলে চলুন রিকশা করে খানিকুক্ষণ ঘুরি।

রিকশায় উঠতে উঠতে মইন বলল, তুমি খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে যাচ্ছ কোনো অসুবিধা নেই। অনিচ্ছা দূর হয়ে যাবে। আমি এক জন ভালো কোম্পেনিয়ন, আশা করি তা স্বীকার কর।"

'জ্বি স্বীকার করি।"

'এক সময় আমার জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে এটাও বোধহয় ভুল না।'

'না ভুল না। অপেক্ষা করতাম। যখন ক্লাস টেনে পড়তাম তখন আপনাকে দেবতার মতো মনে হত । "

'এখন মনে হয় না?"

"না। '

'এখন কী মনে হয়?'

'এখন সাধারণ এক জন মানুষ বলে মনে হয।'

'সাধারণ?'

'হ্যাঁ সাধারণ এবং একটু বোকা।'

শুভম

মইন বিস্মিত হয়ে বলল, "বোকা? এই প্রথম কেউ আমাকে বোকা বলল!"

মীরা সহজভাবে বলল, 'আমিই বুঝি প্রথম বললাম? আমার ধারণা ছিল আমার আগেও আরো কেউ বলেছে।'

না বলে নি। তুমি কী কারণে আমাকে বোকা বলেছ একটু ব্যাখ্যা কর তো।"

'আপনার মধ্যে একটা লোক – দেখানো ব্যাপার আছে। প্রবলভাবেই আছে। আপনার মেধার একটি বড় অংশ আপনি ব্যয় করেন কীভাবে লোকদের ইমপ্রেস করবেন তার কায়দাকানুন বের করার জন্যে। এই যে আর্ট গ্যালারিতে নাটকটা - করার চেষ্টা করলেন তার পেছনে একই জিনিস কাজ কবেছে। এই যে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিলেন তার পেছনেও আমাকে ইমপ্রেস করার ব্যাপার আছে। আছে না? আপনি নিশ্চয় ভাবছেন — এই কাণ্ডটা করার ফলে আমি ভাবব — মানুষটা সাধারণ আর দশটা মানুষের মতো না।

মইন বলল, "আমি কি সিগারেট ধরাতে পারি?'

'পারেন । "

আশা করি ধোয়ায় তোমার অসুবিধা হবে না।

'না –- হবে না। '

মইন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, "তুমি অসম্ভব স্মার্ট হয়েছ। ভেরি ভেরি স্মার্ট।'

'আপনি কি ভেবেছিলেন এখনো আমি ক্লাস টেনের ছাত্রী?

'তা ভাবি নি। তবে ....'

'তবে কী?"

"এ রকম স্মার্টনেসও আশা করি নি। স্মার্টনেসের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কাঠিন্যও চরিত্রে চলে এসেছে – আই লাইক ইট। হাসছ কেন মীরা?"

'আই লাইক ইট শুনে হাসলাম। মনে আছে আপনি প্রায়ই আই লাইক ইট বলতেন?"

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘বলতাম নাকি? আমার মনে নেই। রিকশায় ঘুরতে ভালো লাগছে না, চল কোথাও গিয়ে বসি। রিকশায় কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না। মুখ দেখা যায় না। তাকিয়ে থাকতে হয় রিকশাওয়ালার পিঠের দিকে। ’

মীরা বলল, “আমার কিন্তু রিকশায় ঘুরতে ভালোই লাগছে। মাথা ধরেছিল। মাথাধরাটা এখন গেছে।’

তাহলে চল খানিকক্ষণ ঘুরি। এক কাজ করি – রিকশা করেই গুলশানে যাই। গুলশানে সি ফুডের ভালো রেস্টুরেন্ট আছে। লবস্টার খাওয়া যাবে।

মীরা কিছু বলল না।

মইন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মীরার হাঁটুতে হাত রেখেছে। তার মনে কোনো দ্বিধা, কোনো সংকোচ নেই। মীরাও কোনোরকম অস্বস্তি বোধ করছে না।

“মীরা। ’

‘জ্বি।’

‘আমার রিকশা নেবার পেছনে যে যুক্তি তুমি দিয়েছ তা পুরোপুরি ঠিক না। রিকশার সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে – ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার সুযোগ পাওয়া যায়। এই যে আমি আমার বা হাত তোমার হাঁটুতে রাখলাম – এটাও খুব অস্বাভাবিক লাগছে না তোমার কাছে। কারণ, আমার এই হাত রাখার জায়গা নেই – হাহা।-হা- ’

‘আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার কোনো বাসনা কি কখনো আপনার মধ্যে ছিল?

মইন বলল, “ছিল না। যখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তখন তুমি ছিলে নিতান্তই বালিকা। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তাভাবনায় তোমার মাথাটা ছিল ঠাসা। তাছাড়া আমার প্রতি তোমার আগ্রহ ছিল এতই প্রবল, এতই তীব্র যে আমার আগ্রহ অপ্রয়োজনীয় ছিল।

"এতদিন পর আপনারইবা হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার ইচ্ছা হল কেন?’

‘জানি না। বয়স হয়েছে বলেই হয়তো। অবশ্যি তুমি অনেক সুন্দর হয়েছ। বালিকা বয়সে তোমার চেহারায় দিশাহারা দিশাহারা ব্যাপার ছিল – তাতে তোমাকে খানিকটা হলেও পাগলের মতো দেখাত। '

শুভম

‘এখন দেখাচ্ছে না?”

“না। ’

মীরা হালকা গলায় বলল, “বালিকা ব্যসে আমি দিশাহারা ছিলাম না। আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করার জন্যে আপনি ছিলেন। এখন আমি দিশাহারা। ’

দিশাহারা হলেও চেহারায় কিন্তু তার ছাপ নেই। এখন তোমার কথা বল। আমি সিগারেট ধরিয়ে সিগারেট টানব। তুমি কথা বলতে থাকবে, আমি শুনব। এক সময় আমি কথা বলতাম – তুমি হা করে শুনতে; এখন তুমি বলবে – আমি শুনব।”

‘রিকশাওয়ালাও শুনবে। ”

“শুনুক, ক্ষতি কী? তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। হলেও কিছু যায় আসে না। অবশ্যি তুমি ইংরেজিতেও বলতে পার।’

‘আমার বলার মতো কিছু নেই।”

‘বিয়ে করছ সেই খবর পেয়েছিলাম।”

"পাওয়ারই তো কথা। আমি আপনাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম। ’

‘তোমার একটি বাচ্চা মারা গেছে এই খবর কিন্তু জানাও নি। দেশে এসে শুনলাম। মাই ডিপেষ্ট সিমপ্যাথি ।

মীরা কিছু বলল না। মুখের উপর সরাসরি রোদ এসে পড়েছে। কপাল বিড়বিড় করছে।

“মীরা। ’

‘জ্বি।”

‘তোমার ম্যারেজ ব্রেকডাউন করল কেন বল তো? আমি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ স্পেসিফিক্যালি কিছু বলতে পারে না। তোমার বড় ভাই জালাল সাহেবকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনিও কিছু বলতে পারেন নি। শুধু বলেছেন – লোকটা গাধা টাইপের। তাকে মানুষ বলা যায় না। সে হচ্ছে ফার্নিচারের মতো। সত্যি?’

“খানিকটা সত্যি। ’ *

শুভম

www.BDeBooks.Com

'তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে জেনেশুনে একটা ফার্নিচার বিয়ে করবে!'

আমি বুদ্ধিমতী না। বুদ্ধিমতী হলে –আপনার জন্যে এমন পাগল হতাম না।

'এক সময় আমার জন্যে পাগল হয়েছিলে তার জন্যে এখন কি তুমি রিপেনটেড?

'না রিপেনটেড না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল ঐটা। আর আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি এখন চুপ করে থাকব।'

মীরা সত্যি সত্যি চুপ করে গেল। রেষ্টুরেন্টেও তেমন কিছু বলল না। মইন হড়বড় করে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। মীরার কেন জানি মনে হয়েছিল মইনের গল্প এখন আর তাকে আকর্ষণ করবে না। দেখা গেল; তা নয়। এগার বছর পরেও মইনের গল্প শুনতে তার ভালো লাগছে। শুধু ভালো না, অসম্ভব ভালো লাগছে। তার কারণ কী? বালিকা বয়সের তীব্র আবেগের স্মৃতির কারণে? এই আবেগের একটি অংশ কি এখনো রয়ে গেছে?"

'বুঝলে মীরা, যদিও তুমি আমাকে আধঘণ্টা আগে বোকা বলেছ — আমি বোকা নই। কারণ আমি যুক্তি দিয়ে চারপাশের জগৎ বুঝতে চেষ্টা করি। একজন বোকা তা পারে না। আমি যদি আবেগ দিযে সবকিছু বিচার করতাম তাহলে হয়তো এগার বছর আগে তোমাকে বিয়ে করতাম। তার ফল খুব শুভ হত না। আমরা কমপেটেবল না। তেল এবং জলের মতো ঝাকিযে মেশানো যায়। কিছুক্ষণ রাখলেই আলাদা হয়ে যায়।

আমি অনেক ভেবেচিন্তে এক আমেরিকান তরুণীকে বিয়ে করেছি। আমেরিকান তরুণীরা এশিয়ান পুরুষদের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করে। কারণ তারা জানে এশিয়ানরা বিবাহবিচ্ছেদ জিনিসটা খারাপ চোখে দেখে । সহজে বিবাহবিচ্ছেদে যেতে চায় না। আমেরিকান তরুণীরা সঙ্গত কারণেই স্থায়ী সম্পর্কে যেতে চায়।

আমার স্ত্রী মিশেলের হোমটাউন হচ্ছে – নিউ অরলিন্স। বাবা কোটিপতি। ফার্মিং করে মিলিওনিয়ার হয়েছে। তাব বিপুল অর্থের একটা অংশ আমার স্ত্রী পাবে। বিয়ের সময় এটিও আমার হিসেবে ছিল ।

ধনী স্ত্রীর দোষত্রুটি অনেকাংশে ক্ষমা করার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম। অবাক - হয়ে দেখলাম, দোষত্রুটি তার কিছুই নেই। চমৎকার একটি মেয়ে। A loving and

caring wife এখন আমার তিনটি বাচ্চা। মিশেল তার বাচ্চাগুলোকে পাগলের মতো ভালবাসে। আমাকে দেবতা মনে না করলেও দেবতার কাছাকাছি মনে করে এবং আমাকে খুশি করার জন্যে যা করে তাকেও পাগলামির পর্যায়ে ফেলা চলে। একটা উদাহরণ তোমাকে দেই। তোমার বোরিং লাগছে না তো মীরা?"

'না। বোরিং লাগছে না। ঝগড়াঝাটির গল্প হলে বোরিং লাগত। '

'একবার মিশেল বলল, তোমার আসছে জনদিনে তোমাকে আমি চমৎকার একটা উপহার দেব। এত চমৎকার যে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। আমি বললাম, খুব এক্সপেনসিভ গিফট? সে বলল, মোটেই এক্সপেনসিভ নয় — তবে অসাধারণ। আমি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। জন্মদিন এসে গেল। মিশেল বলল, তোমার জনদিনের উপহার হল, আমি এখন বাংলায় কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারি। তোমাকে খুশি করার জন্যে আমি একটি বাঙালি পরিবারের কাছে গত আট মাস ধরে বাংলা শিখছি। তুমি এখন বাংলায় আমার সঙ্গে কথা বলতে পার। এই বলেই সে পরিষ্কার বাংলায় বলল – "মইন, আমি ভালবাসি, তোমাকে। অল্প নয়। বেশি পরিমাণে ভালবাসি।"

মীরা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, "আপনি ভাগ্যবান পুরুষ মইন ভাই। আপনার স্ত্রীর ছবি কি আপনার কাছে আছে? একটু দেখান না।'

"মিশেলের ছবি আমার কাছে নেই। থাকলে দেখাতাম। She is quite pretty. তুমি তো কিছুই খাও নি মীরা।

'কেন জানি খেতে ভালো লাগছে না। ' 'তুমি খুব ডিসটার্বড?" 'না। '

'হ্যাঁ।'

'আমি যদি তোমার জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করে দেই তাহলে কেমন হয়?"

'ভালোই হয়।'

'সব মিলিয়ে সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার পাবে।'

'অনেক টাকা। '

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘বড় একটা কোম্পানির পিআরও — জনসংযোগ। এইসব কাজ মেয়েরা খুব ভালো পারে। ’

‘আমিও ভালোই পারব। চলুন আজ তাহলে উঠি?’

আরেকটু বস। আইসক্রিম খাও। আইসক্রিম খাবে?

“না। ’

‘আমি তোমাকে ছোটখাটো একটা সারপ্রাইজ দেবার ব্যবস্থা করেছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তুমি টার্মস এন্ড কন্ডিশনস্গুলো দেখো।'

মীরা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই চিঠিটা নিল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল। রেখে দিল তার হ্যান্ডব্যাগে। হালকা গলায় বলল, “থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

মইন নিচু গলায় বলল, “তোমার বিষয়ে আমার মনে বড় ধরনের অপরাধবোধ আছে। তোমার জন্যে সামান্য কিছু করতে চাচ্ছি অপরাধবোধ খানিকটা হলেও কমানোর জন্যে।’

মীরা শীতল গলায় বলল, “অপরাধবোধ কেন?”

মইন চুপ করে রইল।

মীরা আবার বলল, “অপরাধবোধ কী জন্যে পরিষ্কার করে বলুন।

“থাক বাদ দাও। চল ওঠা যাক। ’

মীরা উঠল না। চেয়ারে বসেই রইল। তার চোখ ছোট হয়ে এসেছে। ভুরুর কাছে ঈষৎ ঘাম। হাতের পাতলা আঙুলগুলো অল্প অল্প কাঁপছে। এগার বছর আগের এক দুপুরে এই পৃথিবী হঠাৎ তার কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল সে মারা যাচ্ছে। এক ধরনের অদ্ভুত কষ্ট, অদ্ভুত আনন্দ। সে চুপি চুপি তাদের কলাবাগানের ফ্ল্যাটের তিনতলায় উঠে গেল। সেই ফ্ল্যাটের দরজা সব সময়ই খোলা থাকে। মীরা ঘরে ঢুকে দেখল ঠাণ্ডা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে মইন ভাইয়ের মা শুয়ে আছেন। মীরাকে ঢুকতে দেখে বললেন, ‘ আয় মা আয়। কী গরম পড়েছে দেখেছিস। শরীরের সব চর্বি ঘাম হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে । ’

শুভম

মীরা কোনোমতে বলল, "মইন ভাই কোথায় খালা?"

তিনি ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, 'আছে বোধহয় তার ঘরে। ঠাণ্ডা পানি চাচ্ছিল। মা, ফ্রিজ থেকে একটা পানির বোতল দিয়ে আয় তো। '

মীরা পানির বোতল ছাড়াই ঘরে ঢুকেছিল।

সেই নির্জন ঘুমকাতর দুপুর। বারান্দায় রেলিঙে কাকা করে একঘেয়ে স্বরে কাক ডাকছে। মাথার উপর কর্কশশব্দে ঘুরছে ফ্যান। মইন ভাই উবু হয়ে কী যেন লিখছেন। কী ব্যাপার মীরা?

মীরা কোনোমতে চাপা গলায় বলল, "আপনাকে দেখতে এসেছি।'

এগার বছর আগে ঐ ঘরে যা ঘটেছিল তার জন্যে মীরার মনে কোনো অপরাধবোধ নেই। সে অনেকবার ভেবেছে। নানাভাবে ভেবেছে। প্রতিবারই মনে হয়েছে – তাকে যদি আবার এই জীবন নূতন করে শুরু করার সুযোগ দেয়া হয় সে এই ভুল আবারো করবে। আগ্রহ ও আনন্দ নিয়েই করবে।

মীরা বাসায় ফিরল সন্ধ্যায়।

মীরার ভাবী বললেন, 'জাহানারা নামে একটা মেয়ে টেলিফোন করেছিল। বলল মনজুর খুব অসুস্থ। হাসপাতালে আছে।'

মীরা বলল, "ও আচ্ছা।'

" দেখতে যেতে চাও?'

'আজ আর যাব না। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। '

'জাহানারা মেয়েটা কে? তিন বার টেলিফোন করেছে । '

'ওর অফিসে কাজ করে – টাইপিষ্ট । "

'বলেছে রাত আটটার পর আবার টেলিফোন করবে। "

"আমাকে চাইলে বলবে আমি বাসায় নেই। "

মীরা তার ঘরে ঢুকে সুইচে হাত দিয়ে শক খেল।

শুভম

www.BDeBooks.Com

সুইচ ঠিক করা হয় নি। গত দুদিন ধরে তার ঘরের সুইচ নষ্ট। বাতি জ্বলছে না। দিনের বেলা সমস্যা হয় না। রাতে অন্ধকার ঘরে ঢুকতে হয়। মশারি ফেলতে হয় অন্ধকারে। দরজা জানালা বন্ধ করে বিছানায় ওঠার পর চারপাশের অন্ধকার ভয়াবহ লাগে। এক বিন্দু আলোর জন্যে প্রাণ ছটফট করতে থাকে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে চোখ বন্ধ করে কল্পনায় আলো—ঝলমল দিন দেখা। ভাগ্যিস কল্পনা করার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে পাঠানো হয়েছিল।

মীরা।

মীরা চমকে পেছনে তাকাল। অন্ধকারে মানুষ খুব সহজেই চমকায়। তা ছাড়া কাপড়ের অদ্ভুত এক জোড়া স্যান্ডেল পরে জালালউদ্দিন আজকাল নিঃশব্দে হাঁটা শুরু করেছেন। আচমকা উপস্থিত হন, চিকন গলায় "মীরা' বলে এমনভাবে ডাকেন যে কেঁপে উঠতে হয় ।

'তোর ঘরের সুইচ আজো ঠিক করা হয় নি। দোষ আমার। আমি ইলেকট্রিশিয়ানকে খবর দিতে ভুলে গেছি।

মীরা বলল, "নো প্রবলেম। "

'একটা টেবিল ল্যাম্প লাগিয়ে দিয়ে গেছি। দেখ তো জ্বলে কিনা। '

টেবিল ল্যাম্প জ্বলে কিনা তা দেখার জন্যে এত রাতে ভাইয়া তার ঘরে আসবে এটা মীরা আশা করে না। নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে। এমন কোনো বিষয় যা সহজভাবে বলা যায় না। যার জন্যে অজুহাত তৈরি করে ঘরে আসতে হয়।

'মীরা ল্যাম্পটা কি জ্বলছে? এটার সুইচটাও খারাপ, খুব জোরে চাপ দে। জ্বলছে?"

'হু। ভাইয়া এস ঘরে এস।"

জালালউদ্দিন বললেন, "রাত সাড়ে দশটা বাজে – এখন তোর ঘরে ঢুকে কী করব।

তুই ঘুমাতে যা। আমিও ঘুমাব।"

'তোমার যদি কিছু বলার থাকে বল।'

শুভম

জালালউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, "আমার আবার কী বলার থাকবে? তুই কি কিছু বলতে চাস?"

"না। '

'তাহলে ঘুমিয়ে পড়। ও আরেকটা কথা, চাকরির জন্যে তোর ছোটাছুটি করার কোনো দরকার নেই। মাসে মাসে তোকে যে হাতখরচ দেই সেটা সামনের মাস থেকে ডাবল করে দেব।'

কোনো দরকার নেই ভাইয়া। চাকরি একটা পেয়েছি।

'সে কী!'

'তোমাকে বলেছিলাম না, একজন স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট তরুণীর চাকরি পাওয়া খুবই সহজ।"

বেতন কত?'

বেতন কত, কী চাকরী সবই বলব, আগে জয়েন করে নেই। তোমার পিঠের ব্যাথার অবস্থা কি?"

'ব্যথা এখন নেই। স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার কি জানিস, ব্যথাটা দিনে থাকে – রাতে থাকে না। তুই তো সব কিছুতেই একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে ফেলিস, এই ব্যাপারে তোর যুক্তি কী?"

'কোনো যুক্তি নেই। তুমি ঘুমাতে যাও। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। তবে তোমার যদি বিশেষ কিছু বলার থাকে তাহলে ভেতরে আস। আমার ধারণা তুমি কিছু বলতে চাও। আমার ঘরের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলে কিনা সেই খোঁজে তুমি আসবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। '

জালালউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, "তোর সবচে' বড় সমস্যা কি জানিস? সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে তোর ধারণা তুই সবকিছু বুঝে ফেলিস। যেখানে বোঝার কিছু নেই সেখানেও তুই A থেকে Z পর্যন্ত বুঝে ফেলছিস।"

'রাগ করছ কেন?'

শুভম

www.BDeBooks.Com

"রাগ করছি না। সত্যি সত্যি টেবিল ল্যাম্প জ্বলে কিনা দেখতে এসেছিলাম, তুই তারও একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করিয়ে ফেললি!' '

'তুমি যে প্রচণ্ড রাগ করছ তার থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আমার ব্যাখ্যা ঠিক আছে। ব্যাখ্যা ভুল হলে মোটেই রাগ করতে না।'

"তুই তোর ব্যাখ্যা নিয়ে থাক। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।'

যে কাপড়ের স্যান্ডেলে তিনি নিঃশব্দে হাঁটেন সেই স্যান্ডেলেই তিনি শব্দ করে হেঁটে নিজের শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে কারণ মীরার কথা সত্যি। তিনি আসলেই মীরার সঙ্গে জরুরি কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলেন।

তিনি বলতে এসেছিলেন মীরা যেন মনজুরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে হাসপাতালে না যায়। অসুখ অবস্থায় মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। মনজুরেরও মাথার ঠিক নেই। সে আবোল- তাবোল অনেক কিছু বলে ফেলতে পারে।এই সব শুনে মীরার যদি মনে হয় ডিভোর্স নেয়া ঠিক হয় নি তাহলেই সর্বনাশ। সম্পর্ক ছেদের পরের এক মাস খুবই সর্বনেশে মাস। এই এক মাস কেটে যাওয়া সম্পর্কের জন্যে মন হা-হা করতে থাকে। তিনি নিজের চোখেবন্ধু ফজলুকে দেখেছেন। স্বামী-স্ত্রীতে দিনরাত ঝগড়া, কিছুতেই বনিবনা হয় না। ফজলু উত্তরে গেলে তার স্ত্রী যায় দক্ষিণে। ফজলু যদি কোনো ব্যাপারে হ্যাঁ বলে তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে পরপর তিন বার বলবে না'। এক সময় ফজলু বলল, 'তোমার সঙ্গে বাস করা সম্ভব হচ্ছে না।' এই এক বারই দেখা গেল তার স্ত্রীরও একই অভিমত। ডিভোর্স হয়ে গেল। ফজলু হাসতে হাসতে জালালউদ্দিনকে বলল, 'ভাই বাঁচলাম। জীবন প্রায় যেতে বসেছিল। এখন নিজেকে মনে হচ্ছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো।"

সেই মুক্ত বিহঙ্গকে দেখা গেল ডিভোর্সের দশ দিন পর তার স্ত্রীর বাবার বাড়ির সামনের রাস্তায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাটাহাঁটি করে। মাথার চুল এলোমেলো, উদভ্রান্ত দৃষ্টি। হাতে সিগারেটের প্যাকেট। একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে, কয়েকটা টান দিয়েই ফেলে দিচ্ছে।

শুভম

দ্বিতীয় দিনেও একই অবস্থা। তার স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং কঠিন গলায় বলল, "কী চাও তুমি?" ফজলু কাদো- কাদো গলায়বলল, "বাসায় চল।

'বাসায় যাব মানে? কী বলছ তুমি?"

ফজলু আবারো বলল, "বাসায় চল।'

'তোমার মাথা আগেই খারাপ ছিল, এখন তো মনে হয় আরো খারাপ হযেছে। বাসায় কী করে যাব? পাগলের মতো কথা বলছ কেন?'

ফজলু একটা রিকশা দাঁড়া করাল এবং তৃতীয়বার বলল, "বাসায় চল।

তার স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "শাড়িটা বদলে আসি। এই শাড়ি পরে যাব নাকি?'

এখনো তারা এক সঙ্গেই আছে। দুটি বাচ্চা হয়েছে। মনের মিলের ছিটেফোটাও নেই। ঝগড়াঝাটি দশগুণ বেড়েছে। তা নিয়ে ফজলুর মাথাব্যথা নেই। জালালউদ্দিনের ধারণা, মীরার ব্যাপারেও তাই হবে। যদিও মীরা আর দশটা মেয়ের মতো না। বেশ খানিকটা অন্য রকম, তবু শেষ পর্যন্ত তাই হবে। বিছানায় শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মনজুর কিছু একটা বলতেই মীরার চোখে পানি এসে যাবে। সে আর হাসপাতাল থেকে নড়বে না। সেটা একটা ভয়াবহ ব্যাপাব হবে।

তিনি একেবারে গোড়া থেকেই এই ছেলেটিকে বিয়ে না করার জন্যে মীরাকে বলছিলেন। মীরা তার কথা শোনে নি। কোনোরকম যুক্তিতে কান দেয় নি। আজ তার ফল মীরা কি হাতে হাতে দেখছে না? বেশি বুঝলে তার ফল এই হয়।

জালালউদিনের মতিঝিলের অফিসে একদিন মীরা এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, 'ব্যাপার কী রে?"

মীরা বলল, তুমি কি খুব ব্যস্ত?

ব্যস্ত তো বটেই। তুই চাস কী?

'পনের মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

জরুরি কিছু?"

শুভম

www.BDeBooks.Com

"অবশ্যই জরুরি। বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি। "

জালাল উদ্দিন অসম্ভব খুশি হলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল? চিরকুমারী থাকব, নিজের মতো থাকব ঐ পোকাগুলো মাথা থেকে নেমেছে?"

'হ্যাঁ নেমেছে। '

'ছেলেটা কে? আমি চিনি?'

'না তুমি চেন না – আমি নিজেও চিনি না।'

'আমি নিজেও চিনি না মানে? তোর সঙ্গে পরিচয় নেই?"

'পরিচয় আছে। পরিচয় থাকলেও তো সবাইকে চেনা যায় না। ও এই রকম। "

"ছেলেটা সম্পর্কে বল তো শুনি।'

'নাম হচ্ছে মনজুর।'

'নাম যাই হোক – ছেলেট কী। কী করে? পড়াশোনা কী?

'মোটামুটি ধরনের একটা চাকরি করে – প্রাইভেট ফার্মে। পড়াশোনা কী জিজ্ঞেস করি নি। বিএ পাস নিশ্চয়ই।

'পরিচয় কত দিনের?'

'খুব বেশি হলে দুমাস।

"ফ্যামিলির অবস্থা কী?"

"ফ্যামিলিই নেই – আর ফ্যামিলির অবস্থা।'

"ফ্যামিলি নেই মানে?'

'বাবা-মা ভাই-বোন কিছুই নেই। মা মারা গেছেন দুবছর বয়সে, বাবা ১৬ বছর বয়সে । "

সে-কী !"

মীরা খুব শান্ত গলায় বলল, "এই ব্যাপারটাই আমাকে খুব আকর্ষণ করেছে। ভালবাসাহীন পৃথিবীতে সে মানুষ হয়েছে। অতি প্রিয়জন সে কাউকে কখনো পায় নি। এই প্রথম পাবে। প্রবল আবেগ ও ভালবাসায় সে বাকি জীবনটা আচ্ছন্ন থাকবে।'

শুভম

জালালউদ্দিন ভুরু কুঁচকে বললেন, "উল্টোটাও তো হতে পারে – ভালবাসা কী এই ছেলে জানেই না। ভালবাসবে কী?"

'না জানলে তো ভাইয়া আরো ভালো। আমি তাকে ভালবাসা শেখাব।"

জালালউদ্দিন চিন্তিত মুখে বললেন, "তোর ব্যাপার কোনোটাই আমার কখনো পছন্দ হয় নি; এটিও হচ্ছে না। আরো ভালোমতো আলোচনা করব। তুই চা খাবি?'

'খাব। চা খেতে খেতে তুমি কি ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে? ওকে নিয়ে এসেছি।"

'নিয়ে এসেছিস!'

'হু। বারান্দায় দাঁড়া করিয়ে রেখেছি। ঠিক করে রেখেছি চা খাবার সময় তাকে ডাকব । চা খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র বিদায় করে দেব। তোমার সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কথা বলব। তুমি ছেলেটিকে দেখার পর কী মনে করছ তা শুনব।"

'দেখার আগেই বলছি আমার পছন্দ না। '

মীরা মানিব্যাগ থেকে মুখ-বন্ধ একটা খাম বের করে ভাইয়ের হাতে দিয়ে হালকা গলায় বলল, "ছেলেটিকে দেখার পর, তার সঙ্গে কথা বলার পর তুমি যা বলবে তা আমি লিখে এনেছি। তুমি দেখবে কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। খামটা এখন খুলবে না ভাইয়া। '

জালালউদ্দিন খাম হাতে বসে রইলেন। মীরা বারান্দা থেকে মনজুরকে নিয়ে এল। তিনি ছেলেটির মধ্যে এমন কিছুই পেলেন না যা দেখে খুব উৎসাহিত বোধ করা যায়। গায়ে চকলেট রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট, ধবধবে সাদা প্যান্টের উপর ভালোই দেখাচ্ছে। চুল আঁচড়ানো, চেহারা মোটামুটি। চোখমুখে এক ধরনের অনাগ্রহ যা এই - বয়সী ছেলেদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না।

জালালউদ্দিন লক্ষ করলেন, ছেলেটি তাকে ঠিক পাত্তা দিচ্ছে না। ইচ্ছাকৃতভাবে সে যে তা করছে তা হয়তো না। তার স্বভাবই হয়তো এরকম। তিনি বসতে বলার আগেই সে চেয়ার টেনে বসল।

তিনি যখন বললেন, 'চা, না কফি?'

সে বলল, "কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।'

শুভম

www.BDeBooks.Com

জালালউদ্দিন যখন সিগারেট বের করে বললেন, 'চলবে?'

সে কোনো কথা না বলে সিগারেট নিল। যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে এরকম সহজভাবে সিগারেট নেয়া যায় না। সামাজিক কিছু ব্যাপার আছে।

মীরা বলল, 'ভাইয়া এর নাম মনজুর।'

তিনি শুকনো গলায় বললেন, "শুধু মনজুর? আগেপেছনে কিছু নেই-? আহম্মদ বা মোহাম্মদ?

মনজুর বলল, "জ্বি না।'

সে কী!"

মনজুর বলল, "বাবা ডাকনাম রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন, ভালো নাম রাখার সুযোগ পান নি। আমার ডাকনাম মঞ্জু। স্কুলের খাতাতে আমার নাম ছিল মঞ্জু। এসএসসি পবীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় হেড স্যার বললেন, মঞ্জু নাম তো দেয়া যায় না; এটাকে মনজুর করে দেই। মনজুর হোসেন। হোসেন আমার খুবই অপছন্দ কিন্তু তা বলতে পারলাম না কারণ হেড স্যারকে খুব ভয় পেতাম।"

'তাহলে তো আপনার নাম মনজুর হোসেন। মনজুর বলছেন কেন?'

'এডমিট কার্ড যখন আসল তখন দেখা গেল হেড স্যার আমার নামের শেষে হোসেন দিতে ভুলে গেছেন। আমার আগে যে ছিল জহির আহাম্মদ তার নামের শেষে হোসেন লাগিয়ে দিয়েছেন। সেই বেচারার নাম এখন জহির আহাম্মদ হোসেন। '

জালালউদ্দিন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। গল্পটা তার খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। একদল মানুষ আছে যাদের ভাণ্ডারে এরকম গোটা পাঁচেক গল্প থাকে। গল্পগুলো বলে তাবা প্রথম আলাপে লোকজনদের মুগ্ধ করে। সবাই ভাবে, বাহ বেশ, এই লোকটা রসিক তো। কিন্তু রস যে এই পাঁচটিতেই সীমাবদ্ধ তা তারা জানতে পারে না।

তার মনে হল – ছেলেটা কথাও বেশি বলে। নাম জিজ্ঞেস করলে যে লম্বা গল্প ফেঁদে বসে, সে তো সারাক্ষণই বকবক করবে। শেষ পর্যন্ত মীরা এমন এক জনকে

শুভম

পছন্দ করল জালালউদ্দিনের ইচ্ছা ছিল আরো দুএকটা কথা জিজ্ঞেস করাব !আশ্চর্য ! – যেমন, বাড়ি কোথায, পড়াশোনা কী পরিমাণ করেছেন; কিন্তু এখন আর আগ্রহ বোধ করছেন না।

মীরা বলল, "আচ্ছা তুমি এখন যাও। ভাইয়ার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আগামীকাল এগারটার দিকে তোমার অফিসে যাব। '

মনজুর চলে গেল। যাবার আগে সাধারণ ভদ্রতায় 'স্নামালিকুম' বলার কথাও তার মনে হল না। জালালউদ্দিনের মনটাই কালো হয়ে গেল। তিনি দুঃখিত হয়ে ভাবলেন – এই ছেলে? শেষ পর্যন্ত এই ছেলে?

মীরা বলল, 'ভাইয়া এখন তোমার মতামত বল। তোমার মতামত আমার কাগজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।

জালালউদ্দিন বললেন, "তোর পছন্দ হয়েছে তুই বিয়ে কর, অসুবিধা কী? এটা তোর ব্যাপার। আমার তো কিছু না।'

মীরা হাসতে হাসতে বলল, "তুমি এটা বলছ যাতে কাগজের লেখার সাথে তোমার কথা না মেলে। তুমি ইচ্ছা করেই উল্টো কথা বলছ। তাই না?'

জালালউদ্দিন বিরক্ত হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন — মীরার কথা সত্যি।

মীরা বলল, "উঠি ভাইয়া। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।'

সে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর জালালউদ্দিন খাম খুললেন। মীরা গোটা গোট করে লিখেছে –

"ভাইয়া, তুমি মত দেবে। তুমি বলবে — হ্যাঁ।
তুমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলবে। দেখলে
আমার কেমন বুদ্ধি? এরকম এক জন বুদ্ধিমতী
মেয়ে কখনো ভুল করবে না। আমি যা করছি
ঠিকই করছি। তুমি ভয় পেয়ো না। ছেলেটা ভালো।"

বুদ্ধিমতী মেয়ে ভুল করে না তার নমুনা এখন দেখা যাচ্ছে। তিন বছরের মাথায় তাকে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হতে হয়েছে।

শুভম

www.BDeBooks.Com

৭

বদরুল আলম ভাগ্নেকে দেখতে এসেছেন।

শুধু হাতে আসেন নি। দু ডজন কমলা, এক ডজন কলা এবং চারটা ডাব এনেছেন। একটা হরলিক্সের কৌটাও সঙ্গে আছে। তিনি বিছানার পাশে বসতে বসতে বললেন, 'তুই আছিস কেমন?'

মনজুর বলল, 'ভালো।'

'ভালো সেটা বুঝতেই পারছি। ভালো না হলে এইভাবে বিছানায় বসে কেউ চা খায়? তোকে চা খেতে দিচ্ছে?"

হ্যাঁ দিচ্ছে। শুধু তাই না – ডাক্তার বলেছে ইচ্ছা করলে আমি বাসায় চলে যেতে পারি। '

বলিস কী!"

'গতকাল ডায়ালিসিস হল। তারপর থেকে শরীর ইমপ্রুভ করছে। এখন বেশ ভালো। যে কিডনিটা কাজ করছিল না সেটাও কাজ করা শুরু করেছে বলে আমার ধারণা। '

"তোর কিডনি প্রবলেম তাহলে সলভড়। বাঁচলাম। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম প্রয়োজনে একটা তোকে দেব।'

মনজুর দরাজ গলায় বলল, "সেই সুযোগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব না মামা। সুযোগ এখনো আছে। একশ ভাগ আছে। কিডনি বদলাতে হবে।'

শুভম

বদরুল আলম চুপ করে গেলেন।

মনজুর বলল, “শুনে মনে হচ্ছে চুপসে গেলে!”

বদরুল আলম বললেন, "চুপসে যাব না তো কী? এই বয়সে কিডনি দিলে কি আর বাঁচব? অপারেশনের ধকলই সইবে না। তুই ঠিকই বেঁচে থাকবি, মাঝখান থেকে আমি শেষ । ”

“তোমার আর বাঁচার দরকার কী? অনেক দিন তো বাঁচলে।’

‘এই বাঁচা কি কোনো বাঁচা? পরিশ্রম করতে করতে জীবন গেল। সুখের মুখ দেখলাম না। এখন একটু দেখতে শুরু করেছি, এখন যদি মরে যাই তাহলে লাভটা কী?”

‘তাও ঠিক ?

বদরুল আলম বললেন, ‘নে কলা খা।

‘কলা খাব না মামা, তুমি খাও।”

কলা হল ফ্রুটসের রাজা। একটা কলায় কতটুকু আয়রন থাকে জানিস?

কতটুক থাকে?

‘অনেক – বলতে গেলে পুরোটাই আয়রন।

‘তুমি বসে বসে আয়রন খাও। আমার ইচ্ছা করছে না। আর কিডনি নিয়েও তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এমনি বললাম।”

“কিডনি লাগবে না?”

‘লাগবে হয়তো। লাগলেও তোমারটা না। ’

বদরুল আলম বেশ নিশ্চিন্ত বোধ কবলেন। দুটা কলা এবং একটা কমলা খেলেন। হৃষ্ট গলায় বললেন, “তোর এখানে কোনো লোকটোক নেই? একটা দা পেলে ডাব কেটে খাওয়া যেত। '

‘এখানে কোনো লোক নেই মামা। ডাব সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তোমার অফিসের লোকজন কেটে দেবে। ”

‘ডাবের শাসেও কিন্তু আয়রন আছে।

শুভম

BDeBooks.com

www.BDeBooks.Com

মনজুর বিরক্ত গলায় বলল, "তুমি আয়রনের এত খোজ কোথায় পেলে বল তো মামা?"

'কাঠের মিস্ত্রি বলে তুই আমাবর কথা বিশ্বাস করছিস না?

'বিশ্বাস করছি। বিশ্বাস করছি। "

বদরুল আলম বললেন, 'এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হত না। '

মনজুর বলল, 'এখানের চা মুখে দিতে পারবে না মামা। ভয়াবহ চা। প্রচুর চিনি, প্রচুর দুধ এবং প্রচুর জীবাণু।

'প্রচুর জীবাণু মানে?"

'হাসপাতাল হচ্ছে অসুখের গুদাম। এখানকার চায়ে জীবাণু থাকবে না তো কোথায় থাকবে? কিলবিল করছে জীবাণু। তুমি বরং চলে যাও।

'তুই আমাকে বিদায় করে দিতে চাচ্ছিস কেন?

'বিদায় করতে চাচ্ছি কারণ তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। তোমার গা থেকে তার্পিন তেলের গন্ধ আসছে – গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে। '

বদরুল আলম দুঃখিত গলায় বললেন, 'তুই কি কোনো কারণে আমার উপর রেগে আছিস? রেগে থাকলে সেটা খোলাখুলি বল। খামাখা তার্পিন তেলের কথা আনলি কেন? আমি কি গায়ে তার্পিন তেল মাখি, নাকি আমি একটা ফার্নিচার যে আমার গায়ে দুবেলা তার্পিন তেল দিয়ে বার্নিশ করা হয়? তোর রাগটা কী জন্যে, শুনি?'

"আমার কোনো রাগ নেই। '

"অবশ্যই আছে। এবং কারণটাও জানি। কাঠমিস্ত্রি হয়েছি বলেই কি আমার বুদ্ধিশুদ্ধি থাকবে না?'

'ঠিক আছে, কী কারণ তুমি বল।

"আমি তোকে বলেছিলাম তোর বিয়েতে একটা খাট বানিয়ে দেব। এমন খাট যে যেই দেখবে ট্যারা হয়ে যাবে। সেই খাট দেয়া হয় নি – তোর রাগটা এই কারণে। কাঠ এখন কেনা হয়েছে। বার্মা টিক খুঁজেছিলাম, পাই নি। চিটাগাং টিক কিনেছি। সিজন

করা কাঠ। খুব ভালো জিনিস। ছমাসের মধ্যে তোর খাট আমি দেব – যা কথা দিলাম।"

"ছমাস আমি টিকব না মামা। '

'পাগলের মতো কথা বলিস না। '

'সত্যি বলছি ছমাস টিকব না। '

'ডাক্তার বলেছে এই কথা?"

'ডাক্তাররা কি আর সরাসরি এই কথা বলে?"

'তাহলে কি স্বপ্ন দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কী স্বপ্ন?'

মনজুর হাসল, কিছু বলল না। বদরুল আলম উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'স্বপ্নটা কখন দেখেছিস? মাঝরাতে, না শেষরাতে? মাঝরাতের স্বপ্নের কোনো গুরুত্ব নেই ; শেষরাতের স্বপ্ন হলে চিন্তার কথা।"

'শেষরাতেই দেখেছি। ঘুম ভেঙে দেখি সকাল।

বদরুল আলম আরো উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "পেট ঠিক ছিল তো? বদহজম অবস্থায় স্বপ্ন দেখলে – ভুলে যা।

'বদহজম-টজম কিছু না। পেট ঠিকই ছিল।

'স্বপ্নে কী দেখলি?'

'দেখলাম আমি এই বিছানায় শুয়ে আছি। একটা ধবধবে সাদা চাদরে আমার সারা শরীর ঢাকা। আমি বুঝতে পারছি আমি মারা গেছি। একজন ডাক্তার এসে বললেন, ডেডবডি এখনো সরানো হয নি? কোনো মানে হয়? খামখা একটা বেড দখল করে আছে। সবাই তখন ধরাধরি করে আমাকে নিচে নামিয়ে দিল। আমার বিছানায় নতুন একজন রোগী চলে এল। তার কিছুক্ষণ পর জাহানারা হাসপাতালে ঢুকল। সে অবাক হয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করছে, 'স্যার কোথায়?" কেউ বলতে পারছে না। অথচ আমি মেঝেতেই পড়ে আছি। "

শুভম

www.BDeBooks.Com

'জাহানারাটা কে?'

"আমাদের অফিসে কাজ করে। '

'স্বপ্নটা এখানেই শেষ, না আরো আছে?"

'আর নেই। তার পরপরই আমার ঘুম ভেঙে যায়।

'এই স্বপ্ন দেখে তোর ধারণা হল তুই আর ছমাস বাঁচবি?'

হু।

'তুই তো দেখছি বিরাট গাধা। তোকে আমি খাবনামা বই দিয়ে যাব। পড়ে দেখিস — পরিষ্কার লেখা আছে — স্বপ্নে নিজের মৃত্যু দেখলে দীর্ঘায়ু হয়। তুই বাঁচবি অনেক দিন। '

'বাঁচলে তো ভালোই। তুমি কি এখন যাবে; না বসবে আরো খানিকক্ষণ?'

'বসি কিছুক্ষণ। আমার তো আর অফিস না যে ঘড়ির কাটা ধরে যেতে হবে। আমার হল স্বাধীন ব্যবসা। ইচ্ছা হলে যাব, ইচ্ছা না হলে যাব না। সারাদিন তোর সঙ্গে বসে থাকতে পারি। কোনো সমস্যা না। '

মনজুর আঁতকে উঠে বলল, "তুমি কি সারাদিন থাকার প্ল্যান করছ?"

বদরুল আলম বললেন, 'কোন প্ল্যান-টল্যান নেই। এককাপ চা খেতে পারলে হত।'

'তোমার চায়ের ব্যবস্থা করছি। দয়া করে চা খাও। চা খেয়ে বিদেয় হও । '

মনজুর বিছানা থেকে নামল। শরীর বেশ ভালো লাগছে। মাথা ঘুরছে না বা দুর্বলদুর্বল লাগছে না। বাসায় চলে গেলে কেমন হয়? গরম পানিতে ভালো করে গোসল করে একটা লম্বা ঘুম দিলে শরীর অনেকখানি ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

মনজুর গেল চায়ের খোজে।

আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল জাহানারা। অবিকল স্বপ্নদৃশ্যের মতো একটা ব্যাপার হল। সে চোখ বড় বড় করে বলল, 'স্যার কোথায় স্যার?'

বদরুল আলম মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বইলেন। মেয়েটা সুন্দর। শুধু সুন্দর না, বেশ সুন্দর। সবচে' সুন্দর তার গলার স্বর। কানে এসে গানের মতো বাজে।

শুভম

জাহানারা আবার বলল, 'স্যার কোথায়? স্যার?"

বদরুল আলম বললেন, 'তোমার নাম কি জাহানারা?"

জাহানারা সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় পাশের বেডের রোগীকে বলল, 'স্যার কোথায়?'

জাহানারা আজ অফিসে যায় নি। বাসা থেকে সরাসরি চলে এসেছে। ঘর থেকে বের হবার সময় ধাক্কা লেগে পানির একটা গ্লাস ভেঙেছে। তখনই তার বুক ছ্যাৎ করে উঠেছে। নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ আছে।

যে বাসে আসছিল মাঝপথে সেই বাসের চাকা বসে গেল। খারাপ সংবাদ, খারাপ সংবাদ, নিশ্চয়ই কোনো খারাপ সংবাদ। কখনো বাসের চাকা বসে না – আজ বসল কেন?

বদরুল আলম আবাব বললেন, 'মা, তোমার নাম কি জাহানারা?"

জাহানারা বলল, "এই বিছানায় যে রোগী ছিলেন উনি কোথায়?'

'মনজুর আমার জন্যে চা আনতে গেছে। তুমি বস এখানে। আমি মনজুরের মামা হই। জাহানারা তোমার নাম, তাই না?"

'জ্বি।

'কী করে বললাম বল তো?"

জাহানারা তাকিয়ে বইল। সে সত্যি বুঝতে পারছে না।

'কলা খাবে? খেয়ে দেখ। মনজুর খাবে বলে মনে হয় না। নাও একটা খাও। প্রচুর আয়রন আছে । '

ফরিদও জাহানারার সঙ্গে এসেছে। সে দরজার ওপাশ থেকে ভীত চোখে তাকিয়ে আছে। তার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার।

মনজুর চা নিয়ে ফিরে এল। তার হাতে ছোট্ট একটা ফ্লাস্ক, সঙ্গে দশবার বছরের - একটি ছেলে যার এক হাতে দুটা খালি কাপ, অন্য হাতে কয়েকটা নোনতা বিসকিট। সে বিসকিটগুলো বদরুল আলমের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

তিনি বললেন, 'মারব এক থাপ্পড়, হাতে করে বিসকিট নিয়ে আসছে!'

শুভম

www.BDeBooks.Com

ছেলেটি নির্বিকাব ভঙ্গিতে বলল, "ইচ্ছা হইলে খাইবেন, ইচ্ছা না হইলে নাই। থাপ্পড় মারামারি ক্যান?"

মনজুর বলল, 'খেয়ে ফেলেন মামা। হাত যেমন নোংরা প্লেটও সেরকম নোংরা। বরং হাতে দেয়ার মধ্যে এক ধরনের আন্তরিকতা আছে। "

জাহানারা হাসছে।

তাব খুব ভালো লাগছে। যে মানুষটা মর-মর হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল তাকে এমন সুস্থ স্বাভাবিক দেখবে সে ভাবেই নি। চোখের নিচের কালিও অনেক কম। গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো কেটে ফেললেই কেউ বুঝবে না এই মানুষটা বড় ধরনের অসুখে ভুগছে।

'কলা খেতে পার। প্রচুর আয়রন আছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে মামাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।'

বদরুল আলম চা খাচ্ছেন। নোনতা বিস্কিটও খাচ্ছেন। দোকানের ছেলেটি কাপ ফেরত নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার হাতে এখনো দুটা বিস্কিট ধরা আছে।

জাহানারা বলল, "আপনার শরীর তো সেরে গেছে বলে মনে হয়।'

মনজুর বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। দশটার দিকে ডাক্তার এসে দেখবে। তাকে বলব, আমাকে রিলিজ করে দিতে। আবার যখন শরীর খারাপ হবে, ভর্তি হব। ইতিমধ্যে কিডনি জোগাড়ের চেষ্টা চালাব। পাওয়া গেলে তো ভালোই। না পাওয়া গেলে নাই।'

জাহানারা বলল, 'স্যার আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার কিছুই লাগবে না।'

'না লাগলে তো ভালোই।'

বদরুল আলম বললেন, "আমি তোকে একজন পীর সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। অত্যন্ত পাওয়ারফুল পীর। ক্ষমতা অসাধারণ। পান-বিড়ির একটা দোকান চালায়। বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায়ই নাই। গভীর রাতে, মিনিস্টার, সেক্রেটারি, এরা আসে।"

শুভম

মনজুর বলল, 'দিনে আসে না কেন?'

"দিনে আসলে তো লাভ নাই। দিনের বেলা পীর সাহেব হচ্ছেন দোকানদার। রাতে পীর ।

'পীর সাহেবকে গিয়ে আমার অসুখের কথা বলবে?

'হু। এরা ইচ্ছা করলে কী না করতে পারে? আজ যাবি?'

"না। '

'তোকে যদি রিলিজ করে দেয় তাহলে চল না আমার সাথে। ক্ষতি তো কিছু নাই।'

জাহানারা বলল, 'স্যার যান না। পীর ফকির সাধু সন্ন্যাসী এদের অনেক রকম ক্ষমতা থাকে । "

মনজুর বলল, 'এদের একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে লোকজনদের ধোকা দেয়া। এব বাইরে এদের কোনো ক্ষমতা নেই। '

'ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা না বলেই তুই বুঝে ফেললি? আগে কথা বল – তারপর ডিসিশান নে। পীর সাহেবের তাবিজ যে গলায় বাধতেই হবে, এমন তো কথা নেই।'

'উনি কি তাবিজও দেন নাকি?'

'না। মাঝে মাঝে গলায হাত বুলিয়ে দেন।"

'গলায় কেন?'

'আমি কী করে বলব কেন! তুই যাবি কিনা বল! আমি ফল পেয়েছি। হাতে হাতে ফল পেয়েছি।"

আচ্ছা যাও যাব। তোমাকে খুশি করবার জন্য যাব। যদি হাসপাতাল থেকে ছাড়ে তাহলে সরাসরি চলে যাব তোমার ওখানে। এখন দয়া করে তুমি বিদায় হও। জাহানারা তুমিও যাও। আমি এখন খানিকক্ষণ ঘুমাব। ঘুম পাচ্ছে।'

জাহানারা বলল, 'স্যার আপনি ঘুমান। আমি এই চেয়ারে বসে থাকি। আমি স্যার তিন দিনের ছুটি নিয়েছি।"

শুভম

www.BDeBooks.Com

তিনদিনের ছুটি নেয়ার কোন দরকার নেই। আমি নিজেই কাল অফিসে জয়েন করছি।

'স্যার এই শরীরে আপনি অফিসে জয়েন করবেন?'

'হু।'

যে দুটি বিস্কিট নিয়ে ছেলেটি বসে ছিল, বদরুল আলম সেই দুটিও নিয়ে নিলেন এবং নিচু গলায় বললেন, 'বাবা চট করে আরেক কাপ চা আনতে পারবি?'

গলির ভেতর গলি, তার ভেতর আরেক গলি।

গলির ভিতর গলি, তাঁর ভেতর আরেক গলি।

মনজুর বলল, "তোমার পীর সাহেব তো মামা ভালো আস্তানা বের করেছেন!'

বদরুল আলম বললেন, "পীর-ফকির মানুষ; এরা কি ধানমণ্ডি-গুলশান এলাকায় থাকবে? এরা থাকবে চিপা গলিতে, বস্তিতে।

'তুমি একে খুঁজে বের করলে কীভাবে ?

সে বিস্তর ইতিহাস। তোকে একদিন বলব। হাঁটতে পারছিস?'

হু।

'শরীরটা ঠিক আছে তো?"

'এখনো আছে। চোখে এখন কিছুই দেখছি না, নর্দমায়-টর্দমায় পড়ব না তো?"

'তুই আমার হাত ধরে ধরে আয়।

'তুমি কি এখানে প্রায়ই আস?'

'সপ্তাহে এক দিন আসি। উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।

'যেরকম নির্জন রাস্তা, আমার তো মনে হচ্ছে ফেরার পথে হাইজ্যাক হয়ে যাব। তোমার কাছে টাকা-পয়সা বিশেষ নাই তো?"

'কিছু আছে, অসুবিধা নাই – বাবাব কাছে যারা আসে তারা কখনো হাইজ্যাকড হয় না।"

'উনাকে বাবা ডাক নাকি?'

শুভম

বদরুল আলম কিছু বললেন না। মনজুর বলল, "তুমি বাবা ডাকলে তো আমাকে দাদাজান বলতে হয়। '

বদরুল আলম বিরক্ত গলায় বললেন, 'উনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করিস না। এরা ঠাট্টা-তামাসা পছন্দ করে না।

বাবা দোকানের ঝাঁপ ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ধাক্কাধাক্কির পর উঠে বসলেন। মধ্য বয়েসী একজন ভদ্রলোক – যাকে বাবা ডাকা বেশ কঠিন। স্বাস্থ্যবান মানুষ। গায়ে হলুদ রঙের গলাবন্ধ, নোংরা সুয়েটার। মাথার চুল লম্বা, চোখ লাল। ঘুমাবার আগে বাবা হয়তো মুখ ভর্তি করে পান খেয়েছিলেন। পানের রসে কালো ঠোট লালচে হয়ে আছে। ঘুম ভাঙানোয় বাবাকে বেশ বিরক্ত মনে হল। কঠিন গলায় বললেন, 'কী চাই।'

"আমাকে চিনেছেন? আমি উড কিং-এর মালিক। বদরুল আলম। আর এ আমার ভাগ্নে। এর নাম মনজুর।

'চাই কী?"

কিছু চাই না। একে একটু দোয়া করে দেন – এর শরীরটা ভালো না।'

"নিজের দোয়া নিজের করা লাগে। অন্যে কী দোয়া করব। এখন যান বাড়িতে গিয়া ঘুমান।"

'একটু গলায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেন।"

বললাম তো বাড়িতে গিয়া ঘুমান। ঘুমের মধ্যেও দোয়া আছে। ঘুমের সময় শইল আরাম পায়। শইল দোয়া করে। হেই দোয়া কামে লাগে।"

মনজুর হাই তুলে বলল, 'মামা চলুন যাই। আমার সত্যি সত্যি ঘুম পাচ্ছে।'

বদরুল আলম যেতে চাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে দোয়া না করিয়ে তিনি যাবেন না।

'আমার ভাগ্নের শরীরটা খুবই খারাপ। একটু যদি দোয়া করেন।

শুভম

www.BDeBooks.Com

বাবার মন মনে হয় গলল, বা হাত উঠিয়ে আচমকা মনজুরের কণ্ঠার উপর রাখলেন। মনজুরের মনে হল দম বন্ধ হযে যাচ্ছে। চিৎকার করে উঠার ঠিক আগে আগে হাত সরিয়ে নেয়া হল। তখনো মনজুরের নিশ্বাস স্বাভাবিক হয় নি।

'শইল তো খারাপ, খুবই খারাপ।

বদরুল আলম বললেন, "আপনি কি দোয়া করেছেন?' 'না। দোয়ায় কিছু হওনের নাই। আইচ্ছা শুনেন, আফনের কি কোনো সন্তান মারা গেছে?"

কয়েক মুহূর্ত হকচকিত থেকে মনজুর বলল, 'জ্বি।"

'কন্যা সন্তান?"

জ্বি। কীভাবে বললেন?

'অনুমানে বলছি। অনুমান। আইচ্ছা অখন যান। পরে একদিন আইসোন। দেখি কিছু করা গেলে করমু।"

বাবা দোকানের ভিতর ঢুকে ঝাঁপ ফেলে দিলেন। উৎকট বিড়ির গন্ধ পাওযা গেল। বাবা সম্ভবত ঘুমাবার আগে বিড়ি খান।

বদরুল আলম বললেন, 'উনার পাওয়ার দেখলি? কীভাবে বলে দিল!"

মনজুর হাই তুলতে তুলতে বলল, "তুমি এসে আগে বলে গেছ। খুব অন্যায় কাজ করেছ মামা ?

বদরুল আলম হতভম্ব গলায বললেন, "আমি আগে এসে বলে গেছি?'

'হু।'

"আমার স্বার্থ কী?"

"আমাকে চমকে দিবে। আমি হতভম্ব হয়ে ভাবব – পীরবাবার কী ক্ষমতা! ভাগ্যিস মামা আমাকে ইনার কাছে এনেছেন। তোমার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ হব। তুমি তা দেখে খুশি হবে– এইটাই তোমার স্বার্থ। চল যাই।"

দুজনে হাঁটছে।

মনজুর খুবই ক্লান্ত বোধ করছে। মামার সঙ্গে তার আসাই ঠিক হয় নি। উচিত ছিল হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা। ডাক্তাররা তাকে ছাড়তে রাজি হয় নি।

শুভম

মনজুর যখন বলল, "আমি তো এখানে শুয়েই থাকি, বাসায় গিয়েও শুয়েই থাকব। নিজের পরিষ্কার বিছানায় আরাম করে ঘুমাব। আর আপনাদেরও তো খালি বেড দরকার। দরকার না?"

এতেই ডাক্তাররা রাজি হলেন। ডাক্তারদের একজন বললেন, 'প্রিয় মানুষদের সঙ্গে থাকলে মন ভালো থাকবে। মন ভালো থাকলে তার প্রভাব পড়বে শবীরে – ঠিক আছে যান।"

মনজুর চলে এসেছে — এবং তার এক জন প্রিয় মানুষ মেজো মামার সঙ্গে ঘুরছে। উচিত হয় নি; একেবারেই উচিত হয় নি।

'মনজুর!' 'জ্বি'।

'তুই কি আমার উপর রাগ করলি নাকি?

"রাগ করব কেন?'

'পীর সাহেবকে তোর বাচ্চা মারা যাবার খবরটা আগে দেয়া ঠিক হয় নি।'

'তুমি তাহলে আগে-ভাগে খবর দিয়ে রেখেছ?'

বদরুল আলম কিছু বললেন না। মাফলার দিয়ে কান ঢেকে দিলেন। ভাবটা এরকম যেন কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। কাজে ব্যস্ত।

'বমি-বমি লাগছে মামা। '

বলিস কী, শরীর কি আবার খারাপ করেছে?"

'মনে হচ্ছে সে রকম । "

মনজুর বাস্তার পাশে বসে হড়হড় করে বমি করতে লাগল। বদরুল আলম দোয়া কুনুত পড়ে মনজুরের মাথায় ফু দিতে লাগলেন।

এত বমি করছিস — ব্যাপারটা কী? তুই দেখি নাড়িভুড়ি সব বের করে ফেলবি।

মনজুর এক সময় উঠে দাড়াল। কিছুক্ষণ আগেই তার চোখ স্বাভাবিক ছিল। এখন টকটকে লাল। যদিও অন্ধকারে তা দেখা যাচ্ছে না।

'মামা, হাত ধরে ধরে তুমি আমাকে একটা রিকশায় নিয়ে তোল তো।

'মনজুর তুই কি আমার উপর খুব বেশি রাগ করেছিস?

শুভম

www.BDeBooks.Com

হু করেছি — আমার বাচ্চার মৃত্যুর খবর আমি কাউকে বলি না। তুমি সেটা তৃতীয় শ্রেণীর এক ভণ্ডকে বলেছ। উচিত হয় নি।

তৃতীয় শ্রেণীর বলছিস কেন? উনি খুব কামেল মানুষ। মানুষের চেহারা-ছবি দিয়ে তো সব কিছু বিচার করা ঠিক না।'

'আমি চেহারা-ছবি দিয়ে কাউকেই বিচার করি না। ঐ লোকটা ভণ্ড। তুমি প্রতি সপ্তাহে এক বার তার কাছে আস। তোমাকে সে খুব ভালো করেই চেনে। অথচ আজ না চেনার ভান করল। না চেনার ভান করলে তার জন্যে সুবিধা। '

সুবিধা কী?

'সে যখন আমাব অতীত বলল, তখন আমি আর সন্দেহ করলাম না যে তুমি আগেই সব বলে বসে আছ। আর কি কি বলেছ? ডিভোর্সের কথাটা বল নি ?"

বদরুল আলম কিছু বলার আগেই মনজুর আবার বসে পড়ল। হড়হড় করে দ্বিতীয় দফায় বমি করল ।

৮

ছদিন পর মনজুর অফিসে এসেছে।

শুভম

তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে অসুস্থ। বরং চকলেট রঙের শার্টে তাকে অন্যদিনের চেয়ে হাসিখুশি লাগছে। অনেকদিন পর ক্লিন শেভ করলে গালে এক ধরনের আভা দেখা যায়, তাও দেখা যাচ্ছে।

কুদ্দুস বিক্ষিত হয়ে বলল, 'স্যার আপনে অফিসে আইলেন?'

মনজুর বলল, 'আসা কি নিষেধ নাকি?'

কুদ্দুস দাঁত বের করে হাসল। অফিসের অন্য কেউ হাসল না। কনসট্রাকশন সাইডের ম্যানেজার পরিমল বাবু বললেন, 'শুনেছিলাম আপনি গুরুতর অসুস্থ, তা বোধহয় মিথ্যা।'

মনজুর হ্যা-না কিছু বলল না। পরিমল বাবু মানুষটিকে সে পছন্দ করে না। কেন করে না তাও জানে না। এমনিতে পরিমল বাবু নিতান্তই ভদ্রলোক, পরোপকারী। অফিসের কাজেও অত্যন্ত দক্ষ। তিনি খুব অল্পসংখ্যক কর্মচারীদের এক জন যিনি দশটা-পাচটা অফিস করেন এবং চেয়ারের পেছনে কোট ঝুলিয়ে বাড়ি চলে যান না।

পরিমল বাবু বললেন, 'মনজুর সাহেব অফিসে আপনার সমস্যাটা কী বলুন তো?"

মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, "আমি তো কোনো সমস্যার কথা জানি না।'

'না, মানে পে-স্লিপ দেখছিলাম, লক্ষ করলাম পে- স্লিপে আপনার নাম নেই। এ মাসে বেতন হয় নি।'

'ও আচ্ছা। '

'আপনি ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখুন তো ব্যাপারটা কী? আমি নিজেই জিজ্ঞেস করতাম, তারপর ভাবলাম, আমি বাইরের লোক, আই মিন আমি ইনভলভড নই। যার সমস্যা তাকেই প্রথমে খোঁজ নিতে হবে। আপনি ক্যাশিয়ারকে জিজ্ঞেস করুন। '

মনজুর বলল, 'মনে হয় চাকরি চলে গেছে।'

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘চাকরি চলে গেছে মানে? এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনি জন্মলগ্ন থেকে আছেন। বলতে গেলে এই প্রতিষ্ঠান আপনার নিজের হাতে তৈবী। সেখানে বিনা নোটিশে চাকরি চলে যাবে? আপনি এক্ষুনি ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন।

আচ্ছা বলব।’

‘স্যারও অফিসে আছেন। উনার সঙ্গে কথা বলে দেখুন কী ব্যাপার। আপনার মতো মানুষের হুট করে চাকরি চলে যাওয়া তো ভযাবহ কথা। আপনারই যদি এই ব্যাপাব হয তাহলে আমাদের কী হবে?’

মনজুর ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেল না। ক্যাশিয়ার সাহেব নিজেই এলেন। বেশ খানিকক্ষণ শরীরের খোজখবর নিযে বললেন, “আপনি কি খবব কিছু শুনেছেন?’

‘কোন খবরের কথা বলছেন?’

আপনার পে-স্লিপের ব্যাপার। ’

“শুনলাম। ’

‘আমি যথারীতি সব পে-স্লিপ বড় সাহেবের কাছে পাঠিয়েছি। বড় সাহেব সব পে—স্লিপেই সই করলেন, আপনারটায় করলেন না।’

মনজুর উদাস গলায় বলল, “না করলে কী আর করা।’

‘আপনি স্যারের সঙ্গে দেখা করুন। আমরা সবাই এই ব্যাপারে আপসেট। আমার তো মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। আপনি অসুস্থ মানুষ। এখন টাকা দরকার। আমি বড় সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম। উনি বললেন ।....”

ক্যাশিয়ার সাহেব কথা শেষ করলেন না। অস্বস্তি নিয়ে চুপ করে গেলেন। মনজুরও কিছু জিজ্ঞেস করল না। বেশি জানা ভালো না। জানলে মন খারাপ হবে।

মনজুরকে বড় সাহেবের ঘরে নিজ থেকে যেতে হল না। বড় সাহেবই তাকে ডেকে পাঠালেন। মনজুর ঘরে ঢোকামাত্র নুরুল আফসার বললেন, ‘তোর শরীর কেমন?”

মনজুর বলল, ‘ভালো না। মারা যাচ্ছি বলে মনে হয়।’

শুভম

‘কবে নাগাদ মারা যাচ্ছিস?’

‘সম্ভবত মাস ছয়েক টিকব। "

“কিডনি বদলে ফেল। ’

‘চেষ্টা করছি। ”

“পাচ্ছিস না?”

‘না। ’

‘এই দরিদ্র দেশে কিডনি পাবি না একটা কথা হল? পাঁচশ টাকা দিয়ে এই দেশে মানুষ খুন করা যায়। তুই কিডনি চেয়ে বিজ্ঞাপন দে, লিখে দে কুড়ি হাজার টাকা নগদ দেয়া হবে; দেখবি পাঁচশ এপ্লিকেশন পড়ে গেছে। নে সিগারেট নে। '

মনজুর সিগারেট ধরাল।

‘চা খাবি মনজুর?”

‘না। ’

‘খা এক কাপ আমার সঙ্গে। মুখ অন্ধকার করে বসে আছিস কেন? ইজ এনিথিং রং?

‘না। ’

‘ভালো করে চিন্তাভাবনা কর; তাবপর বল – ইজ এনিথিং রং??

‘না। ’

‘ভেরি গুড । তোর বেতন এ মাসে হয় নি সেটা দেখেছিস?”

“শুনলাম । ” কিছু বলতে চাস?”

না। ’

‘এক অক্ষরে সব কথার উত্তর দিচ্ছিস – ব্যাপার কী? তুই কি কোনো কারণে আমার উপর রেগে আছিস?’

‘না। রেগে নেই। "

‘তাহলে এমন মুখ গোমড়া করে আছিস কেন? একটা রসিকতা শুনবি – শোন, রিডার্স ডাইজেষ্টে পড়লাম। এক ভদ্রলোক মৃত্যুর সময় বললেন, সবাই বলে পরকালে

শুভম

www.BDeBooks.Com

টাকাপয়সা কোনো কাজে লাগে না। কথাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। আমি মৃত্যুর পর সঙ্গে করে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে যেতে চাই। ভদ্রলোক নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার তার স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, আমার কফিনে এই টাকাটা দিয়ে দিও। ভুল হয় না যেন। তাব স্ত্রী করলেন কি – নগদ ডলার রেখে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটা চেক দিয়ে দিলেন। হাহা।-হা- '

নুরুল আফসার সমস্ত শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, "তুই হাসলি না, ব্যাপার কী? যাকে বলছি সেই হাসছে। হা-হা- হা। শুধু পলিন হাসে নি। সে চোখ গোল গোল করে বলেছে- What is so funny about it? ভালো কথা, পলিন তার তিন কন্যা নিয়ে আমেরিকা চলে যাবে বলে কথা হচ্ছে। যাকে বলে পুরোপুরি চলে যাওয়া।

'তুই? তুই একা থাকবি?'

'না। আমিও চলে যাব। '

মনজুর তীক্ষ্ণ চাখে তাকিয়ে বইল। বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা রসিকতা কিনা। রসিকতা বলে মনে হচ্ছে না , নুরুল আফসার বললেন, 'পলিন কিছুতেই নিজেকে এডজাস্ট করতে পারছে না। বাচ্চাগুলোও পারছে না। গত চার মাস ধরে এই নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। ঝগড়া চলছে, মনকষাকষি চলছে। এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।"

'ফার্মের কী হবে ?"

'একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে। নে আরেকটা সিগারেট নে। সিগারেটের সঙ্গে এক টোক হুইস্কি খাবি? আছে এখানে। সমানে হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছি। বাসায় খাই। অফিসে এসেও খাই !"

নুরুল আফসার ড্রয়ার খুলে হুইস্কির বোতল বের করলেন, গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বললেন, "খাবি?'

না ।

'আমি পুরোপুরি এলকোহলিক হয়ে গেছি। আমার আগে এলকোহলিক হয়েছে পলিন। আমেরিকায় পৌঁছেই এর চিকিৎসা করাতে হবে। পলিন এলকোহল ছাড়া

শুভম

কোনো তরল পদার্থই খাচ্ছে না। গত দুমাসে সে এক চামচ বিশুদ্ধ পানি খেয়েছে কিনা আমি জানি না।'

'আগে তো কিছু বলিস নি?'

'কেন বলব? মীরা যে তোকে লাথি মেরে চলে গেল তুই কি আমাকে বলেছিস্!"

'লাথি মেরে চলে যায় নি। '

'ঐ একই হল। '

নুরুল আফসার গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢাললেন। পানি মেশালেন না। ঢেলে দিলেন গলায়। তার মুখ বিকৃত হল না। তবে মুহূর্তের মধ্যেই চোখ টকটকে লাল হয়ে গেল। তিনি শীতল গলায় বললেন, মনজুর তোকে একটা কথা বলব, মন দিয়ে শোন।

শুনছি।

'এই ফার্ম ছেড়ে যাওয়া আমার জন্যে কী রকম কষ্টের তা নিশ্চয়ই তুই জানিস। জানিস না?"

'জানি।"

'পলিনকে ছেড়ে দেয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ওকে পাগলের মতো ভালবাসি। তাছাড়া ও গেলে আমার বাচ্চাগুলোও যাবে। যাবে না?"

'হ্যাঁ যাবে।'

কাজেই ওকে খুন করার একটা সূক্ষ্ম পবিকল্পনা আমার আছে। ওর হুইস্কির সঙ্গে খানিকটা আর্সেনিক মিশিয়ে দিলেই হল। আর্সেনিক জোগাড় করেছি। একটা শুভদিন দেখে জিনিসটা মেশানো হবে। বারই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে খুব শুভদিন – ওর জন্মদিন।'

"তোর নেশা হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা। '

'নেশা হয় নি। যা বলছি সুস্থ মাথায় বলছি। আজই তো বার তারিখ, তাই না?

'হ্যাঁ।'

শুভম

www.BDeBooks.Com

'তুই কি সত্যি খাবি না? খা একটু আমার সঙ্গে। মদ হচ্ছে এমন এক তবল পদার্থ যা কখনো একা খাওয়া যায় না। তাছাড়া জিনিসটা কিডনির জন্য ভালো। সত্যি ভালো।'

মনজুর চুপ করে রইল। নুরুল আফসার বললেন, 'না খেলে চুপচাপ বসে থাকবি না। চলে যা। আর পলিনকে খুন করা সম্পর্কে যা বললাম সবই রসিকতা। নেশা হলেই বলি। নেশা হয়েছে – তোকে বলেছি। নেশা কেটে গেলে সব ভুলে যাব। তবে মনটা খারাপ। খুবই খারাপ। এত কষ্ট করে ফার্মটা তৈরি করেছি – সব জলে ভেসে যাবে। কাঁদতে ইচ্ছা হয়। নেশা খুব বেশি হলে কাঁদি। মুশকিল হচ্ছে নেশা আগের মতো হয় না। আমি পুরো বোতল শেষ করে ফেলব কিন্তু তেমন নেশা হবে না। যা তুই যা। Leave me alone.'

মনজুর বেরিয়ে এল।

জাহানারা হাতে টাইপ করা একটা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ অসম্ভব মলিন। মনে হচ্ছে টাইপ করতে করতে সে খানিকটা কেঁদেছে। তার চোখের কাজল লেপ্টে গেছে। আজকালকার মেয়েরা চোখে কাজল দেয় বলে মনজুরের ধারণা ছিল না। এই মেয়েটা দেয়। মীরাও দিত। মীরার সঙ্গে কি এই মেয়েটির কোনো মিল আছে? না কোনো মিল নেই। দুজন সম্পূর্ণ দুরকম।

জাহানারা বলল, 'স্যার আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

মনজুর বলল, "টাইপ হয়ে গেছে?"

'জ্বি।

'ইত্তেফাকে পাঠিয়ে দাও। বল পরপর তিন দিন ছাপাতে। "

"আপনি কি দেখে দেবেন না?"

'না। '

'স্যার একটু দেখে দেন।"

মনজুর দ্রুত চোখ বুলাল –

কিডনি প্রয়োজন

শুভম

একটি কিডনি কিনতে চাই। কেউ আগ্রহী হলে
অতি সত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঠিকানা দেয়া আছে উড কিং-এর। কেয়ার অফ বদরুল আলম। মনজুরের মনে পড়ল মামাকে এ ব্যাপারে কিছুই জানানে হয় নি। বিজ্ঞাপনটা ছাপা হবার আগেই জানানো উচিত।

জাহানারা বলল, 'স্যার আপনি কি কিছুক্ষণ অফিসে থাকবেন না চলে যাবেন?' 'আছি কিছুক্ষণ।

'আপনার শরীর কেমন?'

'ভালো । বেশ ভালো। '

জাহানারা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'স্যার আপনি কি একদিন আমাদের বাসায় আসবেন? '

'আসব। অবশ্যই আসব।'

জাহানারা মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এর আগেও এই মানুষটিকে সে কয়েকবার তাদের বাসায় যেতে বলেছে। প্রতিবারেই মনজুরের উত্তব ছিল – 'যাব। অবশ্যই যাব। কেন যাব না? অথচ কোনো বারই জিজ্ঞেস করে নি – ঠিকানা কী। এবারো জিজ্ঞেস করলেন না। আসলে উনি যাবেন না। কোনোদিনও না।

জাহানারা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'স্যার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'জিজ্ঞেস কর । "

'অফিসে সবাই বলাবলি করছে আপনার চাকরি নেই। কথাটা কি সত্যি?"

'জানি না। সত্যি হতেও পাবে। "

'আপনি বড় সাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?'

'না। তবে সত্যি হওয়া সম্ভব – অনেকদিন ধরেই দেখছি আমার টেবিলে কোনো ফাইল নেই। অফিসে আমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছি। আমাকে ছাড়াই সব কাজ চলছে এবং খুব ভালোভাবে চলছে। আমাদের বড় সাহেবকে আমি খুব ভালো করে

শুভম

www.BDeBooks.Com

চিনি। সে কখনো অপ্রয়োজনীয় মানুষজন রাখবে না। তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও না। ফার্মকে বড় করতে হলে কিছু কঠিন নিয়মকানুনের দরকার হয়।

মনজুর নিজের অফিসে ঢুকে গেল।

খুব ক্লান্ত লাগছে। ঘুম পাচ্ছে। টেবিলে কোনো ফাইলপত্র নেই। ইজিচেয়ারে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা যায়। মনজুর ইজিচেয়ারে কাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

জাহানারা পেছনে পেছনে আসছিল। ঘুমন্ত মনজুরকে দেখে তার মনটা অসম্ভব খারাপ হল। কী অসুস্থ একটা মানুষ। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথা কাত হয়ে আছে। কেমন অসহায় অসহায় ভঙ্গি। একটা বালিশ থাকলে মাথার নিচে দিয়ে দেয়া যেত।

৯

জাহানারা মাছ কুটছিল। ঘরে ছাই নেই। ছোট ছোট মাছ, কুটতে এমন অসুবিধা হচ্ছে, পিছলে পিছলে যাচ্ছে। একটা ঠিকা-ঝি আছে; সে মাসের গোড়ায় পলিথিনের ব্যাগে এক ব্যাগ ছাই দিয়ে যায় । এক ব্যাগ ছাইয়ের দাম দুটাকা। এই মাসে তার ছাই রাখা হয় নি। এক ব্যাগ ছাইয়ের জন্যে সে চাইল পাঁচ টাকা। জাহানারা বলল, ‘এক ধাক্কায় আড়াইগুণ দাম বেড়ে গেল, ব্যাপারটা কী?’

শুভম

ঠিকা-ঝি গম্ভীর গলায় বলল- "সব জিনিসের দাম বাড়তাছে আফা। আর এই ছাই হইল আসল। আমার কাছে নকলের কারবার নাই।' জাহানারা বিরক্ত গলায বলল, "ছাইয়ের আবাব আসলনকল কী-? যাও নিযে যাও — ছাই লাগবে না। '

জাহানারা বিরক্ত গলায় বলল, ছাইয়ের আবার আসল-নকল কী? যাও নিয়ে যাও – ছাই লাগবে না।

'না লাগলে নাই – ধমক দেন ক্যান?"

'ধমক দিলাম কোথায? খামাখা তর্ক না করে কাজ শেষ কর।'

'হিসাব মিটাইয়া দেন আফা – আফনাগো বাড়ি কাম করুম না। আফনেরা মানুষ বালা না। '

ঝি চলে গেলে মহা সমস্যা জেনেও জাহানারা হিসাব মিটিয়ে দিল। বুড়ি ছাইয়ের ব্যাগ হাতে মুখ অন্ধকার করে চলে গেল। এখন মনে হচ্ছে পাচ টাকা দিয়ে এক ব্যাগ আসল ছাই কেনাই ভালো ছিল। ছাই থাকত, কাজের লোকও থাকত।

দরজার কড়া নড়ছে। জাহানারাকেই উঠতে হবে। ঘরে আর কেউ নেই। মার দাঁতে যন্ত্রণা, ফরিদ মাকে নিয়ে গেছে মেডিক্যাল কলেজে। দুপুরের আগে ফিরতে পারবে না। এর মধ্যেই রান্না শেষ করে রাখতে হবে। তারা ফিরে এলে তবেই জাহানারা অফিসে যাবে। সমস্যা হবে না সে বলে এসেছে। তবু খারাপ লাগে।

জাহানারা দরজা খুলে হকচকিয়ে গেল। মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারার ইচ্ছা করল আনন্দে চিৎকার করে উঠতে। এরকম অদ্ভুত ইচ্ছার জন্যে পরমুহূর্তেই লজ্জায় প্রায় নীল হয়ে গেল। মনজুর বলল, "তোমাদের বাসা খুঁজতে খুব যন্ত্রণা হয়েছে। এখানে বাসার নাম্বারের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কেমন আছ জাহানারা?"

জ্বি স্যার ভালো।'

'আসতে বলেছিলে – আসলাম। তোমার মা ভালো আছেন?'

জ্বি স্যার আসুন, – ভেতরে আসুন।

জাহানারা লক্ষ করল সে ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। তার শরীর কাঁপছে। কেন এরকম হচ্ছে? এরকম হচ্ছে কেন?

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘কোনো সাড়াশব্দ নেই, তুমি কি বাসায় একা?”

জ্বি স্যার। আমার মা গেছেন দাঁত তুলতে। ফরিদ মাকে নিয়ে গেছে। আপনি বসুন।

‘তোমার মার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই এসেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি অফিসে থাকবে, আমি তোমার মার সঙ্গে দেখা করে চলে যাব।’

‘মা এসে পড়বেন। আপনি বসুন।

মনজুর বসল। জাহানারার কান্না পাচ্ছে। বসার ঘরটা ফরিদ কী করে রেখেছে। এলোমেলো হয়ে আছে বিছানার চাদর । বসার ঘরে ফরিদের খাট না রাখাই উচিত ছিল । বসার ঘরটা থাকবে সুন্দর, গোছানো।

জাহানারা বিছানার চাদর ঠিক করতে গিয়ে হাতের ময়লায় মাখামাখি করে ফেলল। মাছ কুটতে কুটতে সে উঠে এসেছে তাব মনেই নেই, হাত ধোয়া হয় নি।

‘জাহানারা!’

‘জ্বি।

“আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্রাস পানি দিতে পারবে?’

‘স্যার, এক্ষুনি আনছি।

ঘরের গ্লাসগুলো এত বাজে। কী ক্ষতি ছিল একটা সুন্দর গ্লাস যদি ঘরে থাকত? রমিজদের বাসা থেকে একটা গ্লাস নিয়ে আসবে? তার সঙ্গে ফ্রিজের এক বোতল ঠাণ্ডা পানি? ওরা আবার কিছু মনে করবে না তো? করুক মনে। কিছু যায় আসে না। ভালো চায়ের কাপও একটা আনতে হবে। জাহানারা ঠিক করে ফেলল, এবারের বেতন পেয়ে সে আর কিছু করুক বা না করুক, চমৎকার একটা গ্লাস কিনবে, একটা চায়ের কাপ কিনবে। আচ্ছা স্যারকে কি সে দুপুবে খেতে বলবে? বললেই কি উনি খাবেন? যদি খেতে রাজি হন — কী দিয়ে সে খাওয়াবে?

জাহানারা বারান্দায় এসে দেখল বিড়াল মহানন্দে মাছ খাচ্ছে। খাক, যা ইচ্ছে করুক। তার ভালো লাগছে না। জ্বর-জ্বর লাগছে। জাহানারা পাশের বাসা থেকে পানির বোতল এবং গ্লাস আনতে গেল ।

শুভম

ঘরে কিছু নেই। শুধু এক গ্লাস পানি কি কাউকে দেয়া যায়? পানির গ্লাস টেবিলে রাখতে রাখতে জাহানারা নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, 'স্যার আমাদের সঙ্গে চারটা ভাত খাবেন?'

মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, 'ভাত?"

'খেলে খুব খুশি হব স্যার। আর এর মধ্যে মা এসে যাবেন।

'আচ্ছা ঠিক আছে। ভাত খাব। কী রান্না?"

জাহানারার মুখ শুকিযে গেল। কিছুই তো রান্না নেই সে কী খাওযাবে? কেন সে ভাত খাওয়ার কথা বলতে গেল? কেন সে এতবড় বোকামি করল? ফরিদ এলে তাকে রিকশা করে কাঁচাবাজারে পাঠালে সে কি মাছ-মাংস কিছু আনতে পারবে না? নাহয় আজ একটু দেরি করেই খাওয়া হবে।

'কী রান্না তা তো বললে না?'

'এখনো কিছু রান্না হয় নি স্যার।'

'তাহলে বরং এক কাজ করি। অন্য একদিন এসে খেয়ে যাব। আজ থাক। শরীরটাও ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে জ্বর আসছে।'

জাহানারার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, স্যার আপনি যেতে পারবেন না। আপনাকে থাকতে হবে। আমি নিজের হাতে রান্না করে আপনাকে খাওয়াব। শুধু এক দিন, শুধু এক বার। মানুষ হবার অনেক যন্ত্রণার একটি হচ্ছে — যা বলতে প্রাণ কাঁদে তা কখনো বলা হয় না।

মনজুর বলল, "উঠি কেমন? আরেকদিন এসে তোমার মার সঙ্গে দেখা করব।"

শুভম

www.BDeBooks.Com

১০

টেলিফোনের শব্দে মনজুরের ঘুম ভেঙে গেল।

সব কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। সে কোথায়? অফিসে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা মনে আছে। এখনো কি অফিসেই ঘুমাচ্ছে? তাকে রেখে অফিস বন্ধ করে সবাই চলে গেছে? না, তা কেমন করে হয়? চারদিক অন্ধকার । অফিস এত অন্ধকার হবে না। আরে এতো তার নিজের বিছানা! কখন ফিরল? টেলিফোন বেজেই চলছে। টেলিফোন ঠিক হয়ে গেল নাকি? নিশ্চয়ই ভৌতিক কোনো ব্যাপার। ঐ ছেলেটিই বোধহয় টেলিফোন করছে – 'ভিমরুল' । একমাত্র ঐ ছেলেটিই টেলিফোন করে তাকে পায়। আর কেউ পায় না।

মনজুর আধো ঘুম আধো জাগরণে রিসিভার কানে লাগিয়ে বলল, 'হ্যালো ভিমরুল?

ওপাশ থেকে অভিমানী গলা শোনা গেল – 'আপনি আমাকে ভিমরুল বলছেন কেন?'

'ঠাট্টা করছি। তোমাকে খ্যাপাচ্ছি। '

'আমার কিন্তু খুব রাগ লাগছে।'

'খুব বেশি রাগ লাগছে?"

'হ্যাঁ।'

'খুব বেশি রাগ হলে তুমি কী কর?'

কিছু করি না।'

শুভম

‘কাঁদো না?’

‘না। আমি তো ছেলে । ছেলেদের কাঁদতে নেই। "

‘তা তো বটেই – আমি যখন তোমার মতো ছিলাম তখন ছেলে হয়েও খুব কাঁদতাম। তারপর হঠাৎ একদিন কান্না বন্ধ করে দিলাম।”

‘কেন?’

‘সেটা একটা মজার গল্প। তখন আমার মা মারা গেছেন। বাবা, আমি আর একটা কাজের ছেলে এই তিন জন থাকি। বাবা খুব কঠিন মানুষ। কথায় কথায় শাস্তি দেন। একবার কী অন্যায় যেন করেছি বাবা আমাকে শাস্তি দিলেন – বাথরুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর কি হল জান? তিনি আমার কথা ভুলে গেলেন। চলে গেলেন বাইরে। সেই রাতে আর ফিরলেন না। আমি সারারাত অন্ধকার বাথরুমে আটকা পড়ে রইলাম।”

‘কাজের ছেলে আপনার খোঁজ করল না?”

“না। সে ভেবেছিল আমি বাবার সঙ্গে গিয়েছি।”

আপনি কান্নাকাটি করলেন না? চিৎকার করলেন না।’

‘প্রথম কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদলাম তারপর কান্না বন্ধ করে দিলাম। পরদিন ভোরে বাবা এসে বাথরুমের দরজা খুলে আমাকে বের করলেন।”

‘উনি তখন কী করলেন?’

‘সেটা আমি তোমাকে বলব না – একী ভিমরুল তুমি কাঁদছ নাকি?

‘না। ’

‘আমি যেন ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ শুনলাম।”

কাঁদলে কী?

কিছুই না – নাথিং.....’

ওপাশের কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

শুভম

www.BDeBooks.Com

টেলিফোন পুরোপুরি ডেড। মনজুর উঠে বাতি জ্বালাল। ঘড়ি দেখল – রাত দুটো। রাত দুটার সময় ইমরুল নিশ্চযই তাকে টেলিফোন করে নি। পুরো ব্যাপারটিই কি তার কল্পনা? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

মনজুর বাথরুমের দিকে রওনা হল।

বাথরুম সেরে গরম এক কাপ চা খাবে। চিনি, দুধ সবই কেনা আছে। চিনি সে রেখেছে 'সমুদ্র নামের কৌটায়। এটা ঠিক হয় নি। সমুদ্র নামের কৌটায় রাখা উচিত ছিল লবণ চিনি নয়। আমবা সব সময় যাকে - যেখানে রাখার কথা সেখানে না রেখে ভুল জায়গায় রাখি ।

আপনার কিছু লাগবে ?

মনজুর চমকে তাকাল। পনের-ষোল বছরের লাজুক ছেলেটিকে সে চিনতে পাবল না । সে কে? এখানে এলইবা কোথে কে?

'তুমি কে?

'স্যার আমার নাম ফরিদ। '

'ফরিদ নামের কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না!

'আমি জাহানারা আপার ছোট ভাই। '

ও আচ্ছা আচ্ছা। জাহানারা তোমাকে এখানে পোস্টিং দিয়ে গেছে?"

জ্বি।

মেয়েটা তো বড় যন্ত্রণা করছে।

ফরিদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সেই মুখেব দিকে তাকিয়ে মনজুর বলল, "আমার এই কথায় তুমি কি মন খারাপ করলে?"

'জ্বি না স্যার।"

স্যার বলছ কেন? আমি তো তোমাব স্যার না। তুমি কী পড়?"

"এইবার এসএসসি দেব। "

'সায়েন্স না আর্টস?'

'কমার্স। আমি পড়াশোনায় খুব খারাপ।

শুভম

‘তুমি কি চা বানাতে পার?"

১১

আজ মীরার নতুন চাকরিতে যোগ দেবার কথা।

জালালউদ্দিন গাড়ি রেখে গেছেন। প্রথম দিন সে গাড়ি করে যাক। মীরা বলেছে গাড়ি লাগবে না তবু খুশিই হয়েছে। গাড়ি সে ছেড়ে দেবে না। শুরুর দিনটিতে তারা নিশ্চয়ই তাকে সারাদিনেব জন্যে রেখে দেবে না। কাজ টাজ খানিকটা বুঝিয়ে দিয়ে বলবে – বাসায় চলে যান। প্রথম দিনেই এত কাজের দরকার নেই। সে তখন গাড়ি নিয়ে খুব ঘুরবে। বিশেষ কোথাও যাবে না। এমনি ঘুরবে। গুলশান মার্কেট যেতে পারে। সুন্দর সুন্দর কিছু বিছানার চাদর কেনা যেতে পারে। বিছানার চাদর কেনা মীরার হবি বিশেষ। কত ধরনের চাদর যে তার আছে – তারপরেও কেনা চাই ।

কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকে বলল, “আফা আপনার কাছে আইছে।’

‘কে এসেছে?”

কাজের মেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল। যার মানে যে এসেছে তার পরিচয় দিতে লজ্জা লাগছে এবং কিঞ্চিৎ হাসি পাচ্ছে। নিশ্চয়ই মনজুর। মীরা কঠিন গলায় বলল, “হাসছ কেন?”

হাসি থেমে গেল। কাজের মেয়েটি এখন ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। মীরা এমন কঠিন করে কথা বলবে তা হযয়তো সে ভাবে নি। মীরা শীতল গলায় বলল, উনি যদি আসেন কখনো এমন করে হাসবে না, যাও দুকাপ চা দিতে বল।

শুভম

www.BDeBooks.Com

আটটা চল্লিশ বাজে। এখনো অনেক সময় আছে। দশটা বাজার পনের মিনিট আগে রওনা হলেই হবে। মীরা আয়নার দিকে তাকাল। চুল বাধা হয় নি। এই ভাবেই কি যাবে, না চুল বাধবে? শাড়িটাও গুছিয়ে পরা নেই। একটু কি গুছিয়ে পরা উচিত না ? সে চিরুনি হাতে নিয়ে দ্রুত চুলের উপর টানতে লাগল।

আশ্চর্য মীরাকে ঢুকতে দেখে মনজুর উঠে দাঁড়াল। বাইরের একজন মহিলাকে সে যেন সম্মান দেখাচ্ছে। কোনো মানে হয়? মীবা বলল, "কেমন আছ?"

'ভালো। "

কী রকম ভালো সেটা শুনি। '

'মোটামুটি ভালো। চলাফেরা করতে পারছি। কতদিন পারব জানি না।'

তোমার হাসপাতালে ভর্তি হবার খবর শুনেছি। সরি, দেখতে যেতে পারি নি । হাসপাতাল আমার ভালো লাগে না। বাবা একবার অসুখ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। দশ দিন ছিলেন। আমি দেখতে যাই নি। হাসপাতালেব গন্ধ আমাক সহ্য হয় না। '

মনজুর হেসে বলল, "কৈফিয়ত দিচ্ছ কেন? আমি কি কৈফিয়ত তলব করতে এসেছি?'

'কী জন্যে এসেছ?"

তোমার অনেক জিনিসপত্র আমার কাছে রয়ে গেছে – ঐসব কী করবে তাই জানতে এসেছি। "

থাকুক তোমার ওখানে। এক সময় নিয়ে আসব।'

'আমি এখন কিছুদিন মেজো মামার সঙ্গে থাকব। তোমার জিনিসপত্র আবার নষ্ট না হয়। '

'নষ্ট হলে হবে, কি-বাঁ আছে!

মনজুর উঠে দাঁড়াল। মীরা বলল, "বস চা আসছে। তুমি যাবে কোথায় অফিসে?

ভেরি গুড। তোমার নতুন বাসার জন্যে কোনো ফার্নিচার দরকার হলে আমাকে বলবে। আমি মামাকে বলে ভালো ফার্নিচারের ব্যবস্থা করে দেব।'

শুভম

থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে এখন কাপড় বদলাতে যাই। আমার বেশিক্ষণ লাগবে না – চল্লিশ পয়তাল্লিশ মিনিট।

মীরার এত সময়ও লাগল না। ত্রিশ মিনিটের মাথায় ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখল মনজুর সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। দুবার ডাকতেই ধড়মড় করে উঠে পড়ল। লজ্জিত গলায় বলল, "আমার এখন প্রধান সমস্যাই হচ্ছে ক্লান্তি। হেঁটে হেঁটে তোমার এখানে এসেছি তো, ক্লান্ত হয়েছি – ঘুম এসে গেছে। সরি এবাউট ইট।'

'হেঁটে হেঁটে এলে কেন?'

রিকশায় ওঠা আমার জন্যে বিরাট সমস্যা, দুলুনিতে ঘুম পেয়ে যায়। রিকশায় ঘুমিয়ে পড়া বিরাট রিস্কি ব্যাপার।

'তোমার শরীর তো খুবই খারাপ।

মনজুর সহজ গলায় বলল, "কিডনি ট্রান্সফার করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

"কিডনি সত্যি সত্যি ট্রান্সফার করতে হচ্ছে?"

'হু।'

কে দিচ্ছে কিডনি?'

'এখনো ঠিক হয় নি। ডোনার চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি। "

'কবে দিয়েছ?"

'তিন দিন হল। এখনো কেউ আসে নি। '

'কত টাকা দিচ্ছ ডোনারকে?'

এক লাখ । "

'এত টাকা!"

একজন তার শবীরের মূল্যবান একটা অংশ দিয়ে দেবে আর তাকে এক লাখ টাকাও দেব না?"

'আছে তোমার কাছে এত টাকা?"

'না। আমার খালা কিছু দিয়েছেন – আর মামাও দিচ্ছেন।

'ট্রান্সপ্লেন্টটা হবে কোথায় ?'

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘মাদ্রাজে। ভ্যালোর। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

‘যোগাযোগটা করছে কে? তুমি নিশ্চয়ই না।

‘মামাই সব দেখাশোনা করছেন । ’

‘তোমার তো অনেক টাকা লাগবে। ”

‘তা লাগবে। ’

‘আমার কাছ থেকে টাকা নিতে তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমি কিছু দিতে পাবি। পরে ফেরত দিয়ে দিও।

মনজুর কথা বলল না।

গাড়িতে সে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে গেল। মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ওখানে বসছ কেন? পেছনে আস। মনজুর বিনা বাক্যব্যয়ে পেছনে মীরার সঙ্গে বসল।

মীরা বলল, “আমার সঙ্গে বসতে অস্বস্তি বোধ করছ নাকি?’

‘না – অস্বস্তি বোধ করার কী আছে?”

কিছুই নেই কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে অনেক কিছুই আছে। আরাম করে বস। আবার যেন ঘুমিয়ে যেও না। ’

‘না এখন আর ঘুমাব না – তোমাদের বাসায় সোফায় ভালো ঘুম হয়েছে।’

‘তুমি এখন তাহলে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছ?

‘হু। অসুখটা মনে হয় আমাকে কাবু করে ফেলছে।’

‘অসুখ ছাড়াও তো তুমি ভালোই ঘুমাতে। বাসর রাতে কি ঘুমটাই ঘুমিয়েছিলে মনে আছে?”

‘মনে আছে। এক ঘুমে রাত কাবার।’

দ্বিতীয়বার যদি বিয়ে কর – তাহলে এই ভুল করবে না।’

‘না – তা করব না। ’

মীরা মনজুরকে তার অফিসের সামনে নামিয়ে দিল।

মনজুর কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেলেদুলে এগোচ্ছে। মানুষটা এত অসুস্থ।

শুভম

মনজুর লিফটে করে উঠার সময় একটা ব্যাপার লক্ষ করল।

অফিসের দুজন কর্মচারীও তার সঙ্গে উঠছে। তারা সালাম দিল না। এমন কোনো বড় ব্যাপার না কিন্তু চোখে লাগে। মনজুর তাদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, "কি ভালো? ওরা দুজনেই লজ্জা পেল বলে মনে হল। এক জন বলল, 'জ্বি ভালো। তবে সে স্যার বলল না। মনে হচ্ছে এখন কেউ আর তাকে স্যার বলায় আগ্রহী নয়। নিচের অফিসারদের কেউই উঠে দাঁড়ায় না। তাকে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন সম্ভবত ফুরিয়েছে।

চিফ অ্যাকাউটেন্ট সেদিন হঠাৎ কি মনে করে তার ঘরে এসেছিলেন। প্রথমদিকে মনজুর তার উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে পারল না। মনে হল গল্প-গুজব করতেই এসেছেন। চা খেলেন, সিগারেট খেলেন। শরীরের খোজখবর করলেন। এক সময় বললেন, 'মনজুর সাহেব, আপনার এই ঘরের সাইজ কত? তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। ভদ্রলোক মনজুরের ছেড়ে যাওয়া কামরায় এসে উঠতে চান। ঘরের মাপে কার্পেট কিনতে হবে। মনজুর বলল, 'ঘরের মাপ তো জানি না। একটা গজ-ফিতা দিয়ে মেপে মাপব ফেললে হয়।?'

'না থাক।"

'জানতে চাচ্ছেন কেন?'

'এমনি প্রশ্নটা মনে আসল। আমার ঘর আবার সাইজে খুবই ছোট। আপনার ঘরে ক্রস ভেন্টিলেশনের সুবিধা আছে।'

'এই ঘরে আসতে চান?"

সরাসরি প্রশ্নে চীফ অ্যাকাউটেন্ট নার্ভাস হয়ে গেলেন। থতমত খাওয়া গলায় বললেন, 'আরে না। আপনার ঘরে আপনি আছেন। আমি আসব কী করে?"

'আমি তো নাও থাকতে পারি। '

'যখন থাকবেন না তখন দেখা যাবে। আচ্ছা যাই মনজুর সাহেব। শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং মনে সাহস রাখবেন। সব ওষুধের সেরা ওষুধ হল মনের জোর।

শুভম

www.BDeBooks.Com

ভদ্রলোক চলে যাবার পরপরই কুদ্দুসকে ডাকিয়ে মনজুর কামরা মাপাল। কাগজে সেই মাপ লিখে পাঠিয়ে দিল চিফ অ্যাকাউটেন্টকে। ভদ্রলোককে খানিকটা লজ্জায় ফেলা হল। মাঝে মাঝে মানুষকে লজ্জা দিতে খারাপ লাগে না। অবশ্যি একদল মানুষ আছেন যারা কখনো লজ্জা পান না। চিফ অ্যাকাউটেন্ট সেই রকম একজন মানুষ।

মনজুর নিজের ঘরে ঢুকল।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে হবে। আজকাল অতি অল্পতেই শরীর ভেঙে আসে। মনে হচ্ছে আরেকবার ডায়ালাইসিস করিয়ে রক্তের ভেতর থেকে দূষিত জিনিসগুলি বের করে দিতে হবে। হাঁটাহাটি, ঘোরাফেরা বন্ধ করে হাসপাতালের বিছানায় ফিরে যেতে হবে।

মনজুর ডিভানে বসল। ডিভানের এক মাথায় ছোট্ট একটা বালিশ। নিশ্চয়ই জাহানারার কাণ্ড। মেয়েটা তার সেবাযত্নের নানান চেষ্টা করছে। কোনো কিছুতেই তার মন ভরছে না। গতকাল তাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'স্যার কয়েকটা দিন আমাদের বাসায় এসে থাকবেন?" বলেই সে এমন লজ্জা পেল যে মনজুর এই প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। মনে হল প্রসঙ্গ পাল্টানোয় জাহানারা স্বস্তি পেয়েছে।

আবার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে কুদ্দুস মাথা ঢুকিয়ে বলল, "বড় সাব আফনেরে ডাকে। বিশেষ দরকার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। মনজুরের ইচ্ছে করছে বলতে – বড় সাহেবকে এইখানে আসতে বল। আমার নড়াচড়ার শক্তি নেই। তা বলা সম্ভব নয়।

নুরুল আফসার এই ভোরেই মদ্যপান করেছেন।

শুভম

ঘরময় এলকোহল এবং সিগারেটের কটু গন্ধ। এয়ারকুলার চলছে। এয়ারকুলার থেকে পাতলা ধাতব আওয়াজ আসছে যা সূক্ষ্মভাবে মাথার উপর চাপ ফেলে। এক সময় মাথায় যন্ত্রণা হতে শুরু করে।

নুরুল আফসার টেবিলে পা তুলে আধশোযা হয়ে আছেন। মনজুরের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'তুই আছিস কেমন?'

'ভালো।"

'তোকে একটা কমপ্লিমেন্ট দেয়ার জন্যে ডাকিয়েছি। "

'কী কমপ্লিমেন্ট?

'পৃথিবীতে নির্লোভ মানুষ আছে বলে আমার ধারনা ছিল না। তুই প্রমাণ করেছিস যে আছে। তুই কি ছোটবেলা থেকেই এমন, না বড় হয়ে হয়েছিস?

' ছোটবেলায় আমি বিরাট চোর ছিলাম। "

নুরুল আফসার আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মনজুরের কথায় তিনি বেশ মজা পাচ্ছেন।

'তুই ছোটবেলায় চোর ছিলি?'

হু।

'কী চুরি করতি?'

'খালার বিছানার নিচ থেকে ভাংতি পয়সা সরাতাম। "

'রেগুলার সরাতি?'

'হু।

পরে জানতে পারলাম আমি যাতে পয়সা চুরি করতে পারি সে জন্যেই খালা সব সময় তোশকের নিচে ভাংতি পয়সা বাখতেন কারণ এমনিতে আমি কখনো টাকাপয়সা নিতাম না। হাজার সাধাসাধিতেও না। '

"তোর খালাও মনে হচ্ছে তোর মতোই ইন্টারেষ্টিং ক্যারেকটার। '

'খালা একজন চমৎকার মানুষ। তোর কথা কি শেষ হয়েছে? আমি এখন ডিভানে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমাব। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।'

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘কথা শেষ হয় নি। আসল কথা, এবং সবচে’ ইম্পটেন্ট কথাটাই বাকি।

“যদি সম্ভব হয় তাড়াতাড়ি বলে ফেল '।

নুরুল আফসার টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ‘এই ফার্মটা শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। তুই আমার পাশে দাঁড়িয়ে গাধার মতো খেটেছিস। মনে আছে?”

‘আছে।’

তোকে অনেকবার বলেছিলাম, আমাকে তুই দাঁড়া করিয়ে দে; তোকে আমি ঠকাব না। কি, মনে আছে?”

‘আছে।’

‘তুই তোর কথা রেখেছিস – আমাকে দাঁড়া করিয়ে দিয়েছিস। আমি আমার কথা রাখতে চাই। তুই কি লক্ষ করেছিস পে-স্লিপে তোর নাম নেই?"

‘লক্ষ করেছি। ”

‘কেন নেই এ নিয়ে তোর মনে প্রশ্ন ওঠে নি?’

‘উঠলেও খুব মাথা ঘামাই নি।’

‘আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ফিরে আসতে পারি আবার নাও আসতে পারি। এই ফার্মের মালিকানার একান্ন ভাগ তোকে দিয়ে যাচ্ছি। বাকি উনপঞ্চাশ ভাগ থাকবে আমার। পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা থাকবে তোর হাতে। তের হাজার মাইল দূর থেকে আমি সুতা নাড়ব না। অনেষ্ট।’

মনজুর হ্যা-না কিছুই বলল না।

সে খুশি হল না অখুশি হল তাও বোঝা গেল না। বড় বড় ঘটনা তার উপর কোনোই প্রভাব ফেলে না। তার চোখ ছোট ছোট। তাকে দেখে মনে হচ্ছে জেগে থাকার জন্য তাকে কষ্ট করতে হচ্ছে।

নুরুল আফসার বললেন, মনজুর, কোম্পানির এসেটস যেমন আছে – লায়াবিলিটিসও আছে। আমাদের ব্যাংকলোন আছে দু কোটি টাকার উপর। সব কিছু - মাথায় রাখতে হবে। কিছু ডিসঅনেষ্ট কর্মচারী আমাদের আছে। ডিসঅনেষ্ট হলেও

তারা খুব এফিসিয়েন্ট। এদের কখনো হাতছাড়া করবি না আবার কখনো এদের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবি না। তুই কি ঘুমিয়ে পড়ছিস নাকি?

"না। '

'তুই তোর ঘরে গিয়ে বস। কাগজপত্র পাঠাচ্ছি। অনেক কাগজে সিগনেচার করতে হবে।'

মনজুর তার ঘরে ঢুকল। তার মনে হচ্ছে খবরটা ছড়িয়ে গেছে, অফিসের সবাই এখন জানে। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই কেমন অন্যরকম করে তাকাচ্ছে। মনজুরের ঘরে যাবার পথ মূল অফিস ঘরের ভেতর দিয়ে। মূল অফিসে পা দেয়ামাত্র সবার কাজকর্ম থেমে গেল। তাদেরকে কেমন যেন নার্ভাস লাগছে।

মনজুর তার ঘরে ঢুকে ডিভানে গা এলিয়ে দিল। খুব তৃষ্ণা লাগছে। অথচ উঠে পানির বোতলের কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা একগাদা কাগজ হাতে ঢুকেছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, 'বড় সাহেব পাঠিয়েছেন – সই করতে হবে স্যার।'

'কলম আছে তোমার কাছে?"

জ্বি আছে।'

দস্তখত করতে করতে মনজুর বলল, "তুমি কাঁদছ কেন জাহানারা?

জাহানারা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। খবরটা শোনার পর থেকে একটু পরপর তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে কিছুতেই চোখের পানি আটকাতে পারছে না। কী যে আনন্দ হচ্ছে কেন এত আনন্দ? কেন?

জাহানারা আজ বাড়ি ফেরার পথে কয়েকটা জিনিস কিনল। একটা গ্লাস, সুন্দর একটা চায়ের কাপ, ভালো একটা চিনামাটির প্লেট। জাহানারার মা অবাক হয়ে বললেন, 'সব জিনিস একটা একটা করে কেন রে মা?"

জাহানারা বিব্রত গলায় বলল, "আমার কি টাকা আছে? ধীরে ধীরে কিনব । জিনিসগুলো সুন্দর হয়েছে না মা?"

'হ্যাঁ সুন্দর। পরে কি তুই সেট মিলিয়ে কিনতে পারবি?'

শুভম

www.BDeBooks.Com

'পারব। '

জাহানারা মুখে বলল – পারবে, কিন্তু সে ঠিক করে রেখেছে সেট মিলিয়ে সে কিনবে না। এই জিনিসগুলো তার কাছে একটা করেই থাকবে।

১২

দরজার কড়া নড়ছে।

মনজুর বড় বিবক্ত হল। এত ভোরে কে এল ইদানীং সবাই মিলে তাকে খুব বিরক্ত করছে। অফিসের লোকজন আসছে – কখনো একা, কখনো দল বেঁধে। একবার এলে আর যেতে চাচ্ছে না। সেদিন করিম সাহেব এলেন, সঙ্গে নীল রঙের একটা বোতল। এই বোতলে হালুয়াঘাটের এক পীর সাহেবের পানিপড়া আছে। এই - বস্তু জোগাড় করতে তাকে যে কী পবিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে সে গল্প এক ঘণ্টা ধরে করলেন। গল্প শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই পানি- পড়া জোগাড় করার চেয়ে সুন্দরবনে গিয়ে বাঘিনীর কোল থেকে বাচ্চা নিয়ে আসা অনেক সহজ।

গতকাল এসেছিলেন বাসারত সাহেব, একা আসেন নি – নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামে একজন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন। ছোটখাটো মানুষ হলেও নিত্যানন্দবাবু একাধারে কাব্যতীর্থ, আয়ুর্বেদাচার্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, জ্ঞানশ্রী এবং বিদ্যাশ্রী। ভদ্রলোক মনজুরের নাড়ি ধরে ঝাড়া পয়তাল্লিশ মিনিট চোখ বন্ধ করে বসে বইলেন। পয়তাল্লিশ মিনিট পর মনজুর বলল, 'ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ভাই?"

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী হাতের ইশারায় তাকে চুপ করে থাকতে বললেন এবং আরো দশ মিনিট এইভাবেই কেটে গেল। মনজুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল, একী যন্ত্রণা!

শুভম

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী চোখ মেলে বললেন, "আপনাকে একটা ওষুধ তৈরি করে দেব । ওষুধটার নাম "নলাদি ক্বাথ।" নল, কুশ, কাশ এবং ইক্ষু এই চার উপাদানে নির্মিত। ওষুধটা এক মাস ব্যবহার করুন। তারপর এই যুগের বড় বড় ডাক্তারদের কাছে যান । তারা বলবে – কিডনি ঠিক আছে। যদি তা না বলে আমি আমার সংগ্রহে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যে শতাধিক পুস্তক আছে সব পুড়িয়ে ছাই বানাব। সেই ছাই মুখে লেপন করে আপনাকে দেখিরে যাব।'

মনজুর বলল, "কত লাগবে ওষুধ তৈরি করতে? বাসারত সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। কী লাগবে না— লাগবে তা আমি দেখব । "

'বেশ দেখুন।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী তখন তার চিকিৎসার গল্প শুরু করলেন। এক এমআরসিপি ডাক্তার কীভাবে তার কাছে ছুটে এসে করজোড়ে বলেছিলেন — নিত্যবাবু আপনার মতো চিকিৎসক আমার জীবনে দেখিনি। আপনি বয়োকনিষ্ঠ, নয়তো আপনার পায়ের ধুলা নিতাম।

মনজুর তাদেরকে জোর করেই ঘর থেকে বের করে দিল। নিত্যবাবু এবং বাসারত দুজনের কেউই যাবার নামটি মুখে আনছিল না।

আজ সেই নিত্যবাবুই এসেছেন মনে হচ্ছে। চার দিন পর তার ওষুধ দিয়ে যাবার কথা – "নলাদি ক্বাথ।" চার দিন পার হয়েছে। আজ পঞ্চম দিন।

মনজুর উঠে দরজা খুলল।

এই ভোরবেলায় জাহানারা চলে এসেছে। তার শরীর হলুদ রঙের চাদরে ঢাকা । চাদরে পুরোপুরি শীত মানছে বলে মনে হচ্ছে না। অল্প অল্প কাঁপছে। জাহানারার হাতে টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটি ।

'স্নামালিকুম স্যার।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। সূর্য ওঠার আগে চলে এসেছ, ব্যাপার কী?

শুভম

www.BDeBooks.Com

"আপনি কেমন আছেন?'

'ভালোই আছি। কিছুক্ষণের মধ্যে — নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামের এক লোক আমাকে "নলাদি ক্বাথ" দিয়ে যাবে। ঐ বস্তু খাওয়ার পর শরীর আরো ভালো হয়ে যাবে। কিডনি যেটা নষ্ট সেটা তো ঠিক হবেই – অন্য যেটা কেটে বাদ দেয়া হয়েছে সেটাও সম্ভবত গজাবে। এস ভেতরে এস। টিফিন বক্সে কী?"

'ভাপা পিঠা। মা করে দিয়েছেন স্যার।'

'ভেরি গুড। চল ভাপা পিঠা খাওয়া যাক। আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি – তুমি ততক্ষণে চায়ের পানি বসিয়ে দাও। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। নয়তো নিত্যবাবুর জালে আটকা পড়ে যেতে হবে।'

জাহানারা রান্নাঘরে চলে গেল।

তার মুখ মলিন। রাতে সে এক ফোঁটা ঘুমাতে পারে নি। পুরো রাত ছটফট করেছে। শেষরাতের দিকে বারান্দায় এসে বসেছে। বারান্দার কোনায় জাহানারার মাও বসে ছিলেন। তিনি সেখান থেকেই ডাকলেন, 'এদিকে আয় মা। জাহানারা মার কাছে গেল না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

তিনি বললেন, "তোর কী হয়েছে তুই আমাকে বল তো মা। জাহানারা বলল, কিছু হয় নি।'

'অনেক দিন থেকেই দেখছি – তুই ছটফট করছিস। আমাকে বল তো মা, তোর কী হয়েছে?"

জাহানারা তীব্র গলায় বলল, "বললাম তো কিছু হয় নি। সে আবার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। জাহানারার মা তার পেছনে পেছনে ঢুকলেন এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলেন তার মেয়ে বিছানায় শুয়ে ছোট্ট বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না। বাকি রাতটা বিছানার পাশে চুপচাপ বসে কাটালেন। মেয়ের গায়েমাথায় হাত বুলিয়ে আদর করার সাহসও তার হল না।

'স্যার দেখুন তো চায়ে চিনি ঠিক আছে কিনা?

শুভম

মনজুর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, সব ঠিক আছে। তুমি চা খাচ্ছ না?

জ্বি না। আমি খালিপেটে চা খেতে পারি না।'

"খালিপেটে খেতে হবে কেন? পিঠা তো আছে। পিঠা নাও।"

'এখন কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।'

জাহানারা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে মৃদু গলায় বলল, আপনাকে একটা কথা বলার জন্যে আমি এত ভোরে এসেছি। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।'

'বল।'

'স্যার আপনি কিডনি চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমি আপনাকে একটা কিডনি দিতে চাই।'

মনজুর বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটি একেক সময় একেকভাবে কথা বলে। আজ সম্পূর্ণ অন্য রকমভাবে কথা বলছে।

'তুমি কিডনি দিতে চাও?'

জ্বি।'

কেন বল তো?"

জাহানারা জবাব দিল না। তার চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেলমে ।য়েটা যে আজ কথা অন্যভাবে বলছে তাই না, তাকে দেখাচ্ছেও অন্য রকম। মনজুর বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস। "

জাহানারা বসল না। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনজুর বলল, "তুমি কিডনি দিতে চাইলেই তো হবে না। ক্রস ম্যাচিঙের ব্যাপার আছে। '

'ক্রস ম্যাচিঙের অসুবিধা হবে না। আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম, আপনার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। তিনি বলেছেন – ঠিক আছে।'

মনজুর অস্বস্তির সঙ্গে বলল, "আমি একবার তোমাকে কিছু সাহায্য করেছিলাম। তুমি কি তার প্রতিদান দিতে চাচ্ছ?"

'না। সেসব কিছু না।'

'তাহলে কী?"

শুভম

www.BDeBooks.Com

জাহানারা জবাব দিল না তবে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

মনজুর বলল, "দেখ জাহানারা, আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি। নগদ টাকা দিয়ে আমি কিডনি কিনব।"

'আপনাকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে না স্যার।'

আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। যাও তুমি বাসায় যাও।"

জাহানারা একটি কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সে একটা রিকশা নিয়েছে। চাদরে মুখ ঢেকে সারাপথ ফুপাতে ফুপাতে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারছে না। রিকশাওয়ালা এক সময় বলল, "আম্মা কাইন্দেন না। মনডা শান্ত করেন।'

১৩

বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে পাঁচটি।

বদরুল আলম সাহেব পাঁচ জনের ভেতর থেকে চার জনকে ইন্টারভ্যুতে ডেকেছেন। পঞ্চম জন বাদ পড়েছে। বাদ পড়ার কারণ তার নাম ডেরেন কুইয়া। ডেরেন কুইয়া নামের কাউকে ইন্টারভ্যু নেয়ার পেছনে তিনি কোনো যুক্তি খুঁজে পান

শুভম

নি। নিশ্চয়ই খ্রিষ্টান। মুসলমান বডিতে অন্য ধর্মের মানুষের শরীরের অংশ ফিট করবে না বলেই তার ধারণা। ইন্টারভ্যুতে এক জন বাদ পড়ল। কারণ তাকে খুনীর মতো দেখাচ্ছিল। যে তিন জন টিকে গেল তাদের ভেতর থেকে ডাক্তাররা এক জনকে বেছে নিলেন। ক্রস ম্যাচিঙে তারটাই নাকি সবচে' ভালো মেলে। ছেলেটির নাম আমানুল্লাহ খান। চব্বিশ-পচিশ বছর বয়স। রোগা-শ্যামলা এবং বেশ লম্বা। শেষ পর্যন্ত টিকে গেছে শুনে সে মনে হল খানিকটা ঘাবড়ে গেল। হাসপাতালেই বদরুল আলম সাহেবকে বলল, 'স্যার ভয়-ভয় লাগছে।'

বদরুল আলম ধমকে উঠলেন, 'ভয়ের কী?"

"অপারেশনে মরে-টরে যদি যাই'!

'এইসব অপারেশনে কেউ মরে না। কিডনি কেটে বাদ দেয়া হল ডাল-ভাত অপারেশন। ডাক্তার লাগে না, এক্সপেরিয়েনসড নার্সও করে ফেলতে পারে। তোমারটা তো নার্স করবে না। ভ্যালোরের বড় বড় ডাক্তাররা করবেন।

'তবু ভয় লাগছে।'

বদরুল আলম গম্ভীর মুখে বললেন, তার মানে কী দাঁড়ায়? তুমি রাজি না? রাজি না থাকলে বল, আমাদের হাতে অন্য ক্যানডিডেট আছে। ওরা এক পায়ে খাড়া। '

তার হাতে অন্য কেউই নেই। এইসব বলার কারণ আমানুল্লাহকে জানিয়ে দেয়া যে সে সবেধন নীলমণি নয়। এতে টাকাপয়সা নিয়ে দরদাম করারও সুযোগ থাকে। নয়তো আকাশছোয়া টাকা হেঁকে বসবে।

বদরুল আলম বললেন, 'কথা পাকাপাকি হওয়াব আগে টাকাপয়সার ব্যাপারটা সেটল হওয়া উচিত। কত চাও তুমি?"

আমানুল্লাহ মাথা নিচু করে বসে রইল।

বদরুল আলম বললেন, 'তোমার ডিমান্ড কী আগে শুনি তারপর আমাদের কথা আমরা বলব। পছন্দ হলে ভালো কথা। পছন্দ না হলে কিছু করার নাই। আসসালামু আলায়কুম বলে বিদায় করে দিতে হবে। বল কী তোমার দাবি?'

আমানুল্লাহ বলল, "আপনারটাই আগে শুনি। আপনি কত দিতে চান?"

শুভম

BDeBooks.com

www.BDeBooks.Com

আমার নিজের হলে বিশ হাজারের বেশি একটা পয়সা দিতাম না। দশ হাজারে আস্ত মানুষ পাওয়া যায় — সেখানে কুড়ি। ডাবল দেয়া। তবে আমার ভাগ্নে বলে দিয়েছে এক লাখ। এক লাখই দেয়া হবে। এক পয়সা কমও না। এক পয়সা বেশিও না। '

'টাকাটা দেবেন কীভাবে?'

'কীভাবে মানে? ক্যাশ পেমেন্ট হবে, তবে একটা কিন্তু আছে।'

কিন্তুটা কী? 'পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে আগে দেয়া হবে। এটাকে তুমি বুকিং মানি বলতে পার। বাকি পচানব্বুই দেয়া হবে কার্য সমাধা হবার পর।

"পুরো টাকাটা আগে দেবেন না?'

না। '

'না কেন? যদি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাই?'

'হ্যাঁ। অসম্ভব কিছু না। এতগুলো টাকা। '

আমানুল্লাহ বলল, "উল্টাও তো হতে পারে। আমি কিডনি দিয়ে দিলাম তারপর আপনারা আর টাকা দিলেন না।

'কী যে তুমি বল। স্ট্যাম্পের উপর দলিল করা থাকবে।'

'টাকা না দিলে কে আর কোর্ট কাছারি করবে বলুন। তাছাড়া-অপাবেশন টেবিলে মবেও তো যেতে পারি। তখন টাকাটা দেবেন কাকে?'

'খোদা না খাস্তা সে রকম কিছু হলে তোমার আত্মীয়স্বজন পাবে।

'আত্মীয়স্বজনদের জন্যে তো আমার টাকাটা দরকার নেই। আত্মীয়স্বজনদের আমি কিছু জানাতে চাই না। তারা কিছু জানবেও না।'

'কাউকে জানাতে চাও না?'

জ্বি না। শুধু একটা জিনিসই আমি চাই – পুরো টাকাটা এডভান্স চাই। আপনাদের ভয়ের কিছু নেই। আমি ভদ্রলোকের ছেলে। টাকা নিয়ে পালিয়ে যাব না। '

শুভম

আমানুল্লাহ যে ভদ্রলোকের ছেলে সেই খোজও বদরুল আলম নিলেন। তাব বাবা একটা স্কুলের হেডমাষ্টার। চার ছেলেমেযের মধ্যে আমানুল্লাহ সর্বকনিষ্ঠ। বড় এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। মেজো ভাই টাঙ্গাইল কৃষি ব্যাংকের সেকেন্ড অফিসার। আমানুল্লাহ নিজে এ বছর বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে।

বদরুল আলম বললেন "টাকাটা তুমি কাকে দেবে?

আমানুল্লাহ ঠাণ্ডা গলায় বলল, "তা দিয়ে আপনার দরকার কী? আপনার যে জিনিসটা দবকার তা হল আমার একটা কিডনি। আর কিছু না। আপনি যদি নগদ টাকা দেন – কিডনি আপনি পাবেন । '

বদরুল আলম চিন্তায় পড়ে গেলেন। ছেলেটাকে যতটা সরল সাদাসিধা মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে ততটা সে না, ত্যাদড় আছে।

আমানুল্লাহ বলল, আপনি যদি মনস্থির করতে পারেন তাহলে আমাকে খবর দেবেন। তবে আমার বাড়িতে কিছু বলবেন না। আরেকটা কথা, ভ্যালোর যেতে হলে আমাকে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্ট-টাসপোর্ট কীভাবে করতে হয় তাও আমি । জানি না। ঐ ব্যাপারেও আপনি আমাকে সাহায্য কববেন '

বদরুল আলম বললেন, 'পাসপোর্ট কোনো ব্যাপারই না। এক ঘণ্টায় পাসপোর্ট পাওয়া যায়। আসল সমস্যা টাকাটা। আমি আমার ভাগ্নের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারি। সে রাজি হবে বলে মনে হয় না। '

'আপনি উনার ঠিকানাটা আমাকে দিন। আমি নিজেই কথা বলব।'

'তোমার কথা বলার কোনো দরকার নেই। আমরা মনজুরকে এর বাইরে রাখতে চাই। সে রোগী মানুষ।

'উনার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। তাকে আমি আমার শরীরের একটা অংশ দেব আর তার সঙ্গে আগে কথা বলব না তা তো হয় না। আগে তাকে আমার পছন্দ হতে হবে .?

'পছন্দ না হলে কিডনি দেবে না?"

'দেব। পছন্দ না হলেও দেব। টাকাটা আমার খুবই দরকার।'

শুভম

www.BDeBooks.Com

বদরুল আলম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনজুরের ঠিকানা লেখা একটা কাগজ তার হাতে দিলেন। দিয়েই বুঝলেন বিরাট ভুল করা হয়েছে। মনজুর এক কথায় টাকা দিবে। একটা হাতে লেখা রসিদও রাখবে না। মনজুর হচ্ছে তার ভাষায় বুদ্ধিমান গাধামানব। যথেষ্ট বুদ্ধি-, যথেষ্ট চিন্তাশক্তি; কিন্তু কাজকর্ম গাধার মতো। ছেলেটিকে ঠিকানা দেয়া উচিত হয় নি। না দিয়েই বা কী করা?

১৪

থ্রি পি কনসট্রাকশনের মালিকানা বদলে তেমন কোনো পরিবর্তন হল না। তবে সবাইকে খানিকটা উদ্বিগ্ন মনে হল। প্রধান ব্যক্তির প্রতি আস্থার অভাব থাকলে সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সেই ধরনের নিরাপত্তাহীনতা। উড়া-উড়া খবর পাওয়া গেল অনেকের চাকরি চলে যাবে। নতুন স্টাফ আসবে। কোম্পানির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা করছেন। কিছু গুজব নিয়ে কানাঘুষা হচ্ছে। তার মধ্যে সবচে' আতংকজনক গুজব হচ্ছে – বেতন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বড় সাহেব তিন কোটি টাকা নিয়ে আমেরিকা চলে গেছেন। কোম্পানির লিকুইড প্রপার্টি বলতে কিছুই নেই। ঈদ বোনাস তো দূরের কথা, বেতনই হবে না। এই গুজব বিশ্বাসযোগ্যভাবে ছড়িয়েছে। উপরের মহলের অফিসারও বিশ্বাস করেছেন।

আজ সেই গুজব মিথ্যা প্রমাণিত হল। সবার বেতন হল যাদের ইয়ারলি ইনক্রিমেন্ট ডিউ হয়েছিল, তারা তা পেল। ঈদের বোনাস পাওয়া না গেলেও বলা হল ঈদের ছুটির আগের দিন দেয়া হবে। যে চাপা উদ্বেগ ও অস্বস্তি সবার মধ্যেই ছিল তা অনেকাংশেই কেটে গেল। দুপুরের দিকে মনজুর ডেকে পাঠাল চিফ অ্যাকাউটেন্ট করিম সাহেবকে।

করিম সাহেব ঘরে ঢুকলেন চিন্তিত মুখে। তাকে ছাঁটাই করা হচ্ছে এ রকম একটি গুজবও খুব ছড়িয়েছে। গুজব অবশ্যি শুরু করেছেন তিনি নিজেই।

মনজুর হাসিমুখে বলল, "কেমন আছেন করিম সাহেব?"

শুভম

জ্বি স্যার ভালো।'

'বসুন। আমার সঙ্গে চা খান।

করিম সাহেব বসলেন। মনজুর নিজেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল। করিম সাহেব চায়ে চুমুক দিলেন, সিগারেট নিলেন না।

'কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা তো আপনার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। সবার বেতন হবে, ঈদ বোনাস হবে – এগুলো আপনি জানেন – তারপরেও কী কবে গুজব ছড়াল যে বেতন বন্ধ?'

'গুজবের কি স্যার কোনো মা-বাবা আছে?"

"অবশ্যই আছে। গুজবের মা থাকে, বাবা থাকে এবং গুজবের পেছনে একটা উদ্দেশ্যও থাকে। গুজবটা আপনার অফিস থেকে ছড়িয়েছে এটাই দুঃখজনক।

'আমার অফিস থেকে ছড়িয়েছে এটা কে বলল?'

'আমি অনুমান করছি। করিম সাহেব, আমার অনুমান খুব ভালো।'

করিম সাহেব আর কিছুই বললেন না। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। ঠাণ্ডা ঘর, তবু তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তার সামনে বসা মানুষটিকে আজ এত অন্যরকম মনে হচ্ছে কেন? কেমন কঠিন চেহারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ক্ষমতা মানুষকে বদলে দেয় তা ঠিক কিন্তু এত দ্রুত বদলাতে পারে? এই লোকটির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বদলে গেছে।

'করিম সাহেব।'

জ্বি স্যার।'

'আমি যে ঘরে বসতাম ঐ ঘরটা আপনার বেশ পছন্দ – আপনি ঐ ঘরে বসুন। নিজের মতো করে ঘরটা সাজিয়ে নিন।'

করিম সাহেব কিছুই বললেন না। তার হঠাৎ পানির পিপাসা পেয়ে গেল। আগের বড় সাহেবের বেলায় এ রকম কখনো হয় নি। আজ কেন হচ্ছে? ব্যাপারটা কী? তিনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

'করিম সাহেব।'

শুভম

www.BDeBooks.Com

জ্বি স্যার।'

"আমাদের বেশ বড় একটা সরকারি বিল দীর্ঘদিন আটকে ছিল। নুরুল আফসার সাহেব দেশ ছাড়ার আগে ঐ বিল ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন – কোন বিলটির কথা বলছি বুঝতে পারছেন?'

'পারছি। "

'আমি ঐ বিলের টাকার অর্ধেক একটা বিশেষ কাজে ব্যবহার করতে চাই।'

'বলুন স্যার কী কাজ।"

'আমাদের এত বড় কনসট্রাকশন ফার্ম – বাড়িঘর সমানে তৈরি করে যাচ্ছি। যাচ্ছি না।

'যাচ্ছি। '

'অথচ আমাদের কর্মচারীদের কোনো কোয়ার্টার নেই। ভাড়া বাসায় তারা থাকে। তাদের বেতনের একটা বড় অংশ চলে যায় বাড়িভাড়ায় । আমি চাই থ্রি পি কনসট্রাকশনের প্রতিটি কর্মচারীর জন্যে ফ্লাট হবে। কাউকেই ভাড়া করা বাড়িতে থাকতে হবে না। '

'অনেকগুলো টাকা ব্লকড হয়ে যাবে স্যার।'

'হোক। কত দ্রুত কাজটা করা যাবে বলুন তো? মালিবাগে আমাদের কিছু রিয়েল এস্টেট আছে না?'

'আছে । '

'ঐখানেই ফ্ল্যাট উঠুক। তিন ধরনের ফ্ল্যাট হবে। প্রথম শ্রেণীর অফিসারদেব জন্যে এক ধরনের, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য এক ধরনের, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য এক ধরনের। আমি চাই কাজটা যেন দ্রুত শেষ হয়। দ্রুত। আমার হাতে সময় বেশি নেই। "

'সময় বেশি নেই বলছেন কেন?'

'আমি অসুস্থ এটা আপনার চোখে পড়ছে না?

শুভম

“চিকিৎসা তো স্যার হচ্ছে। কিডনি ট্রান্সপ্লেন্ট হবে, তখন আর সমস্যা থাকার কথা না। ’

‘তা ঠিক। আচ্ছ আপনি এখন উঠুন। বিকেলের দিকে একটা মিটিং ডাকুন। সেখানে ঠিক করব কীভাবে কী করা যায়।’

"জ্বি আচ্ছা স্যার।’

করিম সাহেব চলে যাবার পরপরই কুদ্দুস ঢুকল হাসিমুখে। তার হাতে কাঠাল আকৃতির দুটি পাকা পেঁপে। সে স্যারের জন্যে নিয়ে এসেছে। কুদ্দুস মাথা চুলকে বলল, ‘গাছের পেঁপে স্যার।’

‘তাই নাকি?’

‘বাবার নিজের হাতে পোতা গাছ।’

‘ভালো খুবই ভালো – দাম পড়ল কত?’

‘চল্লিশ টাকা। পঞ্চাশ টাকা জোড়া চায় — চল্লিশে দিল।’

মনজুর হেসে ফেলল। কুদ্দুসের মুখ অসম্ভব বিষন্ন হয়ে গেল। জেরার মুখে সে এক সেকেন্ডও টিকতে পারে না। তাছাড়া এই মানুষটাকে সে আগে থেকেই ভয় পায়। এখন যেন সেই ভয় সাতগুণ বেড়েছে। ছায়া দেখলেই ভয় লাগে। মূল মানুষটাকে দেখতে হয় না।

‘কুদ্দুস।”

জ্বি স্যার।’

‘ওয়েটিং রুমে আমানুল্লাহ নামে একটা ছেলে বসে আছে। তাকে নিয়ে আস।”

‘জ্বি আচ্ছা স্যার।’

কুদ্দুস ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। মনে মনে ঠিক করল, আগামী এক মাস এই মানুষটার ত্রিসীমানায় সে থাকবে না। নগদ টাকা সাধলেও না।

আমানুল্লাহর সঙ্গে মনজুরের আগে একবার দেখা হয়েছে। এটা দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। আজ সে আমানুল্লাহকে আসতে বলেছে। আজ তাকে টাকা দেয়ার কথা। মনজুর রাজি আছে আমানুল্লাহর শর্তে। নগদ এক লক্ষ টাকা আগেই দেয়া হবে।

শুভম

www.BDeBooks.Com

আমানুল্লাহ আজ সুন্দর একটা শার্ট পরেছে।

চুল আঁচড়ানো। ইস্ত্রি করা প্যান্ট। সকাল বেলাতেই গোসল করেছে বলে বোধহয় তাকে সুন্দর লাগছে। চোখেমুখে স্নিগ্ধ ভাব।-

'কেমন আছ আমানুল্লাহ?"

জ্বি স্যার ভালো।'

মনজুর ব্রাউন রঙের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, "তোমার টাকা এখানেই আছে। পাঁচশ টাকার নোট দিয়েছি। তুমি গুনে নাও।"

আমানুল্লাহ টাকা গুনছে।

মনজুর বলল, তুমি কিছু খাবে?

জ্বি না।

চা-টাও খাবে না?

"না। '

টাকা গোনা শেষ হযেছে। প্যাকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে আমানুল্লাহ বলল, "আমি একজনকে টাকাটা দেয়ার জন্যে তিন চার দিনের জন্যে বাইরে যাব। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন আমি পালিয়ে গেছি এই জন্যে বললাম। '

মনজুর বলল, "আমি এ রকম কিছুই ভাবব না।'

'আমার পাসপোর্ট হয়ে গেছে। যেদিন যেতে বলবেন আমি যাব। শুধু....'

শুধু কী?

না কিছু না।

তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

ভয়? হ্যাঁ, একটু পাচ্ছি।

কেন?

'মনে হচ্ছে অপারেশনে আমি মারা যাব।'

'তাই যদি মনে হয় তাহলে রাজি হলে কেন?'

'টাকাটা আমার খুবই দরকার।'

শুভম

‘মরে যাবে জেনেও টাকার জন্যে তুমি রাজি হচ্ছ?

‘জ্বি। অবশ্যি তাতে কোনো অসুবিধা নেই। মানুষ তো আর সারাজীবন বেঁচে থাকে না। এক সময় না এক সময় মরতে হয়। আগে আর পরে — এই আর কি। আচ্ছা আমি যাই।”

‘তোমার সঙ্গে একটা গাড়ি দিয়ে দি। গাড়ি নিয়ে যাও – এতগুলো টাকা সঙ্গে করে নেবে | ’

‘অসুবিধা নেই। কেউ বুঝবে না আমার কাছে এত টাকা — স্নামালিকুম।

‘ওরালাইকুম সালাম।”

মনজুর চুপচাপ বসে আছে। তার খুব খারাপ লাগছে। মন খারাপ শুধু না, শরীরও খারাপ। বমি ভাব হচ্ছে। মাথায় যন্ত্রণা। কুদ্দুস দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢোকাল। মনজুর বলল, “কিছু বলবে কুদ্দুস?’

‘স্যার পেঁপে কেটে দিব?’

‘না। তোমার দেশের বাড়ির পেঁপে পরে খাব।”

“আপনার কি স্যার শরীর খারাপ লাগছে?”

‘হু। ’

‘বাসায় চলে যাবেন?’

‘তাই ভাবছি। ”

‘গাড়ি বের করতে বলব স্যাব?”

মনজুরের মনে পড়ল এখন তার দখলে বড় একটা গাড়ি আছে যে গাড়িতে চড়ে সে এখন সারা শহর ঘুরতে পারে।

শুভম

www.BDeBooks.Com

১৫

অফিসের কাজ মীরার মনে ধরেছে।

তেমন কিছু করার নেই। সেজেগুজে বসে থাকাই মনে হচ্ছে কাজের প্রধান অংশ। দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে অফিস পলিটিক্স। দুটি প্রধান দল আছে অফিসে। জি. এম. সাহেবের দল, এন্টি জি. এম. দল। দুদলেই চেষ্টা করছে মীরার মন ফেরাতে। এন্টি জি দলের প্রধান – মোসাদেক সাহেব একদিন মীরাকে অফিস কেন্টিনে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন এবং নানান কথার ফাঁকে এক সময় নিচু গলায় বললেন, "আপনার বয়স অল্প, আপনাকে একটা কথা বলছি শুনে রাখুন, জি. এম. সাহেব যদি গাড়িতে লিফট দিতে চান – এভয়েড করবেন। কী জন্যে এভয়েড করতে বলছি জিজ্ঞেস করবেন না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। '

মীরা হেসে বলল, "ঠিক আছে জিজ্ঞেস করব না।'

মোসাদেক সাহেব খানিকটা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন মীরা শোনার জন্য অনুরোধ করবে তখন রসিয়ে গল্পটা বলা যাবে।

'মিস মীরা, আপনি আছেন যখন সবই শুনবেন। এইসব হচ্ছে ঘরের কথা। কাউকে বলাও যায় না— সহ্য করাও যায় না। '

জি. এম. সাহেবকে মীরার বেশ পছন্দ হল। ভদ্রলোক হাসিখুশি। মহিলা কর্মচারী আশপাশে থাকলে তার হাসিখুশির পরিমাণটা বেড়ে যায়। এছাড়া অন্য কোনো দোষ মীরার চোখে পড়ল না।

জিএম সাহেব মীরাকে বললেন, "আপনি কি রিকশায় যাওয়া-আসা করেন?'

শুভম

‘জ্বি স্যার তবে মাঝেমধ্যে ভাইয়ের গাড়িতে আসি।”

‘ভবিষ্যতে আর রিকশায় যাওয়া-আসা করবেন না। অফিসারদের আনা-নেয়ার জন্যে গাড়ি আছে। ঐ গাড়িতে যাবেন-আসবেন। মাঝেমধ্যে আমার গাড়িতেও যেতে পারেন। কোনো অসুবিধা নেই। বললেই হবে। আমি ঐদিক দিয়েই যাই।

‘থ্যাংক ইউ স্যার।’

‘কাজকর্ম কেমন লাগছে?"

‘ভালো। অবশ্যি কাজকর্ম তেমন কিছু তো নেই।”

‘হবে। ধীরে ধীরে হবে। আপনার পোষ্টটা নতুন ক্রিয়েট করা হয়েছে। এই পোষ্ট আগে ছিল না। মইন সাহেবের জন্যেই ক্রিয়েট করা। ইনি আপনার কে হন?’

‘দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

‘খুব চমৎকার মানুষ। তাই না মিস মীরা?”

‘জ্বি চমৎকার মানুষ।”

“শুনলাম তিনি বিদেশে ফিরে যাচ্ছেন না। দেশে সেটেল করবেন। শুনে ভালো লাগল। তার মতো একটিভ, ইনোভেটিভ মানুষ হচ্ছে দেশের সম্পদ। দেশ গড়ার কাজে এদের মতো লোক দরকার – তাই না?”

মীরা কিছু বলল না।

মইন ফিরে যাচ্ছে না। দেশেই থাকছে। এই খবর তার জানা ছিল না। মীরার সঙ্গে শেষ দেখা জার্মান কালচারাল সেন্টারে। মীরার ধারণা ছিল উনি চলে গেছেন। মীরা অবশ্যি খোঁজ নেয় নি। একবার খোঁজ নেয়া উচিত ছিল। কেন জানি খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে নি।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে কিছু সময় আসে যখন কোনোকিছুই ভালো লাগে না। মীরার এখন এই সময় যাচ্ছে। ভালো লাগার একটা ভঙ্গি করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু তার কিছু ভালো লাগছে না। কখনো কখনো তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়— আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কিচ্ছু না। সে অনেক চিন্তা করেছে, এরকম হচ্ছে কেন? মনজুরের অভাব কি সে বোধ করছে? তা তো না। তার জীবনের শূন্য

শুভম

www.BDeBooks.Com

অংশ মনজুর ভরাট করতে পারে নি। কাজেই তার অভাবে কাতর হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অন্য কোনো ব্যাপার। কী ব্যাপার তা সে ধরতে পারছে না। নিজেকে সে যতটা বুদ্ধিমান ভাবত এখন মনে হচ্ছে সে ততটা নয় । তার সমস্যাটা কেউ ধরে দিতে পারলে চমৎকার হত । একজন সাইকিয়াট্রিষ্টের কাছে গেলে কেমন হয়। আছে এমন কেউ? তাকে গিয়ে সে কী বলবে? ছোট বাচ্চাদের মতো বলবে - আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না, রোগ হয়েছে। আপনি সারিয়ে দিন।

মীরার অফিস ছুটি হয় চারটায়।

ছুটির পরপর তার বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করে না – বাসায় ফিরে সে কী করবে? নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকবে ?

বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে না। তার বন্ধুবান্ধব নেই। যারা আছে তাদের সঙ্গে গল্প বেশিদূর চালানো যায় না। মেয়েলি গল্পের বাইরে তারা যায় না কিংবা যেতে পারে না।

আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে সে সব সময় দূরে দূরে থেকেছে। এখন আরো বেশি দূরে থাকতে ইচ্ছা করে। তাদের কারো সঙ্গে দেখা হলেই অস্বস্তি, চট করে বিয়ে ভাঙা সমস্যায় চলে আসেন। সমস্ত চোখে-মুখে বিষাদের ভঙ্গি এনে বলেন - 'বুঝলি মীরা, সবই কপাল। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে জীবন শুরু কর। কী আর করবি? বেঁচে তো থাকতে হবে।'

নতুন সংসার যাতে শুরু করতে পারে সেই দুশ্চিন্তাতেও তার আত্মীয়স্বজন অস্থির। প্রায়ই খোঁজ আনছেন, ছেলের ছবি নিয়ে আসছেন। যে ছেলে আগে বিয়ে হয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী।

মীরার ছোট ফুপু এক ছেলের খোঁজ আনলেন – খুব নাকি চমৎকার ছেলে। ভালো বংশ, ভালো টাকাপয়সা, ভালো চেহারা। ছেলের আগে বিয়ে হয় নি, এখন বিয়ে করতে চায়। তবে কুমারী মেয়ে নয়, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা।

শুভম

মীরা বলল, "এই ছেলে তো পাগল। আপনি শেষ পর্যন্ত একটা পাগল ছেলের খোঁজ আমার জন্যে নিয়ে এলেন?'

ফুপু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'পাগল বলছিস কী? স্মার্ট ইয়াং ছেলে সুন্দর চেহারা। '

'স্মার্ট ইয়াং ছেলে বিধবা ছাড়া বিয়ে করতে চায় না – এর মানে কী? ছেলে কি বিদ্যাসাগরের চ্যালা?"

'এখনই এত রেগে যাচ্ছিস কেন? আগে ছেলের সঙ্গে কথা বল। তাবপর রাগারাগি করবি। '

'আমি ঐ ছেলের সঙ্গে কথা বলব না। তোমার সঙ্গেও না। তুমি আর এ বাড়িতে এস না।

"তোর নিজেরই মাথাটা খারাপ হয়েছে মীরা। '

'তা ঠিক । মাথা আমার নিজেরই খারাপ। '

এই সন্দেহ আজকাল মীরার হচ্ছে। তার কি মাথা খারাপ? এমন কিছু কি তার মধ্যে আছে যার জন্যে তার লজিক মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায়? আছে। নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্কের সেই অংশটা কি ঠিক করা যায় না?

জিএম সাহেব বললেন, 'মিস মীরা আজ আমি সাড়ে তিনটার দিকে অফিস থেকে বেরুব। একটা বিয়ের পার্টি আছে। গিফট কিনতে হবে। ভালো গিফট কোথায় পাওয়া যায় বলুন তো?"

মীরা বলল, 'ভালো বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?'

'ভালো মানে, যা দেখে তারা এপ্রিসিয়েট করবে। আমার রুচির প্রশংসা করবে।'

মীরা বলল, 'আজকাল রুচিটুচি কেউ দেখে না। উপহারটাব দাম কত তাই দেখে। আপনি দামি একটা কিছু কিনে দিন তাহলেই হবে।'

'কী দেব বলুন তো?"

আপনার বাজেট কত স্যার??

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘হাজার খানিক । এরচে' কম হলেই ভালো। ’

‘শাড়ি দিয়ে দিন।'

‘আপনি কি আমাকে পছন্দ করে দিতে পারেন? অবশ্যি আপনার যদি সময় থাকে। আমার আবার রুচি বলে কিছু নেই। একবার আমার স্ত্রীর জন্যে একটা শাড়ি কিনেছিলাম। শাড়ি দেখে সে বলল – এটা লুঙ্গির কাপড়। আমি নাকি থান থেকে সাড়ে তিন গজ লুঙ্গির কাপড় কিনে এনেছি।”

মীরা হসল।

পুরানো রসিকতা। সব স্বামীরাই স্ত্রীর জন্যে শাড়ি কেনা নিয়ে এই একটি রসিকতাই করে। এবং মনে করে খুব উচ্চ শ্রেণীর রসিকতা করা হল।

‘মিস মীরা। ’

‘জ্বি স্যার।’

‘আমার স্ত্রী, অন্য দশ জন মানুষের স্ত্রীর মতো না। অন্য দশজন শাড়িটাকে লুঙ্গির কাপড় বলে খানিকক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করবে, তারপর অনুতপ্ত হয়ে সেই শাড়ি পরে বলবে – পরার পর তো ভালোই দেখাচ্ছে তোমার!রুচি খুব খারাপ না। ’

“আপনার স্ত্রী কী করলেন?’

সে ঐ শাড়ি কেটে আমার জন্যে তিনটা লুঙ্গি বানিয়ে দিল। সে লুঙ্গি আমাকেই পরতে হল। ’

মীরা কিছু বলল না। সাধারণ রসিকতার গল্প এখন সেনসেটিভ পর্যায়ে চলে গেছে। এখন কিছু না বলাই ভালো।

“আপনার কি সময় হবে মিস মীরা?”

"জ্বি স্যার হবে।’

‘তাহলে চলুন যাই। শাড়ি কোথায় পাওয়া যায় তাও তো জানি না – শাড়িটাড়ি অবশ্যি আমার স্ত্রী কেনে। খুব আগ্রহ নিয়ে কেনে। তবে আজকেরটা কিনবে না। কারণ কি জানেন?

জ্বি না।

শুভম

অনুমান করতে পারেন?

না – তাও পারছি না।

যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে সে আমার দিকের আত্মীয়। আমার দিকের আত্মীয়ের কোনো কর্মকাণ্ডে সে থাকবে না। বিয়েতেও সে যাবে না – সাজগোজ সে করবে ঠিকই । গাড়িতে উঠার আগ মুহূর্তে বলবে – মাথা ধরেছে, বমি বমি লাগছে। বলেই ছুটে বাথরুমে ঢুকে গলায় আঙুল দিয়ে হড়হড় করে বমি করবে। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হবে — থাক যেতে হবে না। এই হচ্ছে আমার জীবন। অনেক কথা আপনাকে বলে ফেললাম, চলুন যাওয়া যাক।'

শাড়ি কেনা হয়ে গেল পনের মিনিটে। দোকানদার কয়েকটা শাড়ি মেলে ধরল। মীরা সাদা জামদানীর উপর নীল লতাপাতা আঁকা একটা শাড়ি তুলে নিয়ে বলল – এইটা নিন স্যার । চমৎকার । ”

জিএম সাহেব বললেন, 'আরেকটু ঘুরেফিরে দেখলে হয় না?”

'শুধু শুধু হাঁটাহাঁটি করে কোনো লাভ নেই – এটা ভালো শাড়ি। আপনি আমার রুচির উপর ভরসা করেছেন – এটাই নিন। আমি এখান থেকে বিদায় নেব। বইয়ের দোকানে খানিকক্ষণ ঘুরব।”

“আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি – তারপর আপনাকে নামিয়ে দেব। " 'স্যার কোনো দরকার নেই। "

মীরা বইয়ের দোকানগুলোতে বেশ কিছু সময় কাটাল। তিনটা বই কিনল – তিনটিই কবিতার। বই তিনটিই তার আছে তবু কিনল কেন কে জানে? মানুষের কিছু কাজকর্ম আছে চট করে যার ব্যাখ্যা দেযা সম্ভব হয় না। অবচেতন মনে কোনো ব্যাখ্যা হযতো আছে যা এই মুহূর্তে মীরা নিজেও জানে না।

মীরা ঘড়ি দেখল। মোটে চারটা বাজে। কী করা যায়? মনজুরের খোঁজে কি একবার যাবে? অফিস ছুটি হয়ে গেছে। তাকে এখন অফিসে পাওযা যাবে না। আগের বাসায় গেলেও তাকে পাওয়া যাবে না। বাসা বদলে সে তার মেজো মামার কাছে গিয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই। সেখানে যাওয়া যেতে পারে তবে ঐ লোকটিকে তার

শুভম

www.BDeBooks.Com

নিতান্তই অপছন্দ । অশিক্ষিত, অশালীন গ্রাম্য ধরনের মানুষ। মনজুরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে মীরা যখন তার বাবার বাড়িতে চলে এসেছে তখনকার ঘটনা। বদরুল আলম এক সন্ধ্যাবেলায় দুই কেজি মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত। অতি নম্র গলায় বললেন, 'মার কাছে ছেলের একটা আবদার । আবদার রক্ষা না করলে ছেলে এই বাড়ি থেকে যাবে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। হাতি দিয়ে টেনেও ছেলেকে নড়াতে পারবে না মা।'

মীরা শুকনো গলায় বলেছে – 'বলুন কী আবদার।'

'মনজুরেব কাছে শুনলাম – তুমি ওকে ছেড়ে এই বাড়িতে চলে এসেছ। এখন মা জননী তুমি আমার সঙ্গে চল। বাইরে একটা বেবীট্যাক্সি আছে। দাঁড়া করিযে রেখেছি।

'বাইরে বেবীট্যাক্সি আছে?"

'হ্যাঁ মা। '

'দেখুন মামা, আমি রাগের মাথায় হুট করে চলে আসি নি। আমি পুরো এক বছর এটা নিয়ে চিন্তা করেছি। ভেবেছি। রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনজুরের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনজুর কি আপনাকে এখানে পাঠিযেছে?"

'না – আমি নিজেই এসেছি। মনজুর যদি শোনে সে রাগ করবে। তাকে তুমি এই বিষয়ে কিছু বোলো না।'

'আমি কিছুই বলব না। আপনি চা খান। চা খেয়ে চলে যান।

বদরুল আলম সাহেবের নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলার ছিল। সব গুছিয়ে রেখেছিলেন। মীরার শীতল চোখের সামনে সব এলোমেলো হয়ে গেল। চা না খেয়েই চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন আবার এলেন সঙ্গে দু কেজি মিষ্টি। তৃতীয় দিন আবার সঙ্গে সেই মিষ্টি।

মীরা বাধ্য হয়ে মনজুরকে বলল সে যেন তার মামাকে সামলায়। নির্বোধ ধরনের মানুষকে সামলানো বড়ই কঠিন কাজ।

শুভম

সেই মামার কাছে মনজুরের খোঁজে যাওয়ার কোনো অর্থই হয় না। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করবেন। ভেবে বসবেন – সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ; আবারো হয়তো লোক পাঠিয়ে দু কেজি মিষ্টি আনাবেন। কোনো দরকার নেই। তারচে' মইনের কাছে যাওয়া যেতে পারে। তাকে পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। এই চাকরিটি তার কারণেই হয়েছে। সেই হিসেবে ধন্যবাদ তো তার প্রাপ্য ।

নিউ মার্কেট থেকে বের হয়ে মীরা রিকশা নিল। রিকশায় উঠতে উঠতে মনে হল– ভালো লাগছে না। কিছু ভালো লাগছে না। বেঁচে থাকা, খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো – সব অর্থহীন মনে হচ্ছে – কী যেন সেই কবিতাটা?

অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়....

রিকশাওয়ালা বলল, "কই যাইবেন আম্মা?

মীরা চমকে উঠল। এত মিষ্টি গলায় অনেকদিন তাকে কেউ আম্মা ডাকে নি। অজানা অচেনা অপুষ্টিতে জড়োজড়ো বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা এত মিষ্টি করে তাকে আম্মা ডাকল? এত মমতা ছিল তার গলায়?

মীরা বলল, "আপনি সোজা যেতে থাকুন। আমি আপনাকে বলব।'

জ্বি আচ্ছা আম্মা।'

মীরার মন ভালো হতে শুরু করেছে। কেন?

মীরা জানে না। মইনের বাসায় যাবার আগে একবার কি মনজুরের অফিস দেখে যাবে? এত বড় কোম্পানির মালিক সে, নিশ্চয়ই পাঁচটা বাজতেই বাসায় চলে যায় না। তাকে নিশ্চয়ই অনেক কাগজপত্র সই করতে হয় ।

'আসব?'

মনজুর হাসিমুখে বলল, এস।

তোমার বসগিরি দেখতে এলাম।

খুব ভালো করেছ।

শরীর কেমন?

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘ভালো। মাঝখানে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডায়ালিসিস করার পর ঠিক আছে। সেই সঙ্গে চলছে আয়ুর্বেদী চিকিৎসা – নলাদি ক্বাথ খাচ্ছি।

‘নলাদি ক্বাথটা কী জিনিস?’

‘গোবর পানিতে গুললে যে বস্তু হয় তার নাম নলাদি ক্বাথ, কিডনির মহৌষধ বলতে পার। ’

‘এখন তাহলে আয়ুর্বেদী চিকিৎসাও চলছে?

‘যে যা বলছে তাই করছি। একজন হালুয়াঘাট থেকে পীর সাহেবের পানি পড়া এনে দিলেন – তাও খেলাম।”

কেন করছ এসব?’

‘আগ্রহ করে তারা নানান চিকিৎসার কথা বলে। তাদের খুশি করার জন্যে কোনকিছুতেই না করি না। মানুষকে খুশি করতে আমার ভালো লাগে। তুমি কিছু খাবে মীরা।

‘না। ’

‘পেঁপে খেতে পার। কুদ্দুস নামে আমার এখানে একজন কর্মচারী আছে – সে রোজ নিউমার্কেট থেকে পেঁপে কিনে এনে বলছে, নিজের গাছের পেঁপে স্যার। বাবার হাতে পোতা গাছ। কুদ্দুস খুব পিতৃভক্ত। তাব সব গাছই থাকে বাবার হাতে পোতা।

মীরা তার ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, রসিকতা করার চেষ্টা করছ বলে মনে হয়।’

‘রসিকতা পছন্দ হচ্ছে না?”

“না। আজ তাহলে উঠি । ”

মীরা উঠে দাঁড়াল।

মনজুর দুঃখিত গলায় বলল, ‘সত্যি সত্যি উঠছ? বস না একটু। আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাও। ’

‘এক জায়গায় যাব। দেরি হয়ে যাবে, সন্ধ্যার পর রিকশায় যেতে ভয় ভয় লাগে।’

“আমার সঙ্গে গাড়ি আছে – যেখানে যেতে চাও নিয়ে যাবে।'

শুভম

ও আচ্ছা, তোমার তো এখন গাড়ি আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম। তাহলে খানিকক্ষণ বসা যায়। বল চা আনতে বল। ভালো কথা, ডোনার পাওযা গেছে?"

'হ্যাঁ। নাম আমানুল্লাহ।'

মীরা অতি দ্রুত চা শেষ করে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল। মনজুর বলল, 'চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। তুমি যাবে কোথায – মইন সাহেবের কাছে?'

মীরা খানিকটা হকচকিয়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। তুমি উনাকে চেন?"

'উনি একদিন আমার কাছে এসেছিলেন। '

'কী জন্যে?'

'এমনি বোধহয় এসেছিলেন। কথাবার্তা বলার জন্যে। '

মীরা নরম গলায় বলল, "তার প্রতি এক সময় আমার ভয়ংকর রকম টান ছিল তা কি উনি বলেছেন?'

মনজুর হেসে ফেলে বলল, "সবই বলেছেন। কিছুই বাদ দেন নি। আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয় ভদ্রলোক তোমাকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চান। তোমাকে কী করে বলবেন বুঝতে পারছেন না।'

'তুমি তোমার উর্বর মাথা থেকে এটা বের করলে?"

'হ্যাঁ। আমার কিডনি ফেল করতে পারে, ব্রেইন ফেল করে নি।'

'করেছে। কারণ তুমি জান যে মইন ভাই তাঁর স্ত্রী এবং বাচ্চাদের নিয়ে খুব সুখে আছেন । "

মনজুর সহজ গলায় বলল, আমি যতদূর জানি তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে লুসিয়ানায় চলে যাবার পরই তিনি দেশে এসেছেন। ফিরে যাবেন না বলেই এসেছেন । "

'উনি নিজে তোমাকে বললেন?'

'হ্যাঁ। এবং আমার কি মনে হয় জান মীরা, আমার মনে হয় তোমার উচিত তাকে বিয়ে করা। এই ভদ্রলোকের প্রতি তোমার যে প্রচণ্ড মোহ ছিল তার সবটাই এখনো

শুভম

www.BDeBooks.Com

আছে। আছে বলেই আমার সঙ্গে থাকতে পারলে না। আমার মধ্যে তুমি মইন সাহেবের ছায়া দেখতে চেয়েছিলে। তা কি সম্ভব? আমি হচ্ছি আমি।"

মীরা কিছু বলল না।

গাড়িতে উঠেও চুপ করে রইল।

মনজুব বলল, 'মনে হচ্ছে তোমার মন খারাপ করিয়ে দিয়েছি। সরি। '

মীরা বলল, 'সরি হবার কিছু নেই।'

মনজুর বলল, "তোমার মোহ প্রসঙ্গে যা বললাম তা কি ভুল?

'না ভুল না।'

'ভুল না হলে তুমি এত লজ্জিত বোধ করছ কেন?

'লজ্জিত বোধ করছি না তো!"

করছ। খুব মন খারাপ করেছ। প্লিজ মন খারাপ করবে না। আমার সঙ্গে তিনটি বছর তোমার খুব খাবাপ কেটেছে। খারাপের পর ভালো আসে। সামনের দিনগুলো তোমার ভালো যাবে। আমি একশ ভাগ নিশ্চিত। ' মনজুর মীরাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

১৬

মইন বারান্দায় কাগজ, কেচি এবং গাম নিয়ে এসেছে। তৈরি করছে কাগজের এরোপ্লেন মডেল। তার সামনে একটা বই খোলা। বইয়ে লেখা মাপমতো প্রতিটি

মডেল তৈরি হচ্ছে এবং তা সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়িয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাকে ঘিরে নানান বয়সী কিছু বাচ্চাকাচ্চা বসে আছে। তাদের বিস্ময় এবং মুগ্ধতা সীমাহীন।

মইন মীরাকে দেখে সহজ গলায় বলল, 'এস মীরা, এস। প্লেন বানাচ্ছি।" মইনের গলায় কোনো বিশ্বয় নেই। মনে হতে পারে সে এই মুহূর্তে মীরার জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিস্মিত না হবার অভিনয় দুরূহ অভিনয়। এই মানুষটি সেই অভিনয় এত চমৎকার করেছে কী করে? নাকি সে আসলেই বিক্ষিত হয় নি। ধরেই নিয়েছিল মীরা যে কোনোদিন আসবে। মইন কাগজ কাটতে কাটতে বলল, "এই মোড়াটায় আরাম করে বস। আমার চারপাশে যারা বসে আছে তারা আমার নেফিউ এবং নিস। এদেরকে আমি এই মুহূর্তে এরোডায়নামিক্স শিখাচ্ছি। সামান্য কাগজের তৈরী প্লেন বাতাসে ভর করে কুড়ি থেকে পচিশ গজ যেতে পারে যদি ঠিক ডিজাইনে তাদের তৈরী করা হয়। এই দেখ এটাকে দেখ — ফড়িঙের মতো স্লিম বডি, আকাশে ভেসে থাকারা ক্ষমতা দেখলে তুমি হকচকিয়ে যাবে।

মইন কাগজের প্লেন আকাশে ছুড়ে মারল। সেই প্লেন সত্যি সত্যি উড়তে উড়তে বাড়ির কম্পাউন্ড ছাড়িয়ে রাস্তার দিকে রওনা হল। পেছনে পেছনে ছুটে গেল শিশুর দল। মইন মীরার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, "কেমন আছ?

'ভালো। '

'কোনো উদ্দেশ্য নিযে এসেছ না এমনি এসেছ?"

'এমনি এসেছি। আপনার না চলে যাবার কথা ছিল?'

"যাওয়া হয় নি। আরো মাসখানিক থাকব। '

'আমাদের জিএম বলছিলেন, পুরোপুরি থেকে যাওযার সম্ভাবনাও নাকি আছে।'

'না। কথার কথা বলছিলাম। সেটাকেই ভদ্রলোক বিশ্বাস করে বসে আছেন। বর্তমান বাংলাদেশের সমস্যা কি জান? সিরিয়াসসলি যেসব কথা তুমি বলবে সেসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু রসিকতা করে তুমি যদি কিছু কথা বল, যদি casual remarks কিছু কর সবাই তা বিশ্বাস করবে। চল ভেতরে বসে কথা বলি।"

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘প্লেন বানানো শেষ?’

"আজকের মতো শেষ। তুমি কি অফিস থেকে আসছ?"

‘না। নিউ মার্কেট থেকে । আমাদের জিএম সাহেবের সঙ্গে নিউমার্কেটে গিয়েছিলাম। আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি শাড়ি কিনলেন। আমাকে পছন্দ করে দিতে হল। ’

মইন হাসিমুখে বলল, উনি নিশ্চয় এর মধ্যে তোমাকে বলেছেন যে তার পারিবাবিক জীবন কী রকম বিষময়। বলেন নি?’

‘বলেছেন। ’

ঐ গল্পটি কি করেছেন – যেখানে তিনি তার স্ত্রীর জন্যে শখ করে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা সেই শাড়ি কেটে তিনটি লুঙ্গি বানিয়ে তাকে প্রেজেন্ট করলেন। এই গল্প কি শোনা হয়েছে, না শোনা হয় নি?’

মীরা বলল, “শোনা হয়েছে।’

মইন বলল, ‘এইসব গল্প এক বর্ণও বিশ্বাস করবে না। সুন্দরী মহিলাদের সহানুভূত আদায়ের জন্যে এই গল্প তিনি করেন। ভদ্রলোক হার্মলেস। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তার সঙ্গে ঘুরতে পার। কোনোদিন ভুলেও সে তোমার হাত ধরবে না। সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে গল্প করার আনন্দই তার একমাত্র আনন্দ। তার পারিবারিক জীবনও খুব ভালো। ভদ্রলোকের স্ত্রী একজন রূপবতী মহিলা এবং অত্যন্ত ভালো মহিলা। মীরা তুমি মনে হয় আমার কথা শুনে হকচকিয়ে গেছ। ’

কিছুটা হকচকিয়ে গেছি তা ঠিক।

‘বুঝলে মীরা, পৃথিবীটা আসলে মোটামুটি ইন্টারেষ্টিং একটা জায়গা। এখন বল তোমার পরিকল্পনা কী?”

“আমার কোনো পরিকল্পনা নেই। আপনার কল্যাণে চাকরি হয়েছে আমি তার জন্যে আপনাকে থ্যাংকস দিতে এসেছি। এর বেশি কিছু না।’

‘তুমি এমনভাবে না বললে, যাতে মনে হচ্ছে এর বেশি কিছু হলে তোমার আপত্তি আছে। বস, আমার সঙ্গে চা খাও। চা খেয়ে চল ঘুরতে বের হই। রাতে ডিনারেব পর

শুভম

তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসব। ভয়ের কিছু নেই। আমিও তোমাদের জিএম সাহেবের মতো হার্মলেস। ভালো কথা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে মনটা খুব খারাপ। কী হয়েছে বল তো?"

মীরা বলল, "কিছু হয় নি, আমি বেশিক্ষণ থাকব না। চা খাব তারপর বাসায় চলে যাব । কাজ আছে । '

'কাজ পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কাজেই আর কোনো কথা নয়। আমার পরিকল্পনা কি ছিল জান? পরিকল্পনা ছিল সন্ধ্যার পর তোমাকে নিয়ে বাইরে কোথাও খেতে যাব। তোমাদের বাসায় আই মিন তোমার ভাইয়ের বাসায় খবর দিয়ে রেখেছিলাম । তুমি যখন এলে তখন ভাবলাম খবর পেয়ে নিজেই এসেছ। তুমি হয়তো লক্ষ কর নি যে তোমাকে দেখে আমি মোটেও অবাক হই নি। পরে অবশ্যি বুঝলাম যে নিজ থেকেই এসেছ। খবর পাও নি। এব পরেও যদি যেতে না চাও তাহলে আমার হাতে আরেকটি কঠিন অস্ত্র আছে।

'কী অস্ত্র?'

'আজ আমার জন্মদিন। তুমি এই দিনটাও ভুলে গেলে এটা খুবই দুঃখেব কথা। আমার ধারণা ছিল আমার জন্যে অনেকখানি আবেগ তুমি সব সময় ধরে রাখবে। ধারণা দেখা যাচ্ছে ঠিক না। তুমি সব ভুলেটুলে বসে আছ।

'তাই কি ভালো না?'

'জানি না, হয়তো ভালো। এখন বল তুমি কি যাবে, না যাবে না?"

'চলুন যাই।"

'তুমি খুব অনগ্রহ নিয়ে আমার সঙ্গে রওনা হচ্ছ। আমি হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি এই অনাগ্রহ তোমার থাকবে না। '

'বাজিতে আপনি হারবেন। আজকাল কোনো কিছুতেই আগ্রহ বোধ করি না। '

'কেন কর না তাও জানতে চাই।'

'জানতে চান কেন?'

শুভম

www.BDeBooks.Com

"আজকের অনগ্রহের পেছনে – অনেকদিন আগে আমার ঘরে যা ঘটেছিল তার কোনো যোগ আছে কিনা জানতে চাই। আমি নিজে অত্যন্ত সুখী মানুষ। আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই।'

দুজন হাঁটতে হাঁটতে রওনা হল। মইনের ইচ্ছা অনেকক্ষণ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যাবার পর তারা রিকশা নেবে। রিকশায় করে ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন কোনো চাইনিজ রেস্তোরার আধো আলো আধো আঁধারে রাতের খাবার শেষ করবে।

মীরা লক্ষ করল মইনকে অসম্ভব খুশি খুশি লাগছে। মনে হচ্ছে সে তার আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। মীরাকে সে কোনো কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না। অনবরত কথা বলে যাচ্ছে —

'মীরা, জার্মান কালচারাল ইন্সটিটিউটে একটা ছবি কিনেছিলাম তোমার মনে আছে? নগদ দাম দিয়ে কিনেছিলাম। এক্সিবিশন শেষে ছবি নিয়ে আসার কথা ছিল। আমি আর ছবি আনতে যাই নি। ইচ্ছা করেই যাই নি। ঐ আর্টিষ্ট যেহেতু আমার ঠিকানা জানে না — ছবি দিয়ে যেতেও পারছে না। হাহা।-হা- '

'এতে খুশি হচ্ছেন, কারণটা কী?"

'খুশি হচ্ছি কারণ আর্টিষ্ট সাহেবকে এক ধরনের মানসিক কষ্ট দিতে পারছি। সে ঐদিন আমাকে সূক্ষ্মভাবে অপমান করেছিল। কঠিন অপমান। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম শোধ নেব। এখন নিচ্ছি। বেচারা এখন ছবিটা নিয়ে পড়েছে বিপদে। নিজের কাছে ছবিটা রাখতে হচ্ছে। যতবার তাকাচ্ছে ছবিটার দিকে ততবার আমার কথাটা মনে হচ্ছে। মনটা খারাপ হচ্ছে – টাকা দিল অথচ ছবি নিল না। কঠিন মানসিক চাপ। হা— হাহা।- '

'আপনি মানুষটা বেশ অদ্ভুত।

'অদ্ভুত না ক্রুয়েল। নিষ্ঠুর। শুধু সদ্‌গুণ নিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয় না -- এইসবও কিছু কিছু লাগে। যাদের ভেতর শুধুই সদগুণ, মানুষ হিসেবে অনেক নিচের দিকে তাদের অবস্থান।'

'কী পাগলের মতো কথা বলছেন?'

শুভম

‘পাগলের মতো কথা বলছি না। ভেবেচিন্তে বলছি। তোমাকে এই কথাগুলো বলার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্যও আছে। কী বলছি মন দিয়ে শোন। খুব মন দিয়ে। একজন মানুষ যার ভেতরে মহৎ গুণাবলি ছাড়া আর কিছুই নেই, রাগ নেই, হিংসা নেই, ঘৃণা নেই সে কী করে জান? সে আশপাশের মানুষদের অসম্ভব কষ্ট দেয়। আমরা তাকে এড়িয়ে চলি । ক্ষেত্রবিশেষে পরিত্যাগ করি। কারণ আমবা তাকে সহ্য করতে পারি না। ’

মীরা থমথমে গলায় বলল, “আমাকে এসব কেন বলছেন?’ মইন হাঁটা বন্ধ করে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে রইল মীরার দিকে। সন্ধ্যার শেষ আলোয় মীরার মুখ কেমন জানি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত।

মইন হালকা গলায় বলল, “বুঝলে মীরা, আমি কয়েকদিন আগে মনজুর নামের ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এক ধরনের কৌতুহল থেকেই গিয়েছিলাম। বিয়ে করল আবার ছাড়াছাড়িই বা কেন হল খুব জানার ইচ্ছা ছিল। আমাব সঙ্গে এই লোকটি প্রতিযোগিতা করেছে এবং এক অর্থে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে, কাজেই তার সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক, তাই না, কাজেই দেখা করলাম।”

কেমন দেখলেন?’

‘অন্য দশজন যা বলেছে তাই — নিতান্তই সাধারণ এক জন মানুষ।”

মীরা চাপা গলায় বলল, “আপনার ধারণা ঠিক না। ও নিতান্ত সাধারণ মানুষ না।’

মইন হেসে ফেলে বলল, ‘প্রথম দর্শনে আমার যা মনে হল তা বললাম – সাধারণ মানুষ, খুবই সাধারণ। তারপর অবাক হয়ে দেখি হিসেবে কী যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। কী একটা জিনিস যেন মিলছে না। লোকটি পরিপূর্ণ মানুষ না। তার মধ্যে মানুষের ত্রুটিগুলো অনুপস্থিত। আমার ধারণা এই যে তার সঙ্গে তোমার বনল না তার কারণ এই।"

শুভম

www.BDeBooks.Com

‘আপনি তো অদ্ভুত কথা বলছেন মইন ভাই। একজন মানুষের ভেতর ত্রুটি নেই বলেই তাকে আমার পছন্দ হবে না?”

‘হ্যাঁ তুমিই তার ত্রুটিগুলো বল। তার সবচে' বড় ত্রুটি কী যা তোমাকে সবচে’ বেশি আহত করেছে?’

‘ভালবাসা বলে কিছু তার মধ্যে ছিল না। তার মধ্যে যা ছিল তা হল আশপাশেব সবার সম্পর্কে অনগ্রহ। ’

‘ভালবাসার বাস হচ্ছে হৃদয়ে। তাকে চোখে দেখা যায় না। আমরা করি কি, নানান কাণ্ডকারখানা করে তা দেখাতে চাই যেমন ফুল কিনে আনি, উপহার দেই। এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে এক ধরনের ভান আছে – ভানটা হচ্ছে আমাদের ত্রুটি। যে মানুষের মধ্যে এই ত্রুটি নেই সে ভালবাসা দেখানোর চেষ্টা করবে না।

ভালবাসা যদি থাকে তা দেখানোয দোষ কী?

কোনোই দোষ নেই। দেখানোই উচিত। কিন্তু খুব ক্ষুদ্র একদল মানুষ আছে যাদের কাছে এই অংশটি অপ্রযোজনীয় মনে হবে। এদেরকে আমরা যখন বিচার করব তখন মানুষ হিসেবে এদের স্থান হবে অনেক পেছনে। কারণ এবা দুর্বোধ্য।’

মীরা শীতল গলায় বলল, ওর সঙ্গে সামান্য কিছুক্ষণ কথা বলে ওকে আপনি মহাপুরুষদের দলে ফেলে দিয়েছেন

সামান্য কিছুক্ষণ কথা হয়েছে তা ঠিক না। প্রচুর কথা হয়েছে। আমি তাকে খোলাখুলি অনেক কথাই বলেছি। কেন জানি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করল। মাঝে মাঝে কিছু মানুষ পাওয়া যায় যাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। করে না?

হ্যাঁ করে ।

মীরা আমি তোমাকে কিছু মিথ্যা কথাও বলেছি। আমি কনফেশন করতে চাই এবং

. . . . . .

মইন থেমে গেল। মীরা বলল“ ,থামলেন কেন, কথা শেষ করুন।

মইন খুবই নিচু গলায় বলল‘ ,অনেক আগে তুমি প্রচণ্ড ঘোর এবং প্রচণ্ড মোহ নিয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিলে। আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেই নি। আজ যদি আমি

শুভম

ঠিক সেই রকম মোহ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসি, তুমি কি আমাকে ফিরিয়ে দেবে?

মীরা জবাব দিল না। তার সমস্ত হৃদয় হাহাকারে পূর্ণ হয়ে গেল। তার ইচ্ছে করল চিৎকার করে ওঠে – আমার ভালো লাগছে না। আমার কিছুই ভালো লাগছে না।

১৭

ডাক্তার সাহেবের নাম শাহেদ মজুমদার।

ডাক্তাররা কখনো পুরো নামে পরিচিত হন না।

শাহেদ মজুমদার সেই কারণেই এস মজুমদার নামে পরিচিত। বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। এই বয়সেই প্রচুর খ্যাতি এবং অখ্যাতি কুড়িয়েছেন। ডাক্তার সাহেবকে মনজুরের পছন্দ। মানুষটি রসিক। রস ব্যাপারটা ডাক্তারদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায় না। প্রথম দিন মনজুর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল, ভাই আমি কি মারা যাচ্ছি।

ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বলেছেন, 'হ্যাঁ যাচ্ছেন।"

শুভম

www.BDeBooks.Com

মনজুর যখন পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে তখন তিনি বলেছেন, 'ভয় পাবেন না। আমরা সবাই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রায় ষাট বছর পার করে মারা যাচ্ছি – এই অর্থে বলেছি। নির্দিষ্ট সময়টুকু আপনি যাতে পান সে চেষ্টা আমি করব এই আশ্বাস দিচ্ছি।'

আজ মনজুরকে তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। দেখা শেষ করে বললেন, "আপনাকে কমপ্লিট রেষ্টে চলে যেতে হবে। আগেও তো বলেছি। আপনি কথা শোনেন নি।'

মনজুর বলল, "কিছু ঝামেলা ছিল, শেষ করেছি। এখন লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ব।"

'কবে শোবেন? আজ থেকেই শুরু করুন। '

'আপনি বললে আজই শুয়ে পড়ব। ভালো কথা ডাক্তার সাহেব, আমার এই সমস্যায় কি মাথায় গণ্ডগোল হয়?"

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না – মাথায় গণ্ডগোল মানে?"

মনজুর লাজুক গলায় বলল, "আমার ঘরে একটা টেলিফোন আছে। হঠাৎ হঠাৎ সেই টেলিফোন বেজে ওঠে। বেজে উঠার কথা না। টেলিফোনটা অনেকদিন ধরেই ডেড । একটা ছেলের নাম ইমরুল, সে রাত দুটা আড়াইটার দিকে টেলিফোন করে। মজার মজার কথা বলে। আমি জানি এটা অসম্ভব না। আমার এক ধরনের হেলুসিনেশন হচ্ছে। আমি কি ঠিক বলছি ডাক্তার সাহেব?"

'ঠিকই বলছেন। রক্তে টক্সিক মেটেরিয়াল বেড়ে গেলে – হেলুসিনেশন হতে পারে। এরকম ঘটনার নজির আছে। ছেলেটার সঙ্গে কী কথা হয়?'

ছেলেমানুষি ধরনের কথা, গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।'

'হয়তো পুরো ব্যাপারটা আপনি স্বপ্নে দেখেছেন।"

'তাও হতে পারে। '

শেষ কবে টেলিফোন পেলেন?'

'গত কাল রাত তিনটার দিকে। সে বলল, যে ছেলেটি আপনাকে কিডনি দিচ্ছে তার একমাত্র কিডনিটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন সে কী করবে?'

শুভম

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেলে বললেন, "আপনার কথা শুনে তো মনে হয় না ঐ ছেলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে না। সে তো বেশ সিরিয়াস ধরনের কথা বলেছে। এই কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনার মনেও আছে। আছে না?"

জ্বি আছে।'

'এসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবেন না। আপনার সাবকনশাস- মাইন্ড আপনাকে নিয়ে খেলছে। এটাকে গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন।

'তা দিচ্ছি। গুরুত্ব দেয়ার কারণও আছে। আমি কি কারণটা আপনাকে বলব?'

'বলুন।'

'কারণটা কোনো একজনকে বলা দরকার। আমি বলার মতো কাউকে পাচ্ছি না। সবাই কথা বলতে চায়। কেউ শুনতে চায় না। '

ডাক্তার সাহেব নরম গলায় বললেন, "আমি আপনার কথা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছি। আপনি ধীরেসুস্থে বলুন।"

'আমি আমানুল্লাহ ছেলেটির সঙ্গে নিজের খুব মিল দেখতে পাচ্ছি। সে একটি কিডনি বিক্রি করেছে। আমিও তাই করেছিলাম। আপনাকে এই তথ্য আগেই দিয়েছি। বাবার চিকিৎসার জন্যে এটা করতে হয়েছিল। তার থ্রোট ক্যানসার হয়েছিল। ক্যানসার হয়েছে জানার পর থেকে তিনি বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলেন। তার ধারণা হল বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করলেই তিনি সেরে উঠবেন। টাকা টাকা করে তিনি একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন। সারাক্ষণ বলতেন, এক লাখ টাকা হলেই বিদেশে গিয়ে জীবনটা রক্ষা করতাম। এই সময়ই আমি বাবাকে এক লাখ টাকা দেই। টাকা হাতে নেয়ার দু দিনের মাথায় তার মৃত্যু হয়। '

"তখনো আপনার কিডনি কেটে বাদ দেয়া হয়নি?

জ্বি না। আমি ইচ্ছা করলে টাকাটা ফেরত দিতে পারতাম, বলতে পারতাম আমি কিডনি বিক্রি করতে চাই না। তা করি নি। যথাসময়ে কিডনি ট্রান্সপ্লেন্ট হয । যাক ঐ প্রসঙ্গ। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আমানুল্লাহ নামের ছেলেটিরও একই

শুভম

www.BDeBooks.Com

ব্যাপার ঘটছে। সে একটি কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকবে এবং একসময় দেখা যাবে আমার মতো সমস্যা হয়েছে। ’

‘তেমন সম্ভাবনা খুবই কম।

‘কম হলেও তো আছে। আছে না?”

ডাক্তার জবাব দিলেন না।

মনজুর বলল, “আপনার এখানে কি একটা সিগারেট খেতে পারি। প্রচণ্ড তৃষ্ণা হচ্ছে। যদি অনুমতি দেন।

অনুমতি দিলাম।”

মনজুর সিগারেট ধরিয়ে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, “আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ডাক্তার সাহেব – আমি ঐ ছেলেটির কিডনি নেব না। যে ক দিন বাঁচব নিজের যা আছে তা নিয়েই বাঁচব। ’

‘এই সিদ্ধান্ত কি এখন নিলেন?’

না। যেদিন আমানুল্লাহকে নগদ এক লাখ টাকা গুনে গুনে দিলাম সেদিনই নিয়েছি। ডাক্তার সাহেব, আমার শরীরটা এখন বেশ খারাপ লাগছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিন আমি আজ রাতেই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পড়তে চাই – অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। জ্বর আসছে বলেও মনে হচ্ছে। প্লিজ একটু দেখবেন আমার গায়ে টেম্পারেচার আছে কিনা?

মনজুর ডাক্তারের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। ডাক্তার সাহেব সেই হাত ধরলেন না। তিনি তাকিয়ে রইলেন মনজুরের চোখের দিকে। সেই চোখ কোমল ও শান্ত। অস্থিরতার কোনো ছাপ চোখের মণিতে নেই।

শুভম

১৮

মনজুর অপারেশন করতে রাজি নয়।

এই খবর জাহানারা পেয়েছে গতকাল রাতে। ফরিদ এসে খবর দিয়েছে। জাহানারা তৎক্ষণাৎ ফরিদকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছে — 'ফরিদ এসব কী বলছে স্যার?'

মনজুর বলল, "ও যা বলছে ঠিকই বলেছে। আমি অনেক ভেবেচিন্তে ডিসিশান নিয়েছি। এর নড়চড় হবে না। তুমি আমাকে অনুরোধ কোরো না বা কান্নাকাটিও কোরো না। '

জাহানারা হতভম্ব হয়ে গেল। এ রকম হতে পারে সে কল্পনাও করে নি। জাহানারা থাকতে থাকতেই বদরুল সাহেব এলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি রাগী গলায় বললেন, 'তুই কি পাগল হয়ে গেলি?"

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ঐ এক লাখ টাকার কী হবে? ঐ টাকা তো আর উদ্ধার হবে না।'

'তা হবে না। মামা, টাকাটা আমি দান করেছি।"

'তুই পাগল, ষোল আনা পাগল।'

মনজুর ক্লান্ত গলায় বলল, 'মামা আমার শরীরটা খুবই খারাপ। তোমার চিৎকারে আরো খারাপ হচ্ছে। দয়া করে বিদেয় হও । '

বদরুল আলম নড়লেন না। জাহানারা বের হয়ে এল। ফরিদকে হাসপাতালে রেখে একা চলে এল মীরার কাছে।

শুভম

www.BDeBooks.Com

জাহানারা মীরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে অসম্ভব ভয় পেয়েছে। তার মুখ পান্ডুবর্ণ। সারা পথই সে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে। তার চোখ ফোলা। মুখ অসম্ভব বিষন্ন।

মীরা বলল, "আমি বললেই কি মনজুর আমার কথা শুনবে?

জাহানারা ধরা গলায় বলল, 'হ্যাঁ আপনি বললে শুনবে।'

'আপনি কী করে জানেন?'

'আমি জানি। আপনি স্যারের হাত ধরে যদি এক বার বলেন, স্যার রাজি হবেন। কিডনি আমি দেব। সেটা কোনো সমস্যাই না। আপনি শুধু স্যারকে রাজি করাবেন। বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।'

'সেটা আপনি জানেন, আমিও জানি। কিন্তু ও জানে না। ওর কিছু নিজস্ব বিচিত্র লজিক আছে। সে ঐ লজিকে চলে। অন্য কারো কথাই শোনে না। আমার কথাও শুনবে না। '

আপনার কথা শুনবেন। আপনার কথা না শুনে স্যারের উপায় নেই। '

"এত নিশ্চিত হয়ে কী করে বলছেন?'

'স্যারের রাইটিং প্যাডের একটা পাতা আমি আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি। ঐটা দেখলেই আপনি বুঝবেন তিনি আপনার কথা ফেলবেন না।'

জাহানারা রাইটিং প্যাডের একটা পাতা মীরার দিকে বাড়িয়ে ধরল। সেখানে গুটিগুটি করে অসংখ্যবার লেখা — মীরা, মীরা, মীরা।

জাহানারা বলল, "মোট তিনশ ছ বার লেখা আছে।'

"আপনি বসে বসে গুনেছেন?'

'জ্বি।'

মীরা জাহানারার দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল। মীরার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। এই হাসি সে তৎক্ষণাৎ মুছে ফেলে স্বাভাবিক গলায় বলল, "আপনার স্যারকে আপনার খুব পছন্দ তাই না?"

জাহানারা সহজ গলায় বলল, 'হ্যাঁ। '

শুভম

‘কেন পছন্দ সেটা কি জানেন?’

‘জানি । ”

“আমাকে বলবেন?’

জাহানারা স্পষ্ট স্বরে বলল, “না। ’

মীরা বলল, “আচ্ছা থাক বলতে হবে না। সবকিছু বলতে নেই। চলুন আপনার স্যারের কাছে যাই। দেখি তাকে রাজি করানো যায় কিনা। ওর সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয তখন আমার পরনে আসমানি রঙের একটা শাড়ি ছিল। ঐ শাড়িটা পরে গেলে কেমন হয়?’

‘খুব ভালো হয়।’

‘আপনি তাহলে অপেক্ষা করুন, আমি শাড়ি বদলে আসছি। আর শুনুন, এত কাঁদবেন না। আপনার কান্না দেখে আমারই কান্না পেয়ে যাচ্ছে। দেখি, কাছে আসুন তো আপনাকে একটু আদর করে দেই।’

(সমাপ্ত)

শুভম

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com